প্রাকৃতিক বিপর্য-য়র সময় মানু-ষর নিরাপত্তার পরিস্থিতি বিষয়ক ইন্টার-এ-জন্সি স্থায়ী সমিতির ব্যবহারিক নি-র্দশাবলী

The Brookings – Bern Project
on Internal Displacement

November 2011

IASC INTER-AGENCY
STANDING COMMITTEE

IASC INTER-AGENCY STANDING COMMITTEE

BROOKINGS

b UNIVERSITÄT BERN

প্রাকৃতিক বিপর্য-য়র সময় মানু-ষর নিরাপত্তার পরিস্থিতি বিষয়ক ইন্টার-এ-জন্সি স্থায়ী সমিতির ব্যবহারিক নি-র্দশাবলী

November 2011

প্রকাশনা : দ্য ব্রুকিংস - বার্ন প্র-জক্ট অফ ইন্টারনাল ডি-প্লসম্যান্ট

Title: IASC Operational Guidelines on the Protection of Persons in Situations of Natural Disasters *(in Bengali)*

Translated by Sabuj Sangha, Kolkata, West Bengal

Prepared by All India Disaster Mitigation Institute

411 Sakar Five, Near Natraj Cinema
Ashram Road, Ahmedabad-380 009 India
Tele/Fax: +91-79-2658 2962
E-mail: bestteam@aidmi.org
Website: www.aidmi.org, www.southasiadisasters.net

© The Brookings – Bern Project on Internal Displacement
November 2011

সূচিপত্র

মুখবন্ধ

অংশ ১ : ভূমিকা

১। কীভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মানবাধিকারের উপর প্রভাব ফেলে ?........ ১

২। কীভাবে মানবাধিকার দৃষ্টিভঙ্গী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিস্থিতিতে মানুষকে সুরক্ষিত করতে সাহায্য করবে ? ২

৩. সুরক্ষা কী ?........৩

৪. এই ব্যবহারিক নির্দেশাবলীগুলির উদ্দেশ্য ও ক্ষেত্র কী ?........৪

অংশ ২ : ইন্টার-এজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় মানুষের নিরাপত্তার পরিস্থিতি বিষয়ক ব্যবহারিক নির্দেশাবলী সাধারণ নীতি ৭

শ্রেণী - ক : জীবন রক্ষা; নিরাপত্তা ও এবং বাস্তব অখন্ডতা, অপসারণের সময় পারিবারিক বন্ধন

ক.১. অপসারণের সময় জীবন রক্ষার উপায় ৯
ক.২. পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা থেকে সুরক্ষা ১১
ক.৩. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের গৌণ প্রভাব থেকে সুরক্ষা ১২
ক.৪. লিঙ্গবৈষম্যভিত্তিক হিংসাসহ হিংসার বিরুদ্ধে সুরক্ষা ১২
ক.৫. অতিথি সৎকারকারী পরিবারগুলির এবং গোষ্ঠীর বা গণ-আশ্রয়স্থানগুলির সুরক্ষা ১৫
ক.৬. মৃত শরীরের অন্তিম সংস্কার ১৬

শ্রেণী - খ : খাদ্য, স্বাস্থ্য, আশ্রয় এবং শিক্ষার অধিকারের সুরক্ষা

খ.১ মানবতাবাদী জিনিসপত্র ও পরিষেবা পৌঁছানো ও সরবরাহ - সাধারণ নীতি ১৮
খ.২ নির্দিষ্ট দ্রব্য যেমন পর্যাপ্ত খাদ্য, জল ও স্বাস্থ্যবিধান, আশ্রয়, জামাকাপড়; অপরিহার্য স্বাস্থ্য পরিষেবা ও শিক্ষা ২০

শ্রেণী - গ : গৃহ; জমি ও সম্পত্তি; জীবিকা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার অধিকারের সুরক্ষা

গ.১ গৃহ; জমি ও সম্পত্তি; জীবিকা এবং স্বত্ত্বাধিকার ২৫
গ.২ পরিবর্তনশীল আশ্রয়, গৃহ এবং উচ্ছেদ ২৬
গ.৩ জীবিকা ও কাজ ২৭
গ.৪ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ২৭

শ্রেণী - ঘ : দলিল-দস্তাবেজ করা, আন্দোলন, পারিবারিক বন্ধনের পুন:স্থাপন, মতামত প্রকাশ এবং নির্বাচনের অধিকারের সুরক্ষা

ঘ.১ দলিল-দস্তাবেজ করা ২৯
ঘ.২ ঘোরাফেরার স্বাধীনতা, বিশেষত: মজবুত সমাধানের প্রেক্ষিতে........ ৩০
ঘ.৩ পারিবারিক বন্ধনের পুন:স্থাপন ৩১
ঘ.৪ মতামত প্রকাশ, সমাগম এবং সংগঠন এবং ধর্ম ৩৩
ঘ.৫ নির্বাচন বিষয়ক অধিকার ৩৪

পরিশিষ্ট ১ : শব্দকোষ ৩৫
পরিশিষ্ট ২ : বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের সুরক্ষা আলোচ্য নির্দেশাবলীর প্রসঙ্গ নির্দেশ ৩৮
পরিশিষ্ট ৩ : আচরণবিধি, নির্দেশাবলী এবং নিয়মাবলী সম্বন্ধে ৪৩

মুখবন্ধ

ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, সুনামীতে মানবাধিকার হারিয়ে যায় না । আমরা ভারত মহাসাগরে হওয়া সুনামী, হাইতিতে ঘটা ভূমিকম্পসহ অনেক বিপর্যয়ের পরে উদ্ধারের ও পুনর্বাসনের কাজের সময় মানবাধিকার সংরক্ষণ হওয়ার কাজ হতে দেখেছি । এটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, এর মাধ্যমে প্রভাবিত মানুষদের মর্যাদা রক্ষা করা যায় । বিপদসঙ্কুল মানুষকে বৈষম্য ও অবহেলার থেকে রক্ষা করাটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ ।

বিপর্যয়ের ত্রাণের সময় অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীকে সরল ও সুবিধাজনক করার জন্য ইন্টার এজেন্সি স্থায়ী সমিতি (আই.এ.এস.সি) ২০০৬ সালে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং মানবাধিকারের উপর একটি ব্যবহারিক নির্দেশাবলী গ্রহণ করেছে । প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিস্থিতিতে অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই নির্দেশাবলীর গুরুত্বপূর্ণ যোগদান রয়েছে । এই নির্দেশাবলী মাঠে পরীক্ষিত হওয়ার সময় যে মতামত পাওয়া গেছে সেগুলিকে নির্দেশাবলীতে যুক্ত করে সংশোধন সংস্করন করা হয়েছে । এই সংশোধিত সংস্করণটি অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীকে বিস্তৃত করার সাথে সাথে বিপর্যয় প্রস্তুতির উপায়গুলিকে সংযুক্ত করেছে । যখন কোনো বিপর্যয় আসে তখন প্রস্তুতির একটা ছোট পদক্ষেপও বড় প্রভাব ফেলে ।

এই দলিল বহু বছরের সহযোগীতাপূর্ণ কাজের পরিণাম । আমরা বিশেষ করে আই.এ.এস.সি-র সেইসব সদস্য ও সহযোগী ব্যক্তিদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এই দলিলটি তৈরী করতে সাহায্য করেছেন, ধন্যবাদ জানাই সেইসকল ব্যক্তিদের যারা এই দলিলকে এই রূপে নিয়ে আসার জন্য তাদের গুরুত্বপূর্ণ সময় দিয়েছেন । এই প্রক্রিয়ায় সহৃদয় সহযোগীতার জন্য আমরা ব্রুকিংস-বার্ণ প্রজেক্ট অন ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট-কে ধন্যবাদ জানাই ।

এই নির্দেশাবলী ছোট ও সহজপাঠ্য । আমরা আশা করি এই নির্দেশাবলী বিপর্যয়ের প্রস্তুতি, প্রতিক্রিয়া ও পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত কার্যাবলীর কাঠামো হিসেবে মানবাধিকারকে ব্যবহারের জন্য আন্তর্জাতিক এবং অসরকারি মানবাধিকার সংগঠন এমনকি সরকারের কাজে লাগবে ।

ওয়ালেরি অমস
আন্ডার-সেক্রেটারী-জেনারেল অ্যান্ড
জেনারেল এমারজেন্সি রিলিফ কোঅর্ডিনেটর

ওয়াল্টার কলিন
রপ্রেসেন্টেটিভ অফ দ্য ইউ.এন সেক্রেটারী-
অন দ্য হিউম্যান রাইটস অফ ইন্টারনালী ডিসপ্লেসড পারসন
ফর হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাফেয়ার্স

অংশ ১ : ভুমিকা

১। কীভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মানবাধিকারের উপর প্রভাব ফেলে ?

পূর্বে প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে[১] মানব সহায়তার প্রস্তুতিকে চ্যালেন্জ হিসেবেই দেখা হোত । মানবাধিকার সুরক্ষিত করার উপর নজর কমই দেওয়া হয়েছিল ।

২০০৪ এবং ২০০৫ সালে এশিয়া ও আমেরিকার কিছু অংশে ঘটে যাওয়া সুনামী, হ্যারিকেন এবং ভূমিকম্প, ২০১০ সালে হাইতিতে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পের পর দেখা গেছে যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রভাবিত মানুষদের মানবাধিকার বিভিন্নভাবে বিঘ্নিত হয়েছে । যেমন -

- সুরক্ষা ও নিরাপত্তার অভাব (বর্ধিত অপরাধ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের গৌণ প্রভাব)
- লিঙ্গ বৈষম্যমূলক হিংসা
- সহায়তা এবং সাধারণ দ্রব্য ও পরিষেবার অসম বন্টন ও বৈষম্য
- শিশুদের প্রতি অন্যায়, অবহেলা এবং শোষন
- পরিবারে ভাঙন, বিশেষত: শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যাদের জীবনযাপন পরিবারের অন্যদের উপর নির্ভরশীল ;
- ব্যক্তিগত কাগজপত্র ও তথ্যাদি নষ্ট হয়ে যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়া যা পরবর্তী সময়ে পাওয়া কঠিন, বিশেষত: জন্ম নথীকরণ শংসাপত্রের মতন গুরুত্বপূর্ণ কাগজ যা পরবতীকালে পাওয়া মুশকিল হয়ে যায়
- অপর্যাপ্ত যথাযথ আইন এবং ন্যায্য বিচারব্যবস্থার অপ্রতুলতা
- কার্যকর তথ্য এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি করার পদ্ধতির অভাব
- জীবনজীবিকা নির্বাহ ও কাজের সুযোগের অভাব
- বলপ্রয়োগ করে নতুন জায়গায় পরিস্থাপন
- বিপর্যয়ে স্থানচ্যুত মানুষদের অসুরক্ষিত বা অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন
- সম্পত্তি ও জমি ফিরে না পাওয়া

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে বিপর্যয়ের আপদকালীন সময়ে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় এবং যতদিন বিপর্যয়ের প্রভাব থাকে ততদিন এর প্রভাবও চলতে থাকে, মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার ঝুঁকি থেকেই যায় । অভিজ্ঞতা থেকে আরও দেখা গেছে যে বিপর্যয়ের সময় বিদ্যমান বিপদসঙ্কুলতা এবং বৈষম্যের ধরণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে আরও খারাপের দিকে নিয়ে যায় ।

বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে বিপর্যয়ে প্রভাবিত সেইসব মানুষগুলি যারা বিপর্যয়ের কারণে তাদের বাসস্থান ও ঘরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে বা যারা অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত[২] তাদেরকে আবশ্যিক ভাবে ১৯৯৮ সালের অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতির নির্দেশাবলীর মাধ্যমে আলোচনাতে করা হয়েছে ।

প্রায়ই বিপর্যয়ের পরে তার নেতিবাচক প্রভাব মানবাধিকারের উদ্দেশ্যমূলক নীতি নির্ধারণে স্থান পায়না বরং দেখা যায় অপর্যাপ্ত পরিকল্পনা ও বিপর্যয় প্রস্তুতি, অপ্রতুল নীতি এবং বিপর্যয়ে সাড়া দেওয়ার উপায়ের অপ্রতুলতার ফল বা শুধুই অবজ্ঞা ।
সেক্রেটারী জেনারেলের মতে '.........প্রাকৃতিক দূর্যোগের বিপদসঙ্কুলতাকে জয় করে এবং বিপর্যয় প্রতিহত, মোকাবিলা এবং প্রস্তুতির কার্যকর উপায়ের সাথে যুক্ত বিপর্যয়ের ঝুঁকি এবং সম্ভাব্যতা[৩] ।

এই চ্যালেঞ্জগুলিকে মোকাবিলা করা যাবে বা এড়িয়ে যাওয়া যাবে যদি বপর্যয় প্রতিক্রিয়া বা সাড়া দেওয়া, প্রস্তুতি, ত্রাণ ও পুনরাবস্থায় ফিরে আসার বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেতৃবর্গ মানবাধিকার রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি নেন ।

[১] এর জন্য পরিশিষ্ট ১-এর শব্দকোষ দেখুন ।
[২] এর জন্য পরিশিষ্ট ১-এর শব্দকোষ দেখুন ।
[৩] জেনারেল অ্যাসেম্বলির সেক্রেটারি জেনারেলের রিপোর্ট, 'অন ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন অন হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্স ইন দ্য ফিল্ড অফ ন্যাচরাল ডিসাস্টার, ফ্রম রিলিফ টু ডেভেলপমেন্ট, এ/৬০/২২৭

২। কীভাবে মানবাধিকার দৃষ্টিভঙ্গী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিস্থিতিতে মানুষকে সুরক্ষিত করতে সাহায্য করবে ?

সুরক্ষার দৃষ্টি জনহিতকর সহায়তা কর্মসূচিতে পদ্ধতিগত মাত্রা এনে দিতে পারে, যার মধ্যে একটি হল মানবাধিকার সংগঠিত ও সুরক্ষিত করা । অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে সহায়তা নিরপেক্ষভাবে প্রতিটি মানুষের কাছে সমানভাবে সুনির্দিষ্টভাবে পৌছায় না । স্বাভাবিক ও যথাযথ - যেভাবেই সহায়তা প্রদান করা হোক না কেন, বিপর্যয়-প্রভাবিত মানুষের চাহিদা পূরণ ও মানবাধিকার সুরক্ষিত করার উপরেও গুরুত্ব দিতে হবে । একটি মানবাধিকার ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী জনহিতকর সহায়তামূলক কাজকর্মের কাঠামো ও প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করে । এর ভিত্তি হল জনহিতকর কার্যের সর্বজনীন নীতি যেমন মর্যাদা ও সাম্য, এমনকি সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারগুলি । প্রতিটি বিপর্যয় প্রভাবিত মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার আছে, তারা পরিষেবা প্রদানকারীদের কাছে থেকে শুধু পরিষেবা গ্রহণকারী হিসেবে সুবিধা বা দানের উপর নির্ভর না করে নিজেদের অধিকার দাবী করতে পারে । তদুপরি, মানবাধিকার ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী সহায়তা কার্যের নিরাপত্তার গুনমানকে বাড়াতে পারে । উদাহরণস্বরূপ, যদি কর্তৃপক্ষ নারী ও শিশুদের পর্যাপ্ত খাদ্য ও বৈষম্য বর্জিত নিরাপদ পরিবেশে গৃহ প্রদান করে তবে এই মানুষগুলি যৌন নিপীড়নের ঝুঁকি, শিশুশ্রম এবং হিংসা থেকে মুক্ত থাকবে, তারা এই ধরণের ঝুঁকি থেকে নিষ্কৃতি পাবে না যদি তারা সঠিক সহায়তা না পায় । জনহিতকর সহায়তা যদি মানবাধিকার কাঠামোর উপর ভিত্তি করে না হয় তাহলে খুব চিন্তাভাবনা খুব সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়, এবং বিপর্যয়গ্রস্ত মানুষদের মৌলিক চাহিদাগুলি সুসংহতভাবে সার্বিক পরিকল্পনায় ও পরিষেবা প্রদানের অঙ্গীভূত হয় না । পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার পরেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি উপেক্ষিত হয় ।

অধিকন্তু, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভাবিত মানুষগুলি আইনি পরিবেশের মধ্যে বসবাস করে । এরা আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক মানবাধিকার স্বীকৃত দেশগুলির জনগণের মধ্যে পড়ে এবং তাদের অধিকার রক্ষা করার জন্য সংবিধান, আইন, রীতিনীতি এবং প্রতিষ্ঠান আছে । মানবাধিকার রক্ষা, মর্যাদা দেওয়া এবং তা পূরণ করার জন্য দেশগুলি তাদের নাগরিকদের কাছে এবং যারা বিচারব্যবস্থার অধীন সেই মানুষদের কাছে দায়বদ্ধ ।

এইভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় জনহিতকর কাজ মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভীষন গুরুত্বপূর্ণ । কিছু দেশে জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন এবং বিপর্যয় মোকাবিলার বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিশেষ আন্তর্জাতিক আইন থাকা সত্ত্বেও মানবাধিকার সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য আন্তর্জাতিক আইন আছে । আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন সশস্ত্র সংঘর্ষের সময় কার্যকর হওয়া আইনের শাখায় বলবৎ হয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় নয়, এর মাধ্যমে যাতে সশস্ত্র সংঘর্ষের সময়ে সাধারণ মানুষ যে দলের নিয়ন্ত্রনে থাকে তারা যাতে প্রভাবিত না হয় তা দেখা হয় । এই ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি এই ব্যবহারিক নির্দেশাবলীতে আলোচনা করা হয়নি ।

অধিকাংশ আন্তর্জাতিক তথা জাতীয় মানবাধিকার সংগঠন আন্তর্জাতিক আইন মানার জন্য বাধ্য না হয়েও তারা এটা স্বীকার করে যে মানবাধিকার রক্ষার কাজ তাদের কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হতেই হবে । বিপর্যয় প্রভাবিত মানুষদের জানাতে হবে যে তাদের সুবিধার জন্য সংগঠনগুলি অতি অবশ্যই মানবাধিকার রক্ষা করার কাজ করবে, রাজনৈতিক বা অন্য যে কোনও কিছুর বাধা অতিক্রম করে নীতি প্রণয়ন ও কার্যকরী করবে এবং রাষ্ট্র দ্বারা মানবাধিকার ভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে বিরত থাকতে হবে ।

প্রায়শই সঠিকভাবে মানবাধিকার কীভাবে রক্ষা করা যাবে তথা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় অন্যান্য সমস্যার সাথে মানবাধিকার ও জনহিতকর কাজ কীভাবে করা যাবে সেই বিষয় স্থির করা মুশকিল হয়ে পড়ে । ব্যবহারিক স্তরে মানবাধিকার কাঠামো এইগুলিতে সাহায্য করে :

- প্রভাবিত মানুষদের প্রাসঙ্গিক চাহিদা ও স্বার্থ চিহ্নিতকরণ :
  উদাহরণ: মানবাধিকার আইন যে কোনও জায়গায় যাতায়াতের এবং বসবাসের স্বাধীনতা প্রদান করে এমনকি অভ্যন্তরীন ভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষদের নিজেদের ঘরে ফিরে আসার বা দেশের যে কোনও জায়গায় বসবাস করার স্বাধীনতা আছে । মানবাধিকার আইন আগের থেকেই কোন অধিকার দিয়ে রাখে না, বিপর্যয়গ্রস্ত মানুষদের জন্য সুসংহত কার্যক্রম তৈরী করবে কি করবে না তা সম্পুর্ণভাবে নির্ভর করে সংগঠন ও কর্তৃপক্ষের উপর ।
- অধিকারকর্তা ও কর্তব্যপালনকারীদের চিহ্নিতকরণ :
  উদাহরণ: (১) শিশু অধিকার নিয়মকানুন (কনভেনশন) অনুযায়ী শিশু তার সর্বোচ্চ সুবিধার পাওয়ার অধিকারী, সেজন্য সে অধিকারকর্তা । (২) অনেক মানবাধিকার নিয়মকানুন অনুযায়ী রাষ্ট্র হল প্রধান কর্তব্য পালনকারী তার কর্তব্য হল শিবিরগুলিতে এবং সমষ্টিগত কেন্দ্রগলিতে পুলিশী নিরাপত্তা প্রদান করা ।
- মানুষের চাহিদার সীমা চিহ্নিতকরণ :

উদাহরণ: যাতায়াতের অধিকার শর্তহীন অধিকার নয়, ব্যতিক্রম পরিস্থিতিতে জোর করে অপসারণ বা পুনর্বাসন অনুমতি দেওয়া যেতে পারে । (নীচে বর্ণিত নির্দেশাবলী ক ১.৪ ও ঘ ২.৪ দেখুন)

- জনহিতকর কাজ মানবাধিকারের মানকে নিশ্চিত করে :
  উদাহরণ: মানবাধিকারের মান অনুযায়ী খাদ্য, বাসস্থান বা স্বাস্থ্য পরিষেবা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আওতার মধ্যে হতে হবে । উদাহরণস্বরূপ, জনহিতকর কাজ সংঘটিত করতে যে মহিলা প্রধান পরিবারগুলির, বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং অন্যান্য বিপদসঙ্কুল মানুষদের সমস্যাগুলিকে নজর দিতে হবে ।

৩. সুরক্ষা কী ?

একটি সংজ্ঞা :
ইন্টার এজেন্সি স্থায়ী সমিতি (IASC) অনুযায়ী সুরক্ষার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে -
"আইনানুযায়ী ব্যক্তির অধিকারের পূর্ণ সম্মান করে কার্য সম্পাদন করা ।" (যথা - মানবাধিকার আইন, শরণার্থী আইন)[৪]

এই ধরণের কাজ প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে; যেমন ঘটমান হিংসাকে বন্ধ করার জন্য বা আসন্ন হিংসাকে না হতে দেওয়ার জন্য; প্রতিবিধান মূলক, যেমন - পূর্বে ঘটে যাওয়া হিংসার সমাধান বা ক্ষতিপূরণ করা (ন্যায়, ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসন); পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেমন -আবশ্যিক আইন ও সংস্থাগত কাজ, ক্ষমতা ও সচেতনতার প্রসার করা যার মাধ্যমে মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়াবে এবং ভবিষ্যতের মানবাধিকার লঙ্ঘন আটকাতে করতে সাহায্য করবে[৫] ।

সুরক্ষাদানকারী ও তাদের দায়িত্ব

যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন রাষ্ট্রতে বলবৎ করতে হবে মানবাধিকারকে শ্রদ্ধা করার জন্য, সেই সুরক্ষার এই সংজ্ঞাকে ওই চারটি দায়িত্বের অংশ হিসেবে দেখতে হবে; যেমন সক্রিয়ভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন না করা, এই ধরণের অধিকার রক্ষা করা; পীড়িত ব্যক্তিদের হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এবং পরিস্থিতির থেকে বাঁচানো, মানুষকে তার অধিকারগুলিকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারে জন্য তাকে যথাযথ সাহায্য ও পরিষেবা দেওয়া এবং কোনও রকম বৈষম্য না করে এই কাজগুলি সম্পন্ন করা মানুষকে পরিপূর্ণ করে তোলা ।

বাস্তব দৃষ্টি থেকে এই কর্তব্যগুলির অর্থ হল রাষ্ট্রের কর্তব্য হল বিশেষভাবে : (ক) মানবাধিকার লঙ্ঘন বা পুন:লঙ্ঘন হওয়াকে রোধ করা; (খ) যখন মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে তখন তা বন্ধ করা সুনিশ্চিত করা এই ভাবনায় যে রাষ্ট্র এবং কর্তৃপক্ষ অধিকারগুলিকে সম্মান করবে এবং তৃতীয় ব্যক্তিকৃত আঘাত বা বিপদ থেকে পীড়িত ব্যক্তিদের সুরক্ষা বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে তাদের বাঁচাবে; এবং (গ) যদি অধিকার লঙ্ঘিত হয় তবে সেই মানুষগুলিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া ও পূর্ণ পুনর্বাসন নিশ্চিত করা ।

যেখানে কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব সাধন করার সক্ষমতা এবং/বা ইচ্ছা কম থাকে সেখানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় রাষ্ট্রের প্রচেষ্টাতে সহায়ক ও পরিপূরক ভুমিকা পালন করে । বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জটিলতার জন্য UN-এর নিয়মের ভিতরের ও বাইরের সংগঠনগুলি সক্রিয় অংশগ্রহণ করে যার জন্য বিশেষ দক্ষতা ও সম্পদের প্রয়োজন হয় ।

মানবতাবাদী ও উন্নয়ন কর্মীগণ মানবাধিকার গ্যারেন্টি, বিশেষভাবে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ, এমনকি এই অঙ্গীকারে কাউকে আঘাত না করার সিদ্ধান্তকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে[৬] । খাদ্য, নিরাপদ পানীয় জল এবং শৌচাগার, আশ্রয়, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং শিক্ষা প্রভৃতি জনহিতকর সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে তারা অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারগুলি পরিপূর্ণ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে । তবু, বিপর্যয়গ্রস্ত মানুষের মানবাধিকার উপভোগ করার জন্য নিজেদের অংশগ্রহণের সময় জনহিতকর দ্রব্য এবং পরিষেবা প্রদান সুরক্ষামূলক কাজ নয় । এটি কার্যকরী তখনই হয় যখন এর উদ্দেশ্য হয় ভবিষ্যতে অধিকার লঙ্ঘনকে আটকাতে, চলমান অধিকার লঙ্ঘনকে বন্ধ করতে এবং পূর্বেকার অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা প্রতিবিধান করা ।

---

[৪] IASC IDP প্রটেকশন পলিসি ১৯৯৯ ।এই সংজ্ঞা আসলে নেওয়া হয়েছে ওয়ার্কশপ অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ দ্য রেড ক্রস অন প্রোটেকশন,১৯৯৯
[৫] IASC IDP প্রটেকশন পলিসি ১৯৯৯, গ্লোবাল প্রোটেকশন ক্লাস্টার ওয়ার্কিং গ্রুপ, হ্যান্ডবুল ফর প্রোটেকশন অফ ইন্টারনালী ডিসপ্লেসড পারসনস, মার্চ১ ২০১০, পৃষ্ঠা ৭
[৬] এর জন্য পরিশিষ্ট ১-এর শব্দকোষ দেখুন ।

এইভাবে, জনহিতকর কাজের প্রসঙ্গে সুরক্ষার ধারণাকে মানবতাবাদী (পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে) হিসেবে দেখতে হবে তথা, উন্নয়নের কর্মীগণ আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের নিরিখে শ্রদ্ধা, সুরক্ষা ও বৈষম্যহীন ভাবে মানবাধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য কাজ করেন ।

সুরক্ষার অনুশীলন

সুরক্ষা হল মানবাধিকার নিশ্চিত করা । এই ধারণাকে আরো বেশী স্পষ্ট করার জন্য অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে মুখ্য সুরক্ষা চ্যালেঞ্জগুলি বিশেষ পরিস্থিতিতে তৈরী হয় যেখানে মানুষের ক্ষতি হয় বা তারা অবহেলিত হয়, যেখানে প্রাপ্য জনহিতকর দ্রব্য এবং পরিষেবাগুলিতে কমিয়ে দেওয়া হয়, যেখানে মানুষের অধিকারকে অশ্রদ্ধা করা হয় বা অধিকার খর্ব করা হয়, যেখানে মানুষের কোনও অধিকার থাকে না বা থাকলেও তাদের সেই অধিকার থেকে জোর করে বঞ্চিত করা হয়, যেখানে তারা বৈষম্যের শিকার হয় । ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে সুরক্ষাসংক্রান্ত কার্যাবলীগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণীভুক্ত করা হয় :

১. **আঘাত :** মানবাধিকার লঙ্ঘন করার জন্য বা তাদের ক্ষতি করার জন্য মানুষকে অবহেলা করার (অতীতে, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে) কাজগুলিকে সম্বধিত করা ।

২. **কম পাওয়া** : খাদ্য, নিরাপদ পানীয় জল এবং শৌচাগার, আশ্রয়, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং শিক্ষা প্রভৃতি জনহিতকর দ্রব্যাদি ও পরিষেবা মানুষের কাছে পৌছায় এবং মানুষের কাছে এগুলি পৌছানোর ক্ষেত্রে যে বাধাগুলি আছে সেগুলি দুর করা ।

৩. **কারুর অধিকারের মধ্যে বাধা এবং অক্ষমতা :** মানুষ নিজের অধিকার নিজে উপভোগ করার জন্য কাজ করা এবং অধিকার লঙ্ঘনের সময় অধিকারের প্রতি সচেতন থাকা এবং বিশেষ ভাবে নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে তাদের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করা :
   (ক) বিপর্যয় প্রভাবিত মানুষদের অধিকার এবং তথ্য, পরামর্শ এবং অংশগ্রহণের অভাব
   (খ) দলিল-দস্তাবেজের অভাব
   (গ) আদালতের সুবিধা তথা অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিবিধান এবং অদিকার লঙ্ঘনের জন্য ক্ষতিপূরণ
   (ঘ) লঙ্ঘনের জন্য দায়বদ্ধতার অভাব

৪. **বৈষম্য :** মানুষ যাতে ক্ষতি মেনে নিতে বাধ্য না হয়, কোনও কিছু না পাওয়া, নিজের অধিকার ভোগ করতে না পারা বা তাদের জাতি, বর্ণ,, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক দিক দিয়ে অসমতা, জাতীয় ও সামাজিক উৎস, সম্পত্তি, প্রতিবন্ধকতা। জন্ম, বয়স এবং অন্যান্য দিক দিয়ে বৈষম্য দূর করার জন্য কাজ করা ।

সুরক্ষামূলক কার্যকলাপকে অংশভুক্ত করতে বাস্তব পরিস্থিতি, সুযোগ ও এবং তার সাথে বাধার প্রভূত ভুমিকা থাকে । তবুও, সুরক্ষা পদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত হল :

১. পরিস্থিতির তদারকি এবং প্রাসঙ্গিক সুরক্ষা বিষয়গুলি চিহ্নিতকরণ; চাহিদার উপর ভিত্তি করে সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া;
২. এর সাথে সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা (গোপনভাবে বা প্রকাশ্যে);
৩. প্রাসঙ্গিক পরিষেবা দানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং তার সাথে প্রভাবিত মানুষের এবং গোষ্ঠীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; এবং
৪. প্রভাবিত মানুষদের সরাসরি সুরক্ষা বা নিরাপত্তা দেওয়া, যেমন - বিপর্যয়গ্রস্ত স্থান থেকে স্থানান্তরিত হতে চাওয়া মানুষদের নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা; লিঙ্গভিত্তিক হিংসা রদ বা বন্ধ করার জন্য ক্যাম্পের জলের জায়গায় ও শৌচাগারে আলোর ব্যবস্থা করা, গণকেন্দ্রে আলোর ব্যবস্থা করা; মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়া ব্যক্তিদের জন্য আইনি সহায়তার ব্যবস্থা করা ।

৪. এই ব্যবহারিক নির্দেশাবলীগুলির উদ্দেশ্য ও ক্ষেত্র কী ?

দর্শক এবং উদ্দেশ্য

এই ব্যবহারিক নির্দেশাবলীর মূখ্য উদ্দেশ্য হল, বিপর্যয় ত্রাণ এবং পুর্বাবস্থায় ফিরে আসার প্রচেষ্টাকে নিশ্চিত করবে যা প্রভাবিত মানুষের মানবাধিকার রক্ষা করার জন্য ও অধিক মানবাধিকার পাওয়াকে নিশ্চিত করবে সেগুলিকে একটি কাঠামোর মধ্যে সুসংহত রূপে পরিচালিত করার জন্য আন্তর্জাতিক ও অসরকারি মানবতাবাদী সংগঠনগুলিকে তথা ইন্টার-এজেন্সি স্থায়ী সমিতির সদস্যদের সাহায্য করা । বিশেষত: লক্ষ্য হবে :

- সকল বিপর্যয়ে সাড়া দেওয়া এবং পূর্বাবস্থায় ফিরে আসা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে মানবাধিকার নীতি এবং সুরক্ষার মান নিশ্চিত করা - এর সাথে সাম্যের মৌলিক নীতি নিশ্চিত করা ।
- প্রভাবিত মানুষ ও গোষ্ঠীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আলোচিত প্রাসঙ্গিক উপায়গুলিকে চিহ্নিত করা, বিপর্যয় প্রতিক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে যতটা সম্ভব ততটা সঙ্গতিপূর্ণভাবে মানবাধিকারকে নিশ্চিত করা ।
- প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় বিদ্যমান মানবতাবাদী মানের পরিপূরক (বদলে নয়) নির্দেশাবলী
- মানবাধিকার কর্মীগণ যখন সরকারি কর্তৃপক্ষের সাথে কথাবার্তা বলবেন তখন মানবাধিকার আইনের অন্তর্গত প্রভাবিত মানুষদের প্রতি তাদের অবশ্য করণীয় কাজগুলি সম্পর্কে অবশ্যই আলোচনা করবেন ।

এই ব্যবহারিক নির্দেশাবলী বিশেষ বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের সরকারি কর্তৃপক্ষের জন্যেও কার্যকরী হতে পারে যারা প্রাথমিকভাবে বিপর্যয়গ্রস্ত মানুষদের জনহিতকর সহায়তা ও সুরক্ষা প্রদান করেন । তারা জাতীয় আইন ও নীতি সম্বন্ধেও জানতে পারেন ।

এই ব্যবহারিক নির্দেশাবলী প্রাকৃতিক বিপর্যয়গ্রস্ত দেশের প্রভাবিত সাধারণ মানুষদের কাজে লাগতে পারে ।

ক্ষেত্র

এই নির্দেশাবলীর মধ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সাড়া দেওয়া এবং পূর্বাবস্থায় ফিরে আসাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । যদিও তারা বিপর্যয় প্রস্তুতি এবং ঝুঁকি কমানোর জন্য কাজ করে না, প্রস্তুতির বিষয়ে সম্ভাব্য উপায়গুলিকে যেখানে মানানসই সেখানে উল্লেখ করা যেতে পারে । অধিকন্তু, জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে বিপর্যয় প্রস্তুতির নীতি ও কৌশলের সুরক্ষার বিষয়ে এই নির্দেশাবলী কার্যকরী হতে পারে,এর মাধমে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ও মানবতাবাদী কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি করে আইনি ও সাংগঠনিক কাঠামোকে, অনির্ধারিত খরচের পরিকল্পনাকে উন্নত করা যেতে পারে ।

এই ব্যবহারিক নির্দেশাবলীর মূল সিদ্ধান্ততে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় মানবাতাবাদী কাজকর্মের দিকনির্দেশ থাকবে, এছাড়া এটি জীবনের উদাহরণের সাথে জড়িত সম্ভাব্য কাজগুলির সাথে বাস্তবসম্মত হবে । নির্ধারিত কাজকর্ম ব্যপক এবং বিস্তৃত, এই বিষয়ে বিশদভাবে পরিশিষ্ট ৩ -এ উল্লেখ করা হয়েছে । এই নির্দেশাবলীতে উল্লিখিত কাজগুলি হল :

- ক্ষতি বা আঘাত বন্ধ/প্রতিরোধ করা
- প্রভাবিত মানুষরা যাতে যথাযথ প্রয়োজনীয় দ্রব্য, পরিষেবা এবং সুযোগ-সুবিধা পায় তা নিশ্চিত করা
- প্রভাবিত মানুষরা যাতে নিজেদের অধিকার দাবী করতে পারে তা নিশ্চিত করা এবং
- বৈষম্য দুর করা

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন, জনহিতকর কাজকর্মের জন্য বর্তমান মান ও নীতি এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়কার মানবতাবাদের মানের মানবাধিকারের উপর ভিত্তি করে ব্যবহারিক নির্দেশাবলীর নকশা তৈরী করা হয়েছে[৭] ।

তবুও, এই ব্যবহারিক নির্দেশাবলীতে আন্তর্জাতিক আইনে সংরক্ষিত ব্যক্তির অধিকারের তালিকা দেওয়া হয়নি । যদিও এটা লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রসঙ্গে মানবতাবাদী কর্তৃপক্ষ জনহিতকর কাজের সময় মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত হতে পারেন[৮] । এই ব্যবহারিক নির্দেশাবলী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ভয়ঙ্কর পরিণামকে মনে রেখে তৈরী করা হয়েছে, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই বিপর্যয়ের প্রস্তুতির সময়কার বা কিছু বিপর্যয়ের সুত্রপাত সময়কার অন্যান্য বিপদ ।

কাঠামো

[৭] এই নির্দেশাবলী সম্পূর্ণভাবে যতটা পারা যায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়েছে, এমনকি আঞ্চলিক মানবাধিকার বিধি এবং অন্যান্য মান যেমন, গাইডিং প্রিন্সিপলস অফ ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট, ব্যপৃত প্রকল্প হিউম্যানিটেরিয়ান চার্টার অ্যান্ড মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড ইন ডিসাস্টার রেসপন্স (ব্যপৃত হাতবই) এবং IFRC-র আচরণবিধি । এই ব্যবহারিক নির্দেশাবলীটিকে দেখতে হবে সেই মানের এবং পলিসির সাথে পরিপূরক হয় এবং তাদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিবৃত করতে হবে ।

[৮] সম্প্রতি UN ইন্টারন্যাশনাল ল কমিশন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় রাষ্ট্রের অতিরিক্ত দায়িত্ব বর্তানোর প্রক্রিয়ায় কাজ চলছে যা মানবাধিকার সংস্থা তাৎক্ষনিক চাহিদা পূরণের কাজের সাথে সমান্তরাল পরামর্শ দিতে পারে ।

এই নির্দেশাবলীতে প্রথমে কিছু সাধারণ নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে । বাস্তবিক কারণে, প্রভাবিত মানুষের মানবাধিকার রক্ষার সাথে প্রাসঙ্গিক মূল নীতিগুলিকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করে হয়েছে । যেমন,

ক) জীবন রক্ষা; নিরাপত্তা ও এবং বাস্তব অখন্ডতা, স্থানান্তরণের সময় পারিবারিক বন্ধন রক্ষার সাথে সম্পর্কিত হল অধিকার রক্ষা । এগুলি নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারকে[৯] নিশ্চিত করে, বিপর্যয় হওয়ার সময় এবং তার পরবর্তী সময়ে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক । এর মধ্যে কিছু বিশেষভাবে সুরক্ষার অধিকার ও বাস্তব অখন্ডতার অধিকার সমগ্র বিপর্যয়ের কাজে গুরুত্বপূর্ণ যেমন, লিঙ্গবৈষম্য ভিত্তিক হিংসার প্রসঙ্গে ।
খ) খাদ্য, স্বাস্থ্য, আশ্রয় এবং শিক্ষার অধিকার রক্ষা । এইসব সামাজিক অধিকার[১০] বিপর্যয়ে বেঁচে যাওয়া মানুষদের জীবনরক্ষার মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে, বিশেষত: আপদকালীন সময়ে এবং খুব প্রয়োজনে এবং অন্য সময়ে ।
গ) ঘরবাড়ি, জমি, সম্পত্তি এবং জীবিকার অধিকার রক্ষা । এই অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক আপদকালীন সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর এবং পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার প্রচেষ্টার শুরুতে; এবং
ঘ) তথ্য, অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত মানুষদের জন্য মুক্ত যাতায়াতের অধিকার; পারিবারিক বন্ধনের পুন:স্থাপন, অভিব্যক্তি ও মতামত; এবং নির্বাচনের অধিকার রক্ষা । এই নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার পুর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার অনেক পরেও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ।

ব্যবহারকারীগণ আসন্ন আপদকালীন পর্যায়ে (ক) এবং (খ) বিভাগ আলোচনা করতে পারেন এবং (গ) ও (ঘ) বিভাগ পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করতে পারেন । যদিও, এই অধ্যায়ে উল্লিখিত সকল অধিকারগুলিকে পূর্ণ সম্মানের সাথে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রভাবিত মানুষের মানবাধিকারকে সুসংহত রূপে সুনিশ্চিত করা যেতে পারে[১১] । সমস্ত মানবাধিকার সর্বজনীন, অবিচ্ছেদ্য, পরস্পরনির্ভর ও আন্ত:সম্পর্কযুক্ত । প্রাসঙ্গিক অধিকারগুলির মধ্যে কোনো ক্রমাধিকার এই নির্দেশাবলীতে উপস্থাপন করা হয়নি, বরং বিপর্যয়ের বিভিন্ন সময়ে প্রাথমিক ভাবে প্রাসঙ্গিক এমন অধিকারগুলিকে তাড়াতাড়ি চিহ্নিত করার জন্য সাহায্য করবে ।

[৯] আন্তর্জাতিক স্তরে এই অধিকারগুলি সংরক্ষিত হয়েছে ১৯৯৬ এর ইন্টারন্যাশনাল কভিনেন্ট অন পলিটিকাল অ্যান্ড সিভিল রাইটস ।
[১০] এই অধিকারগুলি সংরক্ষিত হয়েছে ১৯৯৬ এর ইন্টারন্যাশনাল কভিনেন্ট অন ইকনমিক, সোস্যাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটস ।
[১১] ওয়ার্লড কনফারেন্স অন হিউম্যান রাইটস ইন ভিয়েনা, ডিক্লারেসন এন্ড প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন UN Doc A/ কনফ. ১৫৭/২৩, ১২ জুলাই ১৯৯৩

অংশ - ২

ইন্টার-এজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় মানুষের নিরাপত্তার পরিস্থিতি বিষয়ক ব্যবহারিক নির্দেশনামা

সাধারণ নীতি

অ. প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভাবিত মানুষের জন্য সাধারণ নীতি

অ.(১) প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভাবিত মানুষদের চিহ্নিত করতে হবে কারণ তারা তাদের দেশের অন্য মানুষদের মতন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী স্বাধীনতা ও সমান অধিকার পাওয়ার অধিকারী । তাদেরকে জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক দিক দিয়ে অসমতা, জাতীয় ও সামাজিক উৎস, সম্পত্তি, প্রতিবন্ধকতা, জন্ম, বয়স এবং অন্যান্য দিক দিয়ে বৈষম্য করা যাবে না । নারী, শিশুসহ সমস্ত বিপর্যয়প্রভাবিত বিশেষ শ্রেণীর মানুষদের সহায়তা দিতে হবে । নারী, শিশু, বিশেষ শ্রেণীভুক্ত মানুষদের সুরক্ষা বিষয়ক বিশেষ প্রয়োজনগুলিকে পূরণ করার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, এইচ.আই.ভি/এইডস রয়েছে এমন ব্যক্তি, একাকী পরিবার বা শিশুপ্রধান পরিবার, অভ্যন্তরীনভাবে অপসারিত প্রাচীন শ্রেণীভুক্ত বা ধর্মীয় ব্যক্তিদের চাহিদা ভিন্ন হতে পারে, তবুও তাদের মধ্যে কোনো বৈষম্য না করে তাদের সুরক্ষার প্রয়োজনে কাজ করতে হবে ।

অ.(২) বিপর্যয়প্রভাবিত ব্যক্তিদের বা বিপর্যয় দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে এমন ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে হবে এমন সহজবোধ্য ভাষায়, যে ভাষা ওই ব্যক্তিরা বুঝতে পারে, সেগুলি হল :
অ) যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন তারা হতে চলেছে বা হয়েছে তার প্রকৃতি ও স্তর
আ) বিপর্যয়ের ঝুঁকি ও বিপদসঙ্কুলতা কমানোর জন্য গৃহীত উপায়
ই) বিদ্যমান বা পরিকল্পিত জনহিতকর সহায়তা, পুর্বাবস্থায় ফিরে আসার প্রচেষ্টা এবং তাদের অধিকার
ঈ) আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইন অনুযায়ী তাদের অধিকার

অ.(৩) বিপর্যয়প্রভাবিত মানুষরা কী ধরণের উপায় গ্রহণ করবে সে বিষয়ে তাদের তথ্য ও পরামর্শ দিতে হবে এবং তাদের বিষয়ে তারা যাতে নিজেরা দায়িত্ব নিতে পারে তার সুযোগ করে দিতে হবে । বিপর্যয় প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরের পরিকল্পনায় ও বাস্তবায়নে তারা অংশগ্রহণ করতে সমর্থ হবে । প্রান্তিক মানুষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আলোচনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে লক্ষ্য উপায়গুলি স্থির করতে হবে ।

অ.(৪) বিপর্যয়প্রভাবিত মানুষরা তাদের অধিকার দাবী করার ও অধিকার ভোগ করার অধিকার আছে, এবং যদি অধিকার লঙ্ঘিত হয় তবে কার্যকরী উপায়, বাধাহীন বিচারব্যবস্থার সুযোগ দিয়ে তাদের সাহায্য করতে হবে ।

অ.(৫) শিশুদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তাদের পক্ষে যেটা সবচেয়ে ভালো সেগুলিকেই বিবেচনা করতে হবে ।

অ.(৬) যে মানুষজন তাদের ঘরবাড়ি বা সেই জায়গা ছেড়ে যাওয়ার জন্য আদেশ পেয়েছে বা ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য বা অন্য কোনও কারণে যদি আগে থেকে সেই জায়গা থেকে মানুষদের চলে যেতে হয় বা চলে যেতে বাধ্য করা হয়, তারা যদি আন্তর্জাতিক সীমা পেরিয়ে না গিয়ে মূল ভূখন্ডের মধ্যে থাকে তবে ১৯৯৮ - এর নির্দেশকনীতি অনুযায়ী তারা হল অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত মানুষ এবং সেই অনুসারেই তাদেরকে বিবেচনা করা হবে ।

অ.(৭) প্রভাবিত মানুষদের মানবাধিকার এবং এই অধিকারগুলিকে নিয়মিতভাবে তদারকি করতে হবে । এই জন্য যে বর্তমান তদারকি পদ্ধতি আছে তাকে আরো শক্তিশালী করতে হবে বা নতুন তদারকি পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে । প্রভাবিত মানুষদের কাছে যাতে তদারকিকারীদের পৌছানোর ব্যবস্থা করতে হবে ।

অ.(৮) প্রভাবিত মানুষদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে সেই অনুযায়ী সুরক্ষার কাজ করতে হবে । এই চাহিদাগুলি প্রভাবিত মানুষদের সাথে পরামর্শ করে বৈষম্যহীন এবং উদ্দেশ্যমূলক ভাবে চিহ্নিত করতে হবে । সংগৃহীত সংখ্যাতত্ত্ব অবশ্যই বয়স ও নারী-পুরুষের ভিত্তিতে আলাদা করতে হবে ।

অ.(৯) সুরক্ষা সম্বন্ধিত কাজগুলিকে প্রভাবিত মানুষদের সাংস্কৃতিক পরিবেশের অনুকূল হতে হবে, সুরক্ষা সম্বন্ধিত কাজগুলিকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানের উপযোগী হতে হবে ।

আ. মানবতাবাদী কাজে রাষ্ট্র ও অন্যান্য কর্মীদের ভুমিকা

আ.(১) প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভাবিত মানুষদের সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য হল রাষ্ট্রের । এই দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রভাবিত মানুষদের মানবাধিকারকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের (ব্যক্তি বিশেষ বা দলগত অপরাধ) থেকে এবং বিপর্যয়কালীন বিপদের সময় (প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের গৌণ প্রভাব) নিরাপত্তা দিতে রাষ্ট্র বাধ্য ।

আ.(২) আন্তর্জাতিক মানবতাবাদী সংগঠন এবং সংস্থাগুলি এবং অসরকারি সংগঠনগুলি নিম্নলিখিত ভাবে কার্য সম্পাদন করে :

- প্রাকৃতিক বিপর্যয়গ্রস্ত মানুষদের সহায়তা করার জন্য পরিষেবা ও সহায়তা দেওয়া, তথা কর্তৃপক্ষ যখন প্রাকৃতিক বিপর্যয়গ্রস্ত মানুষদের মানবাধিকার রক্ষার জন্য নিরাপত্তা দিতে পারেনা বা অনিচ্ছুক তখন প্রয়োজনীয় মানবতাবাদী সহায়তা দেওয়া;
- এটা স্বীকার করতে হবে যে মানবাধিকারের ভিত্তি হল জনহিতকর বা মানবতাবাদী কাজ । প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে সব সময়েই প্রভাবিত মানুষদের মানবাধিকারকে সম্মান জানাবে এবং তাদের মানবাধিকার যাতে সর্বাঙ্গিনভাবে বৃদ্ধি পায় ও সুরক্ষিত হয় তার জন্য সপক্ষে আলাপ-আলোচনা করতে হবে । এই ধরণের সংগঠন কখনোই মানবাধিকার লঙ্ঘন বা কমিয়ে আনার চেষ্টা করে না বা এবং এই জাতীয় কোনো নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ করে না ।
- এই সংগঠনগুলি ব্যবহারিক নির্দেশাবলী অনুযায়ী তাদের কাজ সম্পাদন করে, বিশেষত: প্রভাবিত মানুষদের পরিস্থিতি ও চাহিদা স্থির করা ও তদারকি করার সময়, সংগঠনগুলির কাজের পরিকল্পনার সময়, কর্মসূচি রূপায়নের সময়, নিজেদের কাজে যুক্ত করার জন্য মানবাধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্র বা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ক কথাবার্তা বলার সময় ।
- মানবিকতা, স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতার সাথে কার্য সম্পাদন করা ; এবং
- কর্তৃপক্ষ ও প্রভাবিত ব্যক্তিদের কাছে দায়বদ্ধ থাকা ।

আ.(৩) সকল মানবতাবাদী কর্মীগণকে এটা সুনিশ্চিত করতে হবে যে তাদের মধ্যে সুরক্ষামূলক কাজকর্ম সঞ্চালনা করার সময় তারা রাষ্ট্রীয় ও আঞ্চলিক নিয়ম মেনে চলবে ।

আ.(৪) মানবতাবাদী সহায়তা জনহিতকর কাজের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হবে, অন্য কোথাও নয় । যেমন, রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি বা চাহিদাসম্পন্ন মানুষের বদলে অন্য লোকেদের দ্রব্যাদি দিয়ে সহায়তা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হবে না ।

শ্রেণী - ক

জীবন রক্ষা; নিরাপত্তা ও এবং বাস্তব অখন্ডতা, স্থানচ্যুতির সময় পারিবারিক বন্ধন

ক.১. অপসারণের সময় জীবন রক্ষার উপায়

ক.১.১. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় আপদকালীন বিপর্যয়প্রভাবিত ব্যক্তিদের জীবন, বাস্তব অখন্ডতা, স্বাস্থ্য তথা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা যেখানেই থাকুক না কেন তাদের অধিকার যথাসম্ভব রক্ষা করা ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ❖ প্রভাবিত মানুষ বোঝে এমন ভাষায় সম্ভাব্য বিপদ, বাঁচার উপায় তথা আশেপাশে আশ্রয় নেওয়ার ঠিকানা প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য দিতে হবে; এবং
- ❖ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের জন্য সুরক্ষা রক্ষার উপায় এবং সতর্কতাজারীর পদ্ধতি চালু করতে হবে ।

প্রস্তুতির উপায় :

- ❖ গোষ্ঠী/গ্রাম ভিত্তিক বিপর্যয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ঝুঁকির প্রকৃতি এবং তার থেকে কীভাবে রক্ষা পেতে পারে সেই বিষয়ে গোষ্ঠীকে সচেতন করা;
- ❖ পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে বিপর্যয় সচেতনতাকে অন্তর্ভূক্ত করা;
- ❖ প্রতিটি মানবতাবাদী কর্মীদের প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ;
- ❖ বিপর্যয়কালীন প্রস্তুতি ও মোকাবিলা করার উপায়, যেমন বন্যাপ্রবণ এলাকাতে নদীগর্ভ রক্ষনাবেক্ষন করা, সহভাগী গোষ্ঠীভিত্তিক বিপদসঙ্কুলতা নির্ণয়; এবং
- ❖ গোষ্ঠী ও পরিবারদের সুরক্ষামূলক উপায়গুলি সরবরাহ, যেমন - অপসারণ হওয়ার পথমানচিত্র, অন্যান্য আসন্ন বিপর্যয় জানানোর জন্য সতর্কতার জন্য বাঁশি বাজানো ।

ক.১.২. যদি এই উপায়গুলি তাদের সুরক্ষিত করার জন্য পর্যাপ্ত না হয় তাহলে বিপজ্জনক জায়গা থেকে বিপদসঙ্কুল জায়গা থেকে সুরক্ষিত জায়গায় সরিয়ে নিতে হবে ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ❖ সুরক্ষিত আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা এবং সেখানে যাওয়ার জন্য মানুষদের অনুরোধ করা;
- ❖ প্রভাবিত মানুষ বোঝে এমন ভাষায় বাঁচার উপায় সম্পর্কে জানানো যাতে তারা সহজেই বিপদসঙ্কুল জায়গা থেকে সরে যেতে পারে;
- ❖ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে সাহায্য করা ।

প্রস্তুতির উপায়:

- ❖ স্থানীয় স্তরে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কমিটি তৈরী করা
- ❖ সুনামী বা বন্যার মতন অতি বিপজ্জনক ক্ষেত্র থেকে নিরাপদ স্থানে যাওয়ার পথ/ নিরাপদ স্থান নির্দেশিত সাইন বোর্ড লাগানো; এবং
- ❖ বিপর্যয়ের আগে স্থানান্তরণের অনুশীলন করা /প্রশিক্ষণ দেওয়া

ক.১.৩. এই পরিস্থিতিতে বিপদসঙ্কুল ব্যক্তি নিজে যদি বিপজ্জনক স্থান থেকে বেঁচে চলে যেতে না পারে তবে তাকে বিপজ্জনক স্থান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ❖ বিপজ্জনক এলাকার সবজায়গায় অপসারণের সমস্ত উপায়গুলি এবং ব্যক্তিদের একত্রিত হওয়ার জায়গা সম্বন্ধে ঘোষনা করা সুনিশ্চিত করা;

- ❖ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের চাহিদা চিহ্নিত করা তথা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক ব্যক্তি, হাসপাতালে ভর্তি অসুস্থ ব্যক্তি, কয়েদী সমেত স্থানান্তরণের জন্য পরিবহণের ব্যবস্থা করা;
- ❖ প্রভাবিত সাধারণ মানুষদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করা;
- ❖ স্থানচ্যুত মানুষদের ছেড়ে যাওয়া ঘরবাড়ি এবং জিনিসপত্রের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা ।

প্রস্তুতির উপায়:

- ❖ স্থানচ্যুত মানুষদের ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় যাওয়া এবং তার বাঁচার উপযুক্ত বিকল্পগুলিকে চিহ্নিত করতে, তাদের ঘরবাড়ি ও ফেলে আসা জিনিসপত্রের সুরক্ষিত করার জন্য সাহায্য করা; এবং
- ❖ সম্পত্তি ও জিনিসপত্রের ছবিসহ রেকর্ড রাখা ।

ক.১.৪. যদি বাঁচার জন্য বিপদসঙ্কুল জায়গা থেকে প্রভাবিত ব্যক্তিদের জোর করে না নিয়ে যাওয়ার দরকার থাকে তাহলে এরকম অবস্থায় নিজের জায়গা ছেড়ে যেতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের জায়গা ছেড়ে যাওয়ার জন্য বলপ্রয়োগ করা উচিত নয় :

ক) এটি আইনানুগভাবে হতে হবে ।
খ) তার জীবন ও স্বাস্থ্যের প্রতি আপদকালীন ও ভয়ানক বিপদের পরিস্থিতিতে এই ধরণের কাজ যদি আবশ্যক হয় এবং বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার যদি কোনো অন্য উপায় না থাকে ।
গ) যতটা সম্ভব প্রভাবিত মানুষদের জানিয়ে, তাদের পরামর্শ নিয়ে পদক্ষেপ নেওয়া ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ❖ কোথায় তাদের অপসারিত করা হবে এবং কতদিনের জন্য সে বিষয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করা ও তাদের জানানো;
- ❖ বিপদসঙ্কুল মানুষদের সাথে কথা বলে জানা যে কেন তারা বিপদসঙ্কুল জায়গা থেকে নিজেদেরকে সরাতে চাইছে না অর্থাৎ না জেতে চাওয়ার কারণ জানা ।

প্রস্তুতির উপায়:

- ❖ অপসারণের জন্য পরিস্থিতি ও নিয়ম-কানুন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- ❖ বিপর্যয়স্থিতির প্রযুক্তিগত মাপ, তথা বিপর্যয়প্রবণ এলাকাতে কম অনাহুত উপায়ের সম্ভাবনা;
- ❖ বাধ্যতামূলক অপসারণ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- ❖ বাধ্যতামূলক অপসারণ কীভাবে/কখন হতে পারে সে বিষয়ে পরামর্শ ও তথ্য প্রদান করা;
- ❖ স্বেচ্ছায় অপসারিত ব্যক্তিদের যাওয়ার সময় কীধরণের বাধার সম্মুখীন তারা হতে পারে এবং অনির্ধারিত পরিকল্পনায় চাহিদার সংযুক্তিকরণ সম্বন্ধে প্রভাবিত মানুষদের সাথে পরামর্শ করা ।

ক.১.৫. ত্রানকার্য বাধ্যতামূলক বা স্বেচ্ছায় হোক, এটি এমনভাবে করতে হবে যাতে প্রভাবিত মানুষের জীবন, মর্যাদা, স্বাধীনতা এবং সুরক্ষার পূর্ণ সম্মানের কোনও রকম বৈষম্য ছাড়া অধিকারগুলি রক্ষিত হয় । যতটা সম্ভব প্রভাবিত মানুষকে সহজবোধ্য ভাষায় অপসারণের বা বাঁচার সময় জানাতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাদের বোঝাতে হবে ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ❖ অপসারিত মানুষদের এবং তাদের জিনিসপত্র নথীভুক্ত করা এবং তাদের অপসারণ তদারকি করা; এবং
- ❖ যখন পরিবহনের উপায় সীমিত তখন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া ।

ক.১.৬. অপসারিত মানুষদের তাদের স্থায়ী বসবাস এলাকার সামনে রাখা উচিত যদি সেই জায়গা নিরাপদ/সুরক্ষিত হয় ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ❖ অপসারণের জন্য কাছাকাছি জায়গা চিহ্নিত করা এবং তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া; এবং
- ❖ ওই এলাকায় আতিথি সৎকারকারী পরিবারের খোঁজ করা ।

প্রস্তুতির উপায়:

- অপসারিত মানুষদের স্বাগত জানানো এবং অভ্যন্তরীণভাবে অপসারণের নির্দেশানুযায়ী তাদের সুরক্ষা দেওয়া; এবং
- অতিথি সৎকারকারী পরিবার চিহ্নিত করা এবং অপসারিত মানুষদের রাখার পারিশ্রমিক প্রস্তুত রাখা ।

ক.১.৭. অস্থায়ী আশ্রয়স্থান বা ত্রাণ কেন্দ্র যেখানে প্রভাবিত মানুষদের এনে রাখা হবে সেগুলি যেন অবশ্যই নিরাপদ ও সুরক্ষিত হয় এবং পরবর্তীকালে সেখানে যেন কোনো প্রকার ঝুঁকি যেন না থাকে[১২] । মানুষগুলি যেন অবশ্যই মর্যাদার সাথে সেখানে বসবাস করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- এইগুলি সুনিশ্চিত করার জন্য এই ধরণের জায়গার মান নির্ণয় করা যাতে ন্যুনতম বাস্তব সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা পুরণ করা যায় এবং যথাসম্ভব চিহ্নিত ঝুঁকি কম করার উপায় গ্রহণ করা যায়;
- যদি চিহ্নিত বিপদ বা ঝুঁকি কম করা না যায় তাহলে তৎক্ষনাত ওই স্থান থেকে চলে গিয়ে বেশী সুরক্ষিত জায়গায় চলে যাওয়া;
- যথাযথভাবে স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠা করা তথা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষসহ অপসারিত মানুষদের অংশগ্রহণের কাঠামো তৈরী করা;
- ভবিষ্যতের সম্ভাবনার বিষয়ে যথাযথ সময়ে প্রতিটি অপসারিত ব্যক্তিদের জানানো;
- আশ্রয়কেন্দ্রে অপসারিত অতিথি ব্যক্তিদের সুরক্ষার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা তথা সম্ভাব্য সুরক্ষা বিষয়ক তথ্য আহরণের জন্য এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা ।

প্রস্তুতির উপায়:

- আশ্রয়কেন্দ্রগুলির চিহ্নিতকরণের মানদন্ড নির্ধারণ (ভৌগলিক অবস্থান, বাড়ির ধরণ ও অবস্থা, বাড়ির আকার ও ক্ষমতা, কতদিন রাখা যাবে, এক্তিয়ারের মধ্যে কিনা, যোগাযোগের সুবিধা, রান্নার জায়গা, শৌচাগারের সুবিধা, অন্যান্য উপযোগিতা ইত্যাদি);
- আশ্রয়কেন্দ্রগুলির তত্ত্বাবধান, সঞ্চালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ভুমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা;
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য সহায়ক জিনিসপত্র (kit) আগে থেকে ঠিক করে রাখা;
- অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রগুলি বা ত্রানকেন্দ্রগুলিতে অপসারিত ব্যক্তিদের সাথে যারা থাকবেন তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা ।

ক.১৮. সুরক্ষা ও সহায়তাদানকারী আন্তর্জাতিক ও অসরকারি সংগঠন বাধ্যতামূলক অপসারণের কাজ করবে না যদি সংগঠনে যুক্ত হয়ে প্রভাবিত মানুষের জীবন, শারীরিক অখন্ডতা বা স্বাস্থ্যের রক্ষা করা যায়, অর্থাৎ যদি রক্ষা করা যায় তবে বাধ্যতামূলক অপসারণ করা যাবে না ।

ক.২. পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা থেকে সুরক্ষা[১৩]

ক.২.১ অপসারণের সময় পরিবারের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা কমাতে হবে । যতদুর সম্ভব শিশুদের মাতাা-পিতা, পিতামহ-পিতামহী বা অভিভাবকের সাথে অপসারিত করার জন্য অগ্রাধিকার দিতে হবে । মাতা-পিতাদের ছাড়া শিশুদের একসাথে বাঁচিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ শেষ উপায় হিসেবে করতে হবে ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- শিশুদের জন্য পরিচয়পত্র গলায় ঝুলিয়ে দিতে হবে বা হাতে কব্জিতে লাগিয়ে রাখতে হবে;
- অপসারিত শিশু ও তার অভিভাবকদের জন্য নথী তৈরী করা; এবং
- যেখানে শিশুদের অপসারিত করা হচ্ছে সেই জায়গা নথীভুক্ত করা ও সেই জায়গা সম্বন্ধে মাতা-পিতাদের জানানো ।

---

[১২] ক.৩ ও ক.৪ দেখুন

[১৩] ঘ.৩-এ পারিবারিক পুনর্মিলন দেখুন

প্রস্তুতির উপায়:

- একাকী শিশু ও জিনিসপত্রগুলি চিহ্নিত করা যেগুলিকে একসাথে অপসারিত করতে হবে;
- অপসারণের আগে চিহ্নিত জিনিসপত্র বিতরণ করা; এবং
- শিশুদের নিয়ে যাওয়ার জায়গা চিহ্নিতকরণে মাতা-পিতা ও বিদ্যালয়ের অংশগ্রহণ ।

ক.২.২. অপসারণের সময় যে শিশুরা পৃথক হয়ে গেছে বা অভিভাবকহীন তাদের অস্থায়ী অন্তবর্তীকালীন কেন্দ্রে রাখতে হবে । যতক্ষন না পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে ততক্ষন এই শিশুদের সংস্থাগত বা দীর্ঘকালীন দত্তক নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- অস্থায়ী অন্তবর্তীকালীন কেন্দ্রের জন্য উপযুক্ত লালনপালন গৃহ/অভিভাবক চিহ্নিত করা; এবং
- বিপর্যয় ঘটার আগে চূড়ান্ত না হওয়া বিদেশী অভিভাবকদের দ্বারা দত্তক নেওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ করা ।

ক.৩. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের গৌণ প্রভাব[১৪] থেকে সুরক্ষা

ক.৩.১ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রভাবিত মানুষের সুরক্ষা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্ভাব্য গৌণ প্রভাবের বিপদের প্রেক্ষিতে করতে হবে ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে[১৫] :

- বিপর্যয়ের সম্ভাব্য গৌণ প্রভাব সম্বন্ধে মানুষকে জানানো;
- যেখানে প্রভাবিত মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করে সেইসব জায়গার ঝুঁকি নির্ধারণ করা; এবং
- প্রভাবিত মানুষদের যেখান থেকে নিয়ে আসা হল এবং যেখানে নিয়ে আসা হল সেই স্থানের ঝুঁকি নির্ধারণ করা, যেখানে প্রয়োজন সেখানে প্রযুক্তির ব্যবহার ও সঠিক পদ্ধতির সূচনা করা (যেমন বন্যা প্রতিরোধ করা বা নিকাশী নালা), যদি সম্ভব না হয় বা পর্যাপ্ত না হয় তবে অন্য অধিক সুরক্ষিত স্থানের ব্যবস্থা করা ।

প্রস্তুতির উপায়:

- ঝুঁকি মানচিত্র তৈরী করা ও তাকে হালনাগাদ করা; এবং
- আগে থেকে নিরাপদ জায়গা চিহ্নিতকরণ ।

ক.৩.২. ক্ষতিকারক রাসায়নিক, বিষাক্ত বর্জ্য, বিস্ফোরক এবং ফেটে না যাওয়া গুলি-বারুদ এবং অন্যান্য বিপজ্জনক দ্রব্য থেকে প্রভাবিত মানুষদের বাঁচাতে হবে এবং সুরক্ষা দিতে হবে যেগুলি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য লুকিয়ে, অজ্ঞাতে রাখা হয়েছে ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- প্রাসঙ্গিক এলাকা চিহ্নিতকরণ ও বেড়া দেওয়া;
- সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বিশেষ সংস্থাকে খবর দেওয়া; এবং
- তথ্য ও সচেতনতা অভিযান চালানো ।

প্রস্তুতির উপায়:

- বিপর্যয় ঝুঁকিপ্রবণ এলাকাতে ক্ষতিকারক রাসায়নিক, বিষাক্ত বর্জ্য, বিস্ফোরক এবং ফেটে না যাওয়া গুলি-বারুদ এবং অন্যান্য বিপজ্জনক দ্রব্যগুলি চিহ্নিত করে সরানোর কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া ।

ক.৪. লিঙ্গবৈষম্যভিত্তিক হিংসাসহ হিংসার বিরুদ্ধে সুরক্ষা

ক.৪.১. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় ও আপদকালীন সময়ের পরে প্রভাবিত মানুষদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে ।

[১৪] এর জন্য পরিশিষ্ট ১-এর শব্দকোষ দেখুন ।
[১৫] অন্যান্য উপায়ের জন্য ক.১.৭ দেখুন ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :
প্রতিরোধের উপায় :

- প্রভাবিত জনগণের ভিতরে ও বাইরে হিংসার সম্ভাব্য উৎসকে চিহ্নিতকরণ ও নির্দিষ্ট করা;
- যে ব্যক্তিরা হিংসার ঝুঁকিপূর্ণ তাদের চিহ্নিতকরণ ও নির্দিষ্ট করা, যেমন - একাকী নারী, একজন প্রধান এমন পরিবার, একাকী শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি প্রভৃতি;
- লিঙ্গবৈষম্যমূলক হিংসা, ডাকাতি, লুটপাট হয় এমন বিপজ্জনক জায়গায় বা আইন-কানুন ভেঙে পড়া বিপজ্জনক জায়গায় আইনি শাসন চালু করার জন্য অতিরিক্ত সুরক্ষাবলের জন্য ওকালতি বা আলাপ-আলোচনা করা;
- বিপর্যয়ের পরিণামস্বরূপ সৃষ্টি হওয়া বিশেষ ঝুঁকি বা বিপদ; যেমন শোষণ, পাচার সম্বন্ধে নতুন ঝুঁকিপূর্ণ মানুষদের সচেতনতার প্রসার ঘটানো;
- বড় ও ভিড় সম্বলিত আশ্রয়স্থান এড়িয়ে চলা; এবং
- শিবির ও সমষ্টিকেন্দ্রগুলির নকশা তৈরী করার জন্য মহিলা, শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ প্রভাবিত মানুষদের প্রতিনিধিদের নিম্নলিখিত কাজে অংশগ্রহণ করাতে হবে -
  - আশ্রয় শিবিরের নকশা, অবস্থান এবং বিন্যাস করা;
  - বিদ্যুতের ব্যবস্থা, বেড়া দেওয়া এবং অন্যান্য সুরক্ষার উপায়; এবং
  - খাদ্য বন্টনের এবং পানীয় জলের নিরাপদ স্থান, নিরাপদ শৌচাগার, জ্বালানির উৎস, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অন্যান্য সামাজিক পরিষেবা ।

❖ অতিথি সৎকারকারী গোষ্ঠীর বৈরিতা থেকে সুরক্ষার উপায়, (অ.৫ দেখুন) ।

❖ শিবির ও সমষ্টিকেন্দ্রতে প্রভাবিত মানুষদের মধ্যে হিংসার বিরুদ্ধে সুরক্ষা ।

- যেখানে সম্ভব সেখানে একই পরিবারের নয় এমন পুরুষদের মহিলা ও শিশুদের থেকে আলাদা রাখা;
- স্থানীয় আইন প্রণয়ণকারী কর্তৃপক্ষ, বিচারব্যবস্থা তথা যেখানে প্রয়োজন আশ্রয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সহায়তা করে শিশু ও নারীদের অনুকূল পরিবেশ তৈরী করা, যাতে পারিবারিক হিংসার রিপোর্ট হয় এবং তার সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভবপর হয়;
- আশ্রয়াধীন মানুষগুলিকে একটি গোষ্ঠীতে সংঘবদ্ধ করে আশ্রয়স্থানের ভিতরে গোষ্ঠী নীতি তৈরী করাতে গোষ্ঠী মোবিলাইজার বা সঞ্চালককে ব্যবহার করতে হবে;
- আশ্রয়স্থলে থাকা মানুষদের ঘনিষ্ঠ সহযোগীতায় বিশেষত: মহিলা, প্রহরী, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা ।

❖ তদারকি, রিপোর্টিং ও রেফারেল পদ্ধতি গড়ে তোলা:

- আশ্রয়স্থানের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের তদন্তকারী রাখা বা অন্যান্য অভিযোগের ব্যবস্থা রাখা ও তদারকি ব্যবস্থা রাখা;
- শিবিরে ও সমষ্টিকেন্দ্রে অভিযোগ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা যাতে প্রভাবিত অপসারিত মানুষদের প্রতি পরিষেবা দানকারী ও সংস্থাগুলি দায়বদ্ধ থাকে;
- মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়া বা অবহেলিত ব্যক্তিদের কাঙ্খিত পরিষেবা দেওয়ার জন্য সময়মত অন্য জায়গায় পাঠানোর রেফারেল ব্যবস্থার প্রবর্তন করা;
- জাতীয় মানবতাবাদী কর্মীদ্বারা নিয়মিতভাবে আশ্রয়স্থান ও সমষ্টিকেন্দ্রগুলি দর্শন সুনিশ্চিত করা ।

❖ সংগঠিত অপরাধের থেকে প্রভাবিত মানুষদের সুরক্ষা : সেই উপায়গুলির জন্য দেখুন অ.৪.৩.

❖ যে জায়গায় মানবতাবাদী সহায়তা বিঘ্নিত হচ্ছে সেখানকার প্রভাবিত মানুষদের সুরক্ষা :

- কখন এবং কোথায় সহায়তা বিঘ্নিত হতে পারে তা যতদুর সম্ভব আগে থেকে পরিষেবা গ্রহণকারীদের তথ্য প্রদান করা;
- মহিলা, শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আলাদা করে আলাদা সময়ে বা আলাদা স্থানে বন্টনের ব্যবস্থা করা; এবং
- যদি সশস্ত্র বাহিনী জনহিতকর কাজকর্ম সম্পাদনা করে তবে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে নাগরিক কর্তৃপক্ষ বা মানবতাবাদী সংগঠনের দ্বারা সেই কাজগুলি তদারকি করবে ।

প্রস্তুতির উপায়:

- ❖ যুবক-যুবতী, ছেলে এবং মেয়েদের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির সামগ্রী তৈরী করা;
- ❖ আপদকালীন সময়ে কাজ করার জন্য আইন প্রণয়ণকারী কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- ❖ সুরক্ষার সম্ভাব্য উৎসগুলিকে নিরূপণ করা; এবং
- ❖ আশ্রয়স্থানের পরিকল্পনা ও পূর্ব-চিহ্নিতকরণে মহিলা ও মেয়েদের শারীরিক ও ব্যক্তিগত সুরক্ষার বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা ।

ক.৪.২. প্রভাবিত মানুষদের বিশেষত: মহিলা ও মেয়েদের লিঙ্গবৈষম্যভিত্তিক হিংসা থেকে সুরক্ষা দিতে হবে এবং এই হিংসার কবল থেকে বেঁচে ফেরা ব্যক্তিদের যথাযথ সহায়তা দিতে হবে ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ❖ লিঙ্গবৈষম্যভিত্তিক হিংসা থেকে মহিলা ও শিশুদের সুরক্ষিত করতে গোষ্ঠীভিত্তিক কাজ সম্পাদন করতে হবে;
- ❖ লিঙ্গবৈষম্যভিত্তিক হিংসার ঝুঁকি সম্বন্ধে এমনকি এর অপরাধ সম্বন্ধে শিক্ষামূলক প্রচার চালাতে হবে;
- ❖ হটলাইন সহযোগে সেল ফোন বিতরণ;
- ❖ মহিলা ও শিশুদের জন্য সুরক্ষিত স্থানের ব্যবস্থা;
- ❖ বিধিবদ্ধ ও অবিধিবদ্ধ শিক্ষণীয় কাজে শিশুদের ভর্তি করা বা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিশু-উপযোগী জায়গা তৈরী করা;
- ❖ খাদ্য ছাড়া মহিলাদের অন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় চাহিদা চিহ্নিত করা এবং তা নিরাপদভাবে বন্টনের পরিকল্পনা করা;
- ❖ লিঙ্গবৈষম্যজনিত সংবেদনশীল ও গোপনীয় পরিষেবা পাওয়া নিশ্চিত করা (স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, আইন/বিচারব্যবস্থা এবং মনবৈজ্ঞানিক সহায়তা সহ), রেফার করা, এমনকি লিঙ্গবৈষম্যজনিত হিংসা থেকে বেঁচে আসা ব্যক্তির জন্য বস্তুগত সহায়তা করার ব্যবস্থা করা । এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও অন্যান্য প্রক্রিয়ায় পরিষেবা প্রদানকারী সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এবং বস্তুগত এবং প্রযুক্তিগত সহায়তায় করা যায় ।
- ❖ লিঙ্গবৈষম্যভিত্তিক হিংসার তদন্ত ও প্রতিরোধ করার জন্য আইন প্রণয়নকারী সংস্থাগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে;
- ❖ ফাস্ট-ট্র্যাক দ্বারা নিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমে বা প্রভাবিত মানুষদের মধ্য থেকে যথাসংখ্যক প্রশিক্ষিত মহিলা সুরক্ষা কর্মীকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে;
- ❖ স্থানীয় আইন প্রণয়নকারী আধিকারিকদের সহযোগে বিচারব্যবস্থা এবং আশ্রয় ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থাপন করা শিশু এবং মহিলা অনুকূল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পীড়িত এবং তার পরিবার যাতে লিঙ্গবৈষম্যজনিত ঘটনা সম্বন্ধে রিপোর্ট করতে পারে;
- ❖ যত দ্রুত সম্ভব সময়মত লিঙ্গবৈষম্যভিত্তিক হিংসার তদন্ত করিয়ে কেস চালিয়ে সাক্ষীদের সুরক্ষা প্রদান করা;
- ❖ লিঙ্গবৈষম্যভিত্তিক হিংসার ঘটনাগুলির পদ্ধতিগত তদারকি রিপোর্ট করা;
- ❖ লিঙ্গবৈষম্যভিত্তিক হিংসার ঝুঁকি এবং তার শাস্তি বিষয়ে শিক্ষণীয় সচেতনতা শিবির আয়োজন করা; এবং
- ❖ গোষ্ঠী সঞ্চালকদের কাজে লাগানো ।

ক.৪.৩. প্রভাবিত মানুষদের পাচার, শিশু শ্রম, সৌজন্যমূলক দাসপ্রথা যেমন বিবাহের জন্য, জোর করে বেশ্যাবৃত্তি করানো, যৌন শোষণের জন্য এবং অন্যান্য ভাবে শোষণের জন্য বিক্রি হয়ে যাওয়া থেকে সুরক্ষা দিতে হবে ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ❖ পাচার, শোষণ প্রভৃতির ঝুঁকি সম্বন্ধে প্রভাবিত মানুষদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- ❖ বিধিবদ্ধ ও অবিধিবদ্ধ শিক্ষণীয় কাজে শিশুদের ভর্তি করা বা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিশু-উপযোগী জায়গা তৈরী করা;
- ❖ পাচার, শিশুশ্রম এবং একই ধরণের শোষণের তদন্ত ও প্রতিরোধ করার জন্য আইন প্রণয়নকারী সংস্থাগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে;
- ❖ ফাস্ট-ট্র্যাক দ্বারা নিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমে বা প্রভাবিত মানুষদের মধ্য থেকে যথাসংখ্যক প্রশিক্ষিত মহিলা সুরক্ষা কর্মীকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে;
- ❖ স্থানীয় আইন প্রণয়নকারী আধিকারিকদের সহযোগে বিচারব্যবস্থা এবং আশ্রয় ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থাপন করা শিশু এবং মহিলা অনুকূল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পীড়িত এবং তার পরিবার যাতে পাচার, শিশুশ্রম এবং একই ধরণের শোষণের ঘটনা সম্বন্ধে রিপোর্ট করতে পারে;

- ❖ যত দ্রুত সম্ভব সময়মত পাচার, শিশুশ্রম এবং একই ধরণের শোষণের ঘটনার তদন্ত করিয়ে কেস চালিয়ে সাক্ষীদের সুরক্ষা প্রদান করা ।

ক.৪.৪. প্রভাবিত এলাকা ও মানুষদের সাথে অন্য পদ্ধতি - রাষ্ট্রীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলি, সরকারের হয়ে অভিযোগ তদন্তকারী (ওমবুডসপারসেন) বা স্থানীয় বার অ্যাসোশিয়েশনের সাথে যোগাযোগ করিয়ে হিংসা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের মামলা চালানো যেতে পারে ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ❖ প্রভাবিত মানুষদের এই ধরণের কেস যাতে এই সংগঠনগুলি নেয় তার জন্য আলাপ-আলোচনা করা ও সচেতনতা বাড়ানোর কাজ করা; এবং
- ❖ এই সংগঠনগুলিতে বিভিন্ন ধরণের জিনিসপত্র এবং কর্মী দিয়ে সহায়তা করা ।

প্রস্তুতির উপায়:

- ❖ মানবতাবাদী কাজের বাজেট বন্দোবস্তের ভিতর তদারকি পদ্ধতির সংযোজনের বাজেট অন্তর্ভূক্ত করা; এবং
- ❖ তদারকি পদ্ধতির সদস্যদের বিপর্যয় প্রতিক্রিয়ায় নির্দিষ্ট ঝুঁকির সুরক্ষার উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া ।

অ.৪.৫. সশস্ত্র দাঙ্গা হওয়া এলাকাতে যদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে থাকে, তবে তৎক্ষনাত সুরক্ষার উপায়গুলি রূপায়ণ করতে হবে বা প্রথম থেকে নেওয়া উপায়গুলিকে পুন:রূপায়ণ করে আন্তর্জাতিক মান ও পদ্ধতি অনুসারে প্রাকৃতিক বিপর্যয়গ্রস্ত শিশুদের সশস্ত্র বাহিনীতে বা স্থানীয় সুরক্ষা সেনা বাহিনীতে নিযুক্ত বা ব্যবহারের বিরোধিতা করা (পরিশিষ্ট ৩ দেখুন) ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ❖ শিশুদের সশস্ত্র বাহিনীতে বা সশস্ত্র দলে নিযুক্ত করার এবং তাদের সশস্ত্র দাঙ্গায় ব্যবহারের ঝুঁকি সম্বন্ধে প্রভাবিত মানুষদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এমনকি এই কাজ যুদ্ধ অপরাধের আওতায় পড়ে সে বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- ❖ এই ধরণের বাহিনীতে নিযুক্ত ও ব্যবহার করা থেকে শিশুদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য গোষ্ঠীভিত্তিক কর্মোদ্যোগ নেওয়া;
- ❖ সশস্ত্র বাহিনীতে বা স্থানীয় সুরক্ষা সেনা বাহিনীর সাথে যোগাযোগ করে যথাযথভাবে চিকিৎসা ও মনবৈজ্ঞানিক সহায়তার সাথে অন্তবর্তীকালীন দেখাশোনা এবং পরিবারের সাথে পুনর্মিলনের জন্য শিশুদের আবশ্যক পরিষেবা সুনিশ্চিত করা;
- ❖ প্রতিরোধ ও নিবৃত্তিমূলক উপায় হিসেবে সশস্ত্র বাহিনীতে নিযুক্ত ও ব্যবহারের ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের শিক্ষা ও জীবিকার্জনের বিভিন্ন সুবিধা দেওয়া;
- ❖ অপসারণের প্রেক্ষিতে শিবির ও গোষ্ঠী কেন্দ্রগুলিতে মানবতাবাদী ও নাগরিক চরিত্র যাতে বজায় থাকে ও সম্মান পায় তা নিশ্চিত করা;
- ❖ যথাযথ রেফার পদ্ধতি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিপর্যয় এলাকা পরিচালনাকারী মিলিটারি ও আইন প্রণয়নকারীদের মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তোলা;
- ❖ যে শিশুরা বিপর্যয় প্রভাবিত দেশ থেকে অন্য দেশে পালিয়ে যায়, এই সশস্ত্র বাহিনীতে নিযুক্তি বা ব্যবহারের থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে যায়, তারা যাতে আশ্রয়স্থলে তাদের অধিকার পেতে পারে তা নিশ্চিত করা । শরণার্থী নির্ধারণের কাজের সময় এই ধরণের ছেলে-মেয়েদের বিশেষ অভিজ্ঞতাকে আলাদা করে হিসাব রাখতে হবে এটাও দৃঢ় ভাবে বলবত করা; এবং
- ❖ সশস্ত্র বাহিনীতে বা স্থানীয় সুরক্ষা সেনা বাহিনীতে নিযুক্তি ও ব্যবহারের ঘটনার পদ্ধতিগতভাবে তদারকি করা ।

ক.৫. অতিথি সৎকারকারী পরিবারগুলির এবং গোষ্ঠীর বা গণ-আশ্রয়স্থানগুলির সুরক্ষা

ক.৫.১. যেখানে অভ্যন্তরীণভাবে অপসারিত মানুষরা অতিথি সৎকারকারী পরিবারের সাথে বসবাস করছে সেখানে যথাযথ তদারকি ও ওমবুডস-পদ্ধতি পালন করতে হবে ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ❖ হটলাইন ও প্রতিবেশীদের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির স্থাপনা করা;
- ❖ পরামর্শ ও আইনি সহায়তার পরিষেবাসহ গোষ্ঠী/মহিলা কেন্দ্র তৈরী করা;

- ওই এলাকা যথেষ্ট সংখ্যক অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের নিয়ে সমাজ কর্মী, অসরকারী সংগঠনের কর্মী এবং জাতীয় মানবাধিকার সংগঠনের কর্মীদের দ্বারা নিয়মিত পরিদর্শন করা; এবং
- তদারকি ও ওমবুডস-পদ্ধতি যাতে শিশু ও নারীদের অনুকূলে হয় এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও যাতে সুবিধা হয় তা নিশ্চিত করা ।

প্রস্তুতির উপায়:

- বিপর্যয় এলাকাতে কাজ করার জন্য বিপর্যয়ের প্রস্তুতি ও সম্ভাব্য পরিকল্পনায় তদারকি ও ওমবুডস-পদ্ধতিকে যুক্ত করা; এবং
- তদারকি ও ওমবুডস-পদ্ধতির সদস্যগণকে বিপর্যয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে বা খারাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে এমন নির্দিষ্ট ঝুঁকি চিহ্নিত করার প্রশিক্ষণ দেওয়া ।

ক.৫.২. অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত মানুষদের থাকার শিবির বা সমষ্টিকেন্দ্রগুলি অবশ্যই যতদূর সম্ভব সুরক্ষিত ও নিরাপদ জায়গায় অবস্থিত হবে, বিশেষত: মহিলা, বয়স্ক ব্যক্তি এবং অন্যান্য মানুষদের শারীরিক সুরক্ষা বেশী ঝুঁকিপূর্ণ যাতে না হয় এবং অতিথি সৎকারকারী সম্প্রদায়ের উপর তার প্রভাব যথাসম্ভব কম হয় ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ধোওয়ার জায়গা, শৌচাগারের সুবিধা, জলের ব্যবস্থা, খাদ্য বন্টনের জায়গা, জ্বালানীর জায়গা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুবিধা থাকার ও শোওয়ার ঘরের কাছাকাছি হবে, যদি তা সম্ভব না হয় তবে রাত্রে যাতে তারা এইগুলি নিরাপদে ব্যবহার করতে পারে তার জন্য প্রহরী, রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা ।
- আশ্রয় গৃহ এবং থাকার/শোওয়ার গৃহের নকশা এমনভাবে বানাতে হবে যাতে সেখানে তাদের ব্যক্তিগত একান্ততা ও গোপনীয়তা রক্ষিত হয় এবং বাইরের লোক বা অযাচিত সাক্ষাৎকারীদের থেকে সুরক্ষিত রাখা যায়; এবং
- আইন প্রণয়নকারী কর্মীদের মাধ্যমে এবং অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত সব ধরণের এবং বিভিন্ন বয়সের মানুষ সম্বলিত শিবির/আশ্রয় কমিটির মাধ্যমে নিরাপত্তার তদারকি করতে হবে ।

ক.৫.৩. যখন তৎকালীন আপদকালীন পর্যায় পেরিয়ে যাবে, সশস্ত্র বাহিনী বা দলের দ্বারা পরিচালিত শিবির বা সমষ্টিকেন্দ্রগুলি নাগরিক কর্তৃপক্ষ বা সংগঠনের দ্বারা সঞ্চালিত হবে । পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর কাজ শুধুই নিরাপত্তা দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে ।

ক.৬. মৃত শরীরের অন্তিম সংস্কার

ক.৬.১. মৃত ব্যক্তিদের শরীরগুলিকে একজায়গায় নিয়ে এসে সেই শরীরগুলিকে চিহ্নিত করে সেগুলিকে নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচাতে হবে এবং মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজনের হাতে সেগুলিকে তুলে দিতে হবে ।

অ.৬.২. যদি মৃতদেহ কেউ নিতে না আসে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যদি মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজনদের কোনো খোঁজ পাওয়া না যায় বা চিহ্নিত করা গেল না তখন মৃতদেহের সংস্কার করার আগে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে একে চিহ্নিত করতে সুবিধা হয় । চিহ্নিত না হওয়া মৃতদেহগুলির সংস্কার না করাই উচিত । পরবর্তীকালে চিহ্নিতকরণ বা পরিবারকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অন্তিম সংস্করের বদলে মৃতদেহগুলি সংরক্ষণ করে বা সাময়িকভাবে পুঁতে রাখতে হবে ।

ক.৬.৩. মৃতদেহের অন্তিম সংস্কার স্থানীয় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুশীলন ও বিশ্বাস অনুসারে করতে হবে । মৃতব্যক্তি ও তার পরিবারের সদস্যদের মর্যাদা ও একান্ততাকে সম্মান জানিয়ে এইধরণের অন্তিম সংস্কার করতে হবে । অন্তিম সংস্কারের জায়গায় সুরক্ষিত করতে হবে যাতে কোনো প্রকার সমস্যার সৃষ্টি না হয় ।

ক.৬.৪. মৃতব্যক্তির পরিবারকে অন্তিম সংস্কারের জায়গা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য দিতে হবে যাতে তারা সেখানে যেতে পারে । পরিবার সদস্যদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুশীলন ও বিশ্বাস অনুসারে মৃতদেহের অন্তিম সংস্কার স্থানীয় করার, ফলক বানানো এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার সম্পূর্ণ অধিকার দিতে হবে ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ❖ বিপর্যয়ে মৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা, বয়স, লিঙ্গ, জাতি এবং ধর্ম তথ্যের জন্য একটি গণনার কাজ বা নথীভুক্তির কাজ করতে হবে । মৃতব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ সরলভাবে করার জন্য চিহ্নিতকরণ পদ্ধতিতে অ্যান্টি-মরটেম তথ্য ব্যবস্থাপনা ও তার থেকে সমুচিত তথ্য আহরণকে সংযুক্ত করা;
- ❖ মৃতদেহগুলিকে নম্বর দিতে হবে, ছবি তুলতে হবে এবং চিহ্নিতদের বিশদ বিবরণ (যেমন-পরা কাপড়) রাখতে হবে বা গণসমাধি বা অন্যভাবে অন্তিম সংস্কার করার আগে তার বিশদ বিবরণ সম্পূর্ণ করতে হবে । ছবি তোলার সাথে, মৃতব্যক্তির ব্যক্তিগত চিহ্ন ও কাগজপত্র, মৃতব্যক্তিদের অ্যান্টি-মরটেম তথ্যকে পোস্ট মর্টেম তথ্যের (যেমন- অঙ্গুলির ছাপ, দাঁতের রেকর্ড, বিশিষ্ট চিকিৎসা বৈশিষ্ট, সাধারণ শারীরিক চরিত্র ডি.এন.এ প্রভৃতি) উপযোগী করে তোলা যেতে পারে ।

- ❖ গণসংস্কারের সময়:
  - মৃতব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণের কাজ সম্পর্কে মানুষ যে ভাষায় বুঝবে সেই ভাষায় প্রভাবিত মানুষদের জানানোর জন্য প্রচার অভিযান চালানো । এই প্রচারে যে তথ্যগুলি অবশ্যই দিতে হবে সেগুলি হল কোথায় মৃতের ছবি বা অন্য কাগজপত্র দেখা হতে পারে, কোথায় মৃতের ব্যক্তিগত কাগজপত্র বা চিহ্ন রাখা হয়েছে এবং কোথায় ফরেন্সিক পরীক্ষা করা হচ্ছে; এবং
  - পরিবারবর্গের অনুরোধে মৃতব্যক্তির নথীকরণ শংসাপত্র (Death certificate) প্রদান করার জন্য আপদকালীন আইনি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা করা যাতে পরিবার সদস্যের অনুপস্থিতিতে তার সাথে সম্পর্কযুক্ত মামলা ও অন্য আইনি কার্যাবলীর সমাধা হতে পারে । এতে প্রভাবিত পরিবারগুলির অধিকারসহ মর্যাদার অধিকার, সত্য ও ঘটনাক্রমে যদি পরবর্তীকালে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যায় তাকে দূর্বল করা হচ্ছে না ।

- ❖ গণসমাধির বিশেষ ঘটনা:
  - মৃতদেহগুলিকে একটির সাথে আরেকটিকে রাখা যাবে না;
  - সমাধিক্ষেত্রে সমাধি দেওয়া প্রতিটি মৃতদেহকে চিহ্ন দেওয়া ও তার অবস্থান চিত্রণ করা; এবং
  - গণসমাধির স্থান সম্পর্কে প্রভাবিত জনগোষ্ঠীকে জানানোর জন্য গণ প্রচার অভিযান চালানো ।

- ❖ বিপর্যয়ের শিকার বিদেশীব্যক্তিবর্গের জন্য বিদেশী বিদেশী দূতাবাস এবং কনস্যুলেট এমনকি ইন্টারপোলের সাথে ঘনিষ্ট সহযোগীতার সুনিশ্চিত করা যাতে তারা ওই পরিবারের সদস্যদের চিহ্নিতকরণ ও প্রত্যাবাসনের সহায়তা করে ।

প্রস্তুতির উপায়:

- ❖ চিহ্নিতকরণের কাজের জন্য যথাসংখ্যক ক্যামেরা রাখা;
- ❖ তথ্য আহরণের জন্য ফর্ম প্রস্তুতি; এবং
- ❖ মর্গ, ঠান্ডা ঘর এবং গণসমাধির উপযুক্ত স্থান চিহ্নিত করা ।

শ্রেণী - খ

খাদ্য, স্বাস্থ্য, আশ্রয় এবং শিক্ষার অধিকারের সুরক্ষা

খ.১ মানবতাবাদী জিনিসপত্র ও পরিষেবা পৌছানো ও সরবরাহ - সাধারণ নীতি

খ.১.১. মানবতাবাদী জিনিসপত্র ও পরিষেবা সরবরাহ করতে হবে চাহিদানুযায়ী, বিভিন্ন চাহিদা ছাড়া আর কোনো যেমন জাত, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, প্রতিবন্ধকতা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য কোনও মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎস, সম্পত্তি, জন্ম, বয়স বা অন্য কিছুর জন্য ভিন্নতার ভিত্তিতে পার্থক্য করা হবে না । প্রতিটি প্রভাবিত ব্যক্তি সুরক্ষিত, অবারিত এবং বৈষম্যহীনভাবে তাদের ন্যুনতম চাহিদা পূরণ করার জন্য প্রয়োজনানুযায়ী জিনিসপত্র ও পরিষেবার পেতে পারে । নির্দিষ্ট পরিষেবা যেমন পাওয়ার অগ্রাধিকার বা ভিন্ন বন্টন ব্যবস্থা তখনই রূপায়ন করা যাবে যখন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করা হবে ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- প্রমানিত নির্ধারণ পদ্ধতি ব্যবহার করা যেখানে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিসহ সকল মানুষদের সংযুক্ত করা হয় এবং প্রয়োজনগুলিকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে চিহ্নিত করা হয়;
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি, বৃদ্ধ ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, অসুস্থ ব্যক্তি বা ছোট শিশু এবং নবযুবকসহ মহিলা প্রধান পরিবার নির্বিশেষে খাদ্য, জল, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য জনহিতকর পরিষেবাগুলির উপর সমান অধিকার আছে কিনা তা তদারকি করা, যদি না থাকে তাহলে এইগুলি পাওয়ার জন্য তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া বা একটি আলাদা জায়গায়/সময়ে বন্টনের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি;
- জনহিতকর জিনিসপত্র ও পরিষেবা বন্টনে মহিলা প্রধান পরিবার, বৃদ্ধ ব্যক্তি, একাকী শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং অন্যান্য বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পদ্ধতিগত সংযুক্তি;
- দাঙ্গাকারী বা হিংসাত্মক ব্যক্তিদের থেকে বন্টনের স্থানকে সুরক্ষিত রাখা; এবং
- বন্টনের পরে পরিষেবাগ্রহণকারীদের ঝুঁকির তদারকি করা ।

প্রস্তুতির উপায়:

- বিপর্যয়ের আগে নির্ধারণ পদ্ধতি প্রস্তুত রাখা;
- বন্টনের জন্য সুরক্ষিত পথ ও স্থানের বিশ্লেষণ; এবং
- নির্দিষ্ট চাহিদাসম্পন্ন মানুষের জন্য বন্টনের বিশেষ উপায়ের পরিকল্পনা ।

খ.১.২ প্রভাবিত মানুষদের সরবরাহকৃত জনহিতকর জিনিসপত্র ও পরিষেবা যেন পর্যাপ্ত হয় । জনহিতকর জিনিসপত্র ও পরিষেবার পর্যাপ্ততার জন্য প্রয়োজন (ক) উপলব্ধ, (খ) অভিগম্য বা পৌছানো, (গ) গ্রহণযোগ্য এবং (ঘ) সঙ্গতিপূর্ণ :

(ক) উপলব্ধতার অর্থ হল যথেষ্ট পরিমাণে ও গুনগত মানে উৎকৃষ্ট এই জিনিসপত্র ও পরিষেবা প্রভাবিত মানুষদের কাছে সরবরাহ করা হচ্ছে;

(খ) অভিগম্য বা পৌছানো হল এই জিনিসপত্র ও পরিষেবাগুলি (অ) প্রত্যেককে তাদের চাহিদা মতন এবং বৈষম্যহীনভাবে সরবরাহ করা হচ্ছে, (আ) প্রত্যেকে সশরীরে নিরাপদভাবে সেখানে পৌছচ্ছে এমনকি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিও, এবং (ই) পরিষেবাগ্রহণকারীদের কাছে এগুলি পরিচিত;

(গ) গ্রহণযোগ্য হল সরবরাহকৃত জিনিসপত্র ও পরিষেবা ব্যক্তি, স্বল্পসংখ্যক গোষ্ঠী, মানুষ ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির প্রতি সম্মান দেখায় এবং বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক চাহিদা সচেতন; এবং

(ঘ) সঙ্গতিপূর্ণতা হল জিনিসপত্র ও পরিষেবা এমনভাবে সরবরাহ করা হবে যাতে আপদকালীন অবস্থায় ত্রাণ, পুনরাবস্থায় ফিরে আসার বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবর্তিত চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রাখতে পারে তথা অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত মানুষদের ক্ষেত্রে দেশের যে কোনও জায়গায় থাকুক না কেন তাদের যেন স্থানীয় একতার রূপে নেওয়া যায় ।

মানবতাবাদী কাজকর্মে যোগদানকারী কর্তৃপক্ষকে এই সব মানদন্ডের যথাযথ রূপে রূপায়ন করতে হবে । আপদকালীন সময়ে খাদ্য, জল ও শৌচাগার, আশ্রয়, জামাকাপড় এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য পরিষেবাকে পর্যাপ্ত তখনই বলা যাবে যদি তারা জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাকে আন্তর্জাতিক মানের পরিষেবা দিয়ে পূরণ করতে পারে ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ❖ উপলব্ধতা সম্বন্ধে :
  - বিপর্যয়প্রবণ এলাকাতে পূর্ব-অবস্থিত খাদ্য এবং খাদ্য নয় এমন সামগ্রী ব্যবহার করা; এবং
  - যথাসম্ভব ভাবে এটা সুনিশ্চিত করা যে মানুষের চাহিদার ভিন্নতা অনুযায়ী জিনিসপত্রের পরিমাণ (যেমন, খাদ্য) এবং নির্দিষ্টতা (যেমন, তাঁবুর আকার বা রান্না করার উপকরণ) ।

- ❖ বৈষম্যহীনভাবে ভাবে অভিম্যতা বা পৌছানো সম্পর্কে:
  - বিপর্যয়ের আগে বৈষম্যের শিকার হওয়া ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীদের সম্বন্ধে খোঁজ নিতে হবে বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্পর্কে খোঁজ নিতে হবে এবং চালু মানবতাবাদী কাজ তদারকি করা যাতে বৈষম্য না হয়, যদি হয় তবে তাতে হস্তক্ষেপ করা;
  - মানবতাবাদী কাজে প্রভাবিত মানুষদের এমনকি নির্দিষ্ট চাহিদাযুক্ত ব্যক্তিদের যুক্ত করা, যেমন খাদ্য বা খাদ্য ছাড়া অন্য দ্রব্য বন্টনের কাজে যুক্ত করা; এবং
  - যেখানে প্রভাবিত মানুষদের জনহিতকর জিনিসপত্র ও পরিষেবা পাওয়ার জন্য ঘুষ দিতে হচ্ছে বা যৌনতার বদলে জনহিতকর জিনিসপত্র ও পরিষেবা পাচ্ছে সেইসব ঘটনার তদারকি করা ও হস্তক্ষেপ করা ।

- ❖ গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে:

  এটা সুনিশ্চিত করা যে যথাসম্ভব খাদ্য, ঔষধ এবং অন্য দ্রব্য যেমন জামাকাপড় :
  - যেন প্রভাবিত মানুষদের, বিশেষভাবে কোন নির্দিষ্ট জাতির বা দেশীয় মানুষ বা নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষদের সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়; এবং
  - বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ, বৃদ্ধ ব্যক্তি, গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদানকারী মহিলা, ছোট শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, অসুস্থ ব্যক্তি এবং অন্য বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় ।

প্রস্তুতির উপায়:

- ❖ খাদ্য, আশ্রয় ও জামাকাপড় প্রভৃতি সম্বন্ধে সাংস্কৃতিক চাহিদা নির্ণয় করা;
- ❖ বয়স, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধকতা বা দীর্ঘস্থায়ী রোগ বা অন্যান্যদের চাহিদা কী হতে পারে তা বোঝার জন্য অমিশ্রিত পরিসংখ্যান ব্যবহার করা; এবং
- ❖ জিনিসপত্র আগে থেকে গুছিয়ে রাখা - এমনকি দূরবর্তী এলাকাতেও ।

খ.১৩ বিপর্যয়ের কারণে যদি অপসারণ ঘটে তাহলে মানবতাবাদী সহায়তা দেওয়ার সময় অভ্যান্তরীণভাবে অপসারিত মানুষদের বিশেষ চাহিদা তথা এই মানুষদের আগমনের পরিণামস্বরূপ অতিথি সৎকারকারী সম্প্রদায়ের অনুভব অনুযায়ী চাহিদাগুলি কোনও বৈষম্য ছাড়াই উদ্দেশ্যমূলকভাবে পূরণ করতে হবে ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ❖ অতিথি সৎকারকারী সম্প্রদায়ের মানুষদেরও অভ্যান্তরীণভাবে অপসারিত মানুষদের মতন সমান মানবতাবাদী সহায়তা দিতে হবে;
- ❖ প্রয়োজন হলে অতিথি সৎকারকারী সম্প্রদায়ের পুন:প্রাপ্তি ও ক্ষমতাকে মজবুত করার জন্য গোষ্ঠী-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যবহার করা, যেমন-অতিরিক্ত জল ও শৌচাগারের সুবিধা করা, সম্প্রদায়তে বিদ্যালয় ও স্বাস্থ্য পরিষেবার বৃদ্ধি ঘটানো, সম্প্রদায়ের শিশুদের মধ্যে পুষ্টি বৃদ্ধি করার জন্য বিদ্যালয়ে খাদ্য দেওয়া, বসবাসের ঘর বাড়ানোর জন্য অতিথি সৎকারকারী সম্প্রদায়ের পরিবারকে ঘরবাড়ি বানানোর দ্রব্যাদি সরবরাহ করা বা অতিথি সৎকারকারী পরিবারে থাকা অভ্যান্তরীণভাবে অপসারিত মানুষদের নগদে সাহায্য করা; এবং

- ❖ অভ্যন্তরীণভাবে অপসারিত মানুষদের অন্য মানসিক চাপ বা অতিথি সংকারকারী পরিবার ও অভ্যন্তরীণভাবে অপসারিত মানুষদের মধ্যে বিভিন্ন চাপ, সম্ভাব্য জাতিগত ও রাজনৈতিক চাপ সম্বন্ধে মানবতাবাদী কর্মীদের মধ্যে বিশ্লেষণ, নির্ধারণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এই বিশ্লেষণ পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত হবে তা নিশ্চিত করতে হবে ।

প্রস্তুতির উপায়:

- ❖ অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত মানুষদের আগমনের পরিণামস্বরূপ অতিথি সংকারকারী সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী চাহিদাগুলি আন্দাজ করা; এবং
- ❖ আশ্রয়স্থানের চিহ্নিতকরণ এবং অপসারণের জায়গা ও সুবিধা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় অতিথি সংকারকারী সম্প্রদায়কে যুক্ত করা ।

খ.২ নির্দিষ্ট দ্রব্য যেমন পর্যাপ্ত খাদ্য, জল ও স্বাস্থ্যবিধান, আশ্রয়, জামাকাপড়; অপরিহার্য স্বাস্থ্য পরিষেবা ও শিক্ষা

খ.২.১ খাদ্যের অধিকারকে সম্মান ও সুরক্ষা দিতে হবে । কোনো বৈষম্য ছাড়া সকলের এক্তিয়ারের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য পৌঁছাতে হবে এবং সশরীরে যাতে তা নিতে পারে তার অধিকার প্রদান করতে হবে । সেইভাবে খাদ্য সম্পর্কিত পরিকল্পনা করতে হবে ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ❖ প্রভাবিত মানুষদের বিশেষত: মহিলাদের বেশী করে খাদ্য বন্টনের পরিকল্পনা, নকশা তৈরী ও রূপায়নে অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা, যেমন - নির্দিষ্ট দলের সাথে আলোচনা এবং মহিলা প্রতিনিধি চিহ্নিত করার জন্য গণউদ্যোগ ব্যবহার করা;
- ❖ একাকী শিশু, বৃদ্ধ ব্যক্তি, সাহায্য দরকার এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা দীর্ঘকালীন সময় ধরে অসুস্থ যেমন এইচ.আই.ভি/এইডস সম্বলিত ব্যক্তিরা যারা বিপর্যয়ে তাদের দেখাশোনাকারীকে হারিয়েছে তাদের খাদ্য সরবরাহ অব্যহত রাখা নিশ্চিত করা । বিশেষভাবে :
  - বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিসহ প্রতিটি পরিষেবাগ্রহণকারীকে খাদ্য সরবরাহের নির্দিষ্ট করা সময়, সময়কাল, এবং পরিমাণ এবং কী গুনমানের খাদ্য সরবরাহ হচ্ছে তার সম্বন্ধে পরিষ্কার তথ্য দিতে হবে;
  - মহিলা ও একাকী শিশুদের সরাসরি খাদ্য বন্টন করতে হবে কারণ প্রচলিত নিয়মে অভাবের সময় পুরুষদের থেকে মহিলা ও শিশুরা কম খাদ্য পায় বা যদি সেখানে খাদ্যদ্রব্য অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার হওয়ার ঝুঁকি থাকে;
  - খাদ্য সরবরাহ ও সহায়তা এমন ভাবে দিতে হবে যাতে একাকী শিশু, বৃদ্ধ ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা দীর্ঘকালীন সময় ধরে অসুস্থ এমন ব্যক্তি, এইচ.আই.ভি/এইডস যুক্ত ব্যক্তি, গর্ভবতী মহিলাদের যাতে বেশী সময় লাইনে না দাঁড়াতে হয় বা ভারী জিনিস তাদের থাকার জায়গা পর্যন্ত বয়ে না নিয়ে যেতে হয় (খাদ্য বস্তু নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাগ ছোট বয়ে নিয়ে যাওয়ার মতন হলে তারা নিজেরা বইতে পারবে); এবং
  - একসাথে খাদ্য তৈরী করার জন্য অন্য বাক্তিদের সাথে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের যুক্ত করে দেওয়া যখন তারা নিজেরা করতে অক্ষম ।
- ❖ খাদ্য ও পুষ্টি কর্মসূচিতে যৌন শোষণ বন্ধ করার জন্য পদ্ধতিগত কৌশল নেওয়া;
- ❖ সরবরাহকৃত খাদ্যদ্রব্য যেন একাকী শিশু, বৃদ্ধ ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা দীর্ঘকালীন সময় ধরে অসুস্থ এমন ব্যক্তি, গর্ভবতী মহিলা ও স্তন্যদানকারী মহিলাদের বিশেষ চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়; এবং
- ❖ যে খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে তা রান্না করা খাদ্য হোক বা শুকনো খাদ্য হোক, সেটি যেন অবশ্যই আন্তর্জাতিক পুষ্টির মানের সমান হয় এবং জনগণ যেন তা গ্রহণ করে সেটা নিশ্চিত করতে হবে । যদি পাওয়া যায়, তাহলে প্রভাবিত মানুষ যা খেতে অভ্যস্ত তা সরবরাহ করতে হবে । সাংস্কৃতিকভাবে আহার বিষয়ক প্রথা আরম্ভিক দ্রুত নির্ধারণে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে ।

খ.২.২ জল ও স্বাস্থ্যবিধানের অধিকারকে সম্মান ও সুরক্ষা দিতে হবে । কোনো বৈষম্য ছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণে, নিরাপদ, পৌঁছাতে পারবে এবং সশরীরে তা নিতে পারে, ব্যক্তিগত এবং বাড়ির কাজের জন্য জল যাতে ব্যবহার করার অধিকার প্রদান করতে হবে । সেইভাবে জল ও স্বাস্থ্যবিধানের পরিকল্পনা করতে হবে । মানুষের শরীরে নির্জলীকরণ (dehydration) যাতে না হয় তার জন্য ন্যুনতম নিরাপদ পর্যাপ্ত পরিমানে সরবরাহ করতে হবে; এবং মর্যাদার সাথে এবং ব্যক্তিগত ও স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য, রান্নার জন্য যে পরিমাণ জলের দরকার তা সরবরাহ করা ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ❖ অস্থায়ী শিবির ও সমষ্টিকেন্দ্রে এমনকি স্থায়ী পুনর্বাসন স্থানে জলের পাম্প, পর্যাপ্ত শৌচাগার এবং স্নানের জায়গাসহ পর্যাপ্ত জল ও স্বাস্থ্যবিধানের সুবিধা নিশ্চিত করা:
  - প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ যাতে সহজে পৌঁছাতে পারে ও ব্যবহার করতে পারে; এবং
  - রাত্রে যথেষ্ট আলোর ব্যবস্থা আছে তাই নিরাপদ ।
- ❖ অস্থায়ী শিবির ও সমষ্টিকেন্দ্রে মহিলা-পুরুষদের জন্য এবং একাকী অভিভাবক পরিবারের জন্য পৃথক শৌচাগারের ব্যবস্থা করা ।
  (ক.৪-এ উল্লেখিত উপায়গুলি দেখুন ।)

খ.২.৩ আশ্রয়ের অধিকারকে সম্মান ও সুরক্ষা দিতে হবে । এতে মানুষের শান্তিতে, নিরাপদে ও মর্যাদার সাথে বসবাস করার অধিকারকে বুঝতে হবে । সেইভাবে আশ্রয় সম্পর্কিত পরিকল্পনা করতে হবে । শিবির ও সমষ্টিকেন্দ্রগুলি হল শেষ বসবাসের জায়গা হিসেবে ধরতে হবে এবং এগুলি তখনই তৈরী হবে যতক্ষন না অতিথি সৎকারকারী পরিবারের ব্যবস্থা, নিজে বেঁচে থাকার এবং দ্রুত পুনর্বাসন করা সম্ভবপর হচ্ছে । যেখানে গণআশ্রয়শিবির আছে সেখানে নিম্নলিখিত নীতিগুলি মান্য করতে হবে:

অ) সমষ্টিকেন্দ্রের বা শিবিরের বাইরে ও ভিতরে প্রভাবিত মানুষদের স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে দিতে হবে । এই ধরণের ঘোরাফেরা করাকে বন্ধ করা যাবে না যদি তা ওই এলাকার জনগণ বা বসবাসকারীদের স্বাস্থ্য বা সুরক্ষা বিঘ্নিত না করে । যদি কোনো বাধা থাকে তাহলে খুব প্রয়োজন ছাড়া সেই বাধাকে বাড়ানো যেন না হয়; এবং

আ) নাগরিক চরিত্র সবসময় বজায় রাখতে হবে, সশস্ত্র বাহিনীর উপস্থিতি মেনে নেওয়া যাবে না যদি না পুলিশ বা সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা নিরাপত্তা দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে । যেখানে সশস্ত্র বাহিনীর উপস্থিত, সেখানে নাগরিকদের থেকে তাদেরকে আলাদা করে রাখতে হবে । যদি তাদের মধ্যে কেউ ওই জায়গায় বসবাসকারী পরিবারের সদস্য হয় তাহলে তাকে ওই জায়গায় অস্ত্র নিয়ে সশস্ত্র বাহিনীর পোষাক পরে আসা যাবে না ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ❖ অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত মানুষদের অতিথি সৎকারকারী সম্প্রদায়ের সাথে থাকাকে অগ্রাধিকার দেওয়া (আশ্রয় কর্মসূচিতে নগদে সহায়তা, বা ঘরবাড়ির আরো বিস্তার করার জন্য দ্রব্যাদিসহ খাদ্য ছাড়া অন্য দ্রব্য, যেমন যথাযথ হবে), বা প্রাসঙ্গিক স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে গোষ্ঠী বাড়ি বা অব্যবহৃত বাড়ি ব্যবহার করা, অপসারিত মানুষদের অবিধিবদ্ধ ভাবে জনগণের জমিতে থাকতে দেওয়ার অনুমতি করিয়ে নেওয়া;
- ❖ এমন জায়গা তৈরী করা যেখানে মহিলা, একা হোক বা শিশু সমেত নিরাপদ ও সুরক্ষিত মনে করতে পারে;
- ❖ যতদূর সম্ভব সাংস্কৃতিকভাবে স্বীকার্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা বিশেষত: মহিলা ও শিশুদের একান্ততা রক্ষা করা;
- ❖ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা বৃদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য (বয়সের অনুকূল আশ্রয় গৃহ) নিরাপদ, সঙ্গতিপূর্ণ, যথাযথ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা; এবং
- ❖ শিবির বা সমষ্টিকেন্দ্রগুলি এমন জায়গায় অবস্থিত হবে যেখান থেকে জীবিকাপ্রসার ও চাকরী সংক্রান্ত সুবিধা সহজে পাওয়া যায় ।

খ.২.৪ অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত মানুষদের কাছে যদি বিকল্প ব্যবস্থা না থাকে তথা অত্যন্ত আবশ্যক হলে তাকে অব্যবহৃত ব্যক্তিগত বাড়ি, জমি ব্যবহার করার জন্য অনুমতি দিতে হবে । প্রভাবিত নিজ সম্পত্তির মালিকদের এই ধরণের কাজের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে । যথাযথ প্রক্রিয়ার গ্যারেন্টি এবং পক্ষপাতহীন আইনি প্রক্রিয়া করার হবে এই মর্মে প্রতিটি পার্টিকে নিশ্চিত করতে হবে ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ❖ অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত মানুষদের অস্থায়ী ব্যবস্থার জন্য অব্যবহৃত জনগণের বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি, জমি এবং স্বত্ত্ব বন্টনের উদ্দেশ্য এবং কার্যকরী পদ্ধতি স্থাপন করা;
- ❖ অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত মানুষদের নথীভুক্ত করা যারা স্বেচ্ছায় বা দক্ষ কর্তৃপক্ষের আদেশে অব্যহৃত সার্বজনিক বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি, জমি বা স্বত্ত্ব দখল নিয়েছে বা ব্যবহার করছে;
- ❖ যে মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখল নেওয়া হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণের নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ পদ্ধতি স্থাপনা করা; এবং

❖ অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত মানুষ যারা সম্পত্তির দখল নিয়েছে তাদের সাথে যদি সম্পত্তির মালিকদের দ্বন্দ্ব হলে প্রতিটি পার্টি যাতে আইনি নিয়মের সুবিধা পেতে পারে তার জন্য মধ্যস্থতা করা ।

খ.২.৫ স্বাস্থ্যের অধিকারকে সম্মান ও সুরক্ষা দিতে হবে । সময়মত ও যথাযথ সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং বৈষম্যহীনভাবে লিঙ্গ-সচেতন স্বাস্থ্যের যত্নের অধিকার হিসেবে এমনকি স্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক তত্ত্ব (যেমন নিরাপদ পানীয় জল এবং পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যবিধান, পর্যাপ্ত নিরাপদ পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ এবং ঘরবাড়ি), স্বাস্থ্যকর পেশাগত এবং পরিবেশগত অবস্থা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসহ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষা ও তথ্য প্রভৃতির অধিকারকে বুঝতে হবে । সেইভাবে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিকল্পনা করতে হবে । বিশেষভাবে নজর দিতে হবে :

(অ) যে ব্যক্তিদের চিকিৎসার প্রয়োজন তাদের চাহিদার দিকে নজর দিতে হবে, মানসিক স্বাস্থ্য এবং মনস্তত্ত্ব-সামাজিক দেখাশোনা সহ এটা জানা যে সমস্যা ও চাহিদা আগে থেকেই আছে, না আপদকালীন অবস্থায় হয়েছে বা মানবতাবাদী কাজের সাথে সম্পর্কিত;

(আ) মহিলা ও যুবতীদের স্বাস্থ্য বিষয়ক চাহিদানুযায়ী স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছানো, এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর গুরুত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা করা, মাতৃ অসুস্থতা ও মাতৃমৃত্যু কমানোর ব্যবস্থা করা, যৌন শোষণ বন্ধ করা এবং এইচ.আই.ভি রোধ করা, যথাযথ ওষুধ ও স্বাস্থ্যকর বস্তু সরবরাহ করা; পরিবার পরিকল্পনা এবং আপদকালীন প্রসূতি বিষয়ক চিকিৎসাসহ প্রজনন ও বিশেষ স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছানো;

(ই) প্রভাবিত মানুষের মধ্যে এইচ.আই.ভি/এইডস সহ সংক্রামক ও ছোঁয়াচে রোগ রোধ করা;

(ঈ) আহত লোক বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদার জন্য বিশেষ পরিষেবা;

(উ) দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা; এবং

(ঊ) প্রাথমিক স্তরে গোষ্ঠীভিত্তিক মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা এমনকি বিশেষ মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করা এবং মানসিক বিকারগ্রস্ত মানুষের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করা ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

❖ আপদকালীন অবস্থার আগে প্রথম থেকেই মহিলাদের জন্য যথাযথ ও সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল স্বাস্থ্য পরিষেবা ইতিমধ্যেই আছে এবং সেগুলি মহিলা ও যুবতীরা ব্যবহার করতে পারে তা নিশ্চিত করা;
❖ বিনামুল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া বিশেষত: আপদকালীন পরিস্থিতিতে;
❖ প্রয়োজনে মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী এবং মহিলা দোভাষী পরিষেবা কেন্দ্রে পর্যাপ্ত সংখ্যায় থাকবে তা সুনিশ্চিত করা;
❖ আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসনের চাহিদাকে পূরণ করা এবং দীর্ঘকালীন ক্ষতির থেকে বাঁচানো;
❖ মাহিলা ও যুবতী এবং একইভাবে প্রাসঙ্গিক পুরুষ ও যুবকদের কাছে আন্তর্জাতিক মান অনুসারে সহজ, নিরাপদ ও সম্পূর্ণ প্রজনন স্বাস্থ্যের পরিষেবা (পরিশিষ্ট ৩ দেখুন) এবং পরিবার পরিকল্পনা, যৌন সংক্রামিত রোগের পরীক্ষা ও চিকিৎসাসহ অন্যান্য পরিষেবা পৌঁছানো নিশ্চিত করা;
❖ যৌন শোষণের শিকার এবং তার সন্তানের যেখানে প্রয়োজন সহজলভ্য, লিঙ্গবৈষম্য-সচেতন পরামর্শ (কাউন্সেলিং) এবং পরিষেবা প্রদান করা;
❖ তাৎক্ষনিক আপদকালীন সময়ে এবং পুনরাবস্থায় দীর্ঘ সময় ধরে ফিরে যাওয়ার প্রচেষ্টাতে শিশু ও বয়:সন্ধির ব্যক্তিদের জন্য সাংস্কৃতিকভাবে যথাযথ গোষ্ঠী ভিত্তিক মনস্তত্ত্ব-সামাজিক সহায়তাকে অন্তর্ভূক্ত করা । গোষ্ঠী ভিত্তিক মনস্তত্ত্ব-সামাজিক সহায়তাকে বিদ্যমান গোষ্ঠী পরিষেবাতে (যেমন-বিদ্যালয় পাঠক্রম, যুবসংঘে এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রে) সংযুক্ত করা । চাহিদা ও যথাযথতা অনুযায়ী মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করা;
❖ স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরী করার সময়ে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সাংস্কৃতিকভাবে যথাযথ পৃথক অপেক্ষা করার ঘর থঅকবে তা নিশ্চিত করা । প্রভাবিত মানুষের সাংস্কৃতিক প্রথা ও সামাজিক কাঠামো অনুযায়ী, এবং বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্য সমস্যায় পীড়িত ব্যক্তিদের জন্য ঢাকা জায়গা থাকবে যা উন্মুক্ত সর্বজনীন স্থান থেকে দেখা যাবে না ।
❖ মাদকাসক্তদের জন্য কর্মসূচি থাকবে এবং বিপর্যয়ের পর মাদকাসক্তি ও অন্যান্য বিষাক্ত দ্রব্য বিষয়ে গোষ্ঠীভিত্তিক সচেতনতা শিবির করতে হবে;
❖ স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রের সামনে শিবির ও সমষ্টিকেন্দ্র এমনকি স্থায়ী পুনর্বাসনের বাবস্থা করতে হবে, যদি কোনও কারণে তা না হয় তাহলে ওই জায়গায় স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে;

❖ স্থানীয় সরকার এবং আইন প্রণয়নকারী আধিকারিক ও মানবতাবাদী কর্মীদের মধ্যে এইচ.আই.ভি/এইডস সম্পর্কে, তাদের গোপনীয়তা রক্ষা ও বৈষম্যহীনতাসহ তাদের অধিকার এবং তাদের চাহিদা সম্পর্কে শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে যাতে তারা পূর্ণভাবে বিপর্যয় প্রতিক্রিয়ায় যুক্ত হতে পারে;
❖ এইচ.আই.ভি/এইডস যুক্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা এবং তাদের প্রয়োজনে এন্টিরেট্রোভিরাল থেরাপির (antiretroviral therapy) যাতে তারা পায় তা সুনিশ্চিত করা; এবং
❖ এইচ.আই.ভি/এইডস যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য বৈষম্যের কারণগুলিকে পরিকল্পনাভুক্ত করা । যদি কোনও ব্যক্তির স্বেচ্ছায় এইচ.আই.ভি/এইডস পরীক্ষা করানোর সুবিধা দেওয়া হয়, তাহলে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে ওই ব্যক্তির সম্মতিতে এই পরীক্ষা করা হবে এবং সম্পূর্ণ গোপনীয় রাখা হবে, যাতে যদি পরীক্ষায় ইতিবাচক অর্থাৎ পজিটিভ হয় তাহলে সেই বাক্তি শিবিরে বা সমষ্টিকেন্দ্রে বা সহায়তা বন্টনের জায়গায় বৈষম্যের শিকার না হয় । বাধ্যতামূলক এইচ.আই.ভি পরীক্ষা করা যাবে না ।

খ.২.৬ শিক্ষার অধিকারকে সম্মান ও সুরক্ষা দিতে হবে । বৈষম্যহীনভাবে সকল উপলব্ধ হবে এবং সকলের এক্তিয়ারের মধ্যে, গ্রহণযোগ্য এবং ব্যপ্তি থাকবে এমনভাবে শিক্ষার অধিকারকে বুঝতে হবে । সেইভাবে শিক্ষার পরিকল্পনা করতে হবে । প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা আবশ্যিকভাবে ও বিনামূল্যে দিতে হবে । প্রতিটি শিক্ষণীয় স্তরে মধ্যস্থতা ও কাজ নিম্নলিখিত নীতি অনুযায়ী করতে হবে :

(অ) অপসারিত হোক বা না হোক, প্রতিটি শিশু ও যুবদের বৈষম্যহীনভাবে বিপর্যয়ের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিরাপদ শিক্ষা পরিবেশ যুক্ত বিদ্যালয়ে বা শিক্ষা কর্মসূচিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সহযোগীতা করতে হবে, যদি কাগজপত্র নষ্ট হয়ে যায় তাহলেও;
(আ) মহিলা ও যুবতী সহ বপর্যয় প্রভাবিত পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীদের শিক্ষায় সম্পূর্ণ ও সমান অধিকারের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে;
(ই) শিক্ষা প্রভাবিত মানুষদের সাংস্কৃতিক পরিচয়, ভাষা এবং প্রথাকে শ্রদ্ধা করবে;
(ঈ) প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে; এবং
(উ) যতদিন প্রয়োজন ততদিনই শুধু বিদ্যালয়কে সমষ্টি আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে । এই ক্ষেত্রে বিকল্প শ্রেণীকক্ষের জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা করা যেতে পারে ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

❖ শিক্ষার জন্য চাহিদা নির্ধারণের সময় বর্তমান বিদ্যালয়ের গৃহ ও সুবিধাগুলি তথা শিক্ষাকর্মীগণ, ছাত্র-ছাত্রী ও বিদ্যালয়গুলিতে বিপর্যয়ের প্রভাব নির্ণয় করা (যেমন-মৃতের/আহতের সংখ্যা; পরিবারে প্রভাব যেমন পিতামাতার মৃত্যু/সহদরের মৃত্যু/অন্যান্য সদস্যদের মৃত্যু; সম্পত্তির ক্ষতি);
❖ যেখানে সম্ভব, অস্থায়ী শিবির এবং বসতি এমনকি অসথায়ী বা স্থায়ী পুনর্বাসনের স্থান যেন বিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা সুবিধার আশেপাশে হয়;
❖ প্রারম্ভিক স্তরে প্রভাবিত মানুষদের সাথে পূর্ণ পরামর্শ করে বিদ্যালয়ে বসবাসকারী অপসারিত মানুষদের জন্য সুরক্ষিত ও বিকল্প আশ্রয় তৈরী করতে হবে এবং বিদ্যালয়কে পুনরায় শুরু করতে হবে । স্থানীয় মানুষ, বিদ্যালয়ের শিশু, তাদের মা-বাবা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিদ্যালয় পরিষ্কার করার জন্য উদ্যোগ নিতে উৎসাহিত করতে হবে যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করা যায়;
❖ আপদকালীন সময়ে চাহিদা নিরূপণের ভিত্তিতে সুযোগ পেলে বিদ্যালয়গুলি খোলার ও পড়াশোনা শুরু হওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে;
❖ বিদ্যালয়গুলির পুন:স্থাপনের সময় বা অস্থায়ী বিদ্যালয় তৈরীর সময়ে মহিলা ও ছোট ও যুবতীদের যাতায়াতের সুরক্ষার বিষয়টি মনে রাখতে হবে;
❖ বিদ্যালয়ে আসার জন্য জন্ম নথীপত্র বা অন্যান্য কাগজপত্র, বিদ্যালয়ের পোষাক, মাতা-পিতার দ্বারা দেওয়া বিদ্যালয়ে দেওয়া জিনিসপত্র প্রভৃতির বিষয়ে অস্থায়ীভাবে ছাড় দেওয়ার জন্য আলাপ-আলোচনা করতে হবে;
❖ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিশুদের বিদ্যালয়ে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সম্পদ সরবরাহ করতে হবে, যেমন :
    - বিদ্যালয়ে নথীকরণের জন্য নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গী নেওয়ার জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান এবং স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে উৎসাহ দেওয়া;

- আপদকালীন বিদ্যালয় নথীকরণের জন্য সহায়তা দেওয়া বা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিশুদের বিদ্যালয়ে ফেরার জন্য সচেতনতার প্রসার করা;
- মৃত, আহত বা অপসারিত শিক্ষকের/শিক্ষিকার জায়গায় নতুন শিক্ষক/শিক্ষিকা আপদকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সহায়তা করা;

❖ বৈষম্য ছাড়া যাতে এইচ.আই.ভি/এইডস যুক্ত শিশু, পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর শিশু, প্রতিবন্ধী শিশুরা সমানভাবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করা;

❖ বিপর্যয়ের পরে মনস্তত্ত্ব-সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি, জনস্বাস্থ্য তথ্য (এইচ.আই.ভি/এইডস রোধ সহ), ল্যান্ডমাইন সচেতনতা এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়কে বিদ্যালয়ে পাঠ্যের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা ।

শ্রেনী - গ

গৃহ; জমি ও সম্পত্তি; জীবিকা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার অধিকারের সুরক্ষা

গ.১ গৃহ; জমি ও সম্পত্তি; জীবিকা এবং স্বত্ত্বাধিকার

গ.১.১ সম্পত্তির অধিকারের সম্মান ও সুরক্ষা করতে হবে । কারুর নিজের ঘর, জমি তথা অন্য সম্পত্তি এবং তার স্বত্ত্বাধিকারকে কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়া এবং কোনো বৈষম্য ছাড়া উপভোগ করার অধিকারকে বুঝতে হবে । সেইভাবে সম্পত্তি সম্পর্কিত পরিকল্পনা করতে হবে । সম্পত্তির অধিকার ব্যক্তিগত হোক বা সমষ্টিগত হোক, সেটা প্রথাগত শিরোনামে এবং সুদীর্ঘ স্বত্ত্বাধিকারী হোক না কেন তাকে সম্মান করতে হবে ।

গ.১.২ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অপসারিত ব্যক্তিদের ছেড়ে আসা সম্পত্তি, সেটা ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত বা দেশীয় মানুষদের হতে পারে, যতদূর পারা যায় সেইসব সম্পত্তি লুঠ, নষ্ট হওয়া, অবৈধভাবে ব্যবহার বা বিক্রী করা থেকে সুরক্ষা দিতে হবে ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ছেড়ে আসা সম্পত্তির জায়গার ও স্বত্ত্বের ছবিসহ রেকর্ড রাখা;
- ছেড়ে আসা সম্পত্তির জায়গার ও স্বত্ত্বের রেকর্ড রাখার নির্দিষ্ট ফর্ম ব্যবহার করা;
- সম্পত্তি লুঠ বা ধ্বংস হতে পারে এমন জায়গায় পুলিশ বাহিনীকে রাখা; এবং
- অপসারিত মানুষদের জমি বা সম্পত্তিতে বেআইনিভাবে দখল করার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য জমি বা সম্পত্তির মালিককে কার্যকরী প্রতিবিধানের সুযোগ করে দেওয়া নিশ্চিত করা ।

গ.১.৩ ব্যক্তি মালিক বা গোষ্ঠী, যাদের জমির বা সম্পত্তির কাগজপত্র প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে হারিয়ে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে বা যাদের জমির সীমাপ্রাচীর ভেঙে গেছে তাদের বৈষম্যহীন ও সমান নিয়মে তাদের জমি ও সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য অহেতুক দেরী না করে সুবিধা দিতে হবে । তাদের এই বিষয়ে কী করতে হবে তার সম্বন্ধে তথ্য দিতে হবে ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- এই ধরণের মালিকদের আইনি পরামর্শ দেওয়া;
- শিশু ও মহিলাপ্রধান পরিবার সমেত সকলের সম্পত্তির কাগজপত্র মালিকের কাছে ফেরত পাঠানোর জন্য আলাপ-আলোচনা করা; এবং
- সম্পত্তিজনিত মামলা নিয়ে কাজ করে এমন প্রশাসনিক ও বিচারবিভাগীয় কর্তৃপক্ষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, অতিরিক্ত কর্মী এবং অন্যান্য সহায়তা দিতে হবে ।

প্রস্তুতির উপায়:

- সম্পত্তি ও মালিকানা অধিকারের জন্য জমি সংক্রান্ত অন্য কোনও তথ্য বা কাগজপত্র সুরক্ষিত রাখা ও বিপর্যয়গ্রস্ত জায়গায় না রাখা; এবং
- যেখানে পুরনো কাগজপত্র পুনরায় প্রস্তুত করা সম্ভবপর হয় না, সেখানে বিপর্যয়ের পরে মালিকানা অধিকার রক্ষা সম্পর্কিত আইন-কানুন সংশোধন করার সাথে আলোচনা করা, যেমন বিশ্বস্ত সাক্ষীর কাছ থেকে সাক্ষ্যপ্রমাণ করানো (যেমন প্রতিবেশী বা গ্রাম সমিতি) ।

গ.১.৪ বর্তমান প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা মামলা বেশী হওয়ার ফলে দেরী না করে মামলাগুলি চালাতে না পারে তাহলে জমি ও সম্পত্তির দাবীর জন্য কোনো বৈষম্য না করে সহজ নিয়মে বিশেষ পদ্ধতির কার্যাবলীর মাধ্যমে মামলাগুলির নিষ্পত্তি করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে । যদি একটি পার্টি এই সিদ্ধান্ত মেনে না নেয় তখন স্বতন্ত্র আদালত এবং ট্রাইবুনালে যেতে হবে ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- এই বিশেষ ধরণের কাজকর্মের জন্য আলাপ-আলোচনা করা;
- এই বিশেষ ধরণের পদ্ধতির জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্মী এবং অন্যান্য সহায়তা দেওয়া;

- ❖ ওই বিশেষ ধরণের পদ্ধতির কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; এবং
- ❖ প্রভাবিত মানুষদের তাদের অধিকার এবং এই পদ্ধতি কীভাবে তারা ব্যবহার করবে সে সম্পর্কে জানানো ।

প্রস্তুতির উপায়:

- ❖ এই বিশেষ ধরণের পদ্ধতির তৈরী করার জন্য বিদ্যমান আইনের সংশোধন করার জন্য আলাপ-আলোচনা করা ।

গ.১.৫ প্রভাবিত মহিলা বিশেষত: বিধবা তথা অনাথ শিশুরা যাতে তাদের ঘর, জমি সম্পত্তির দাবী করতে পারে এবং জমি, বাড়ির কাগজপত্র তাদের নামে করাতে সহায়তা করা ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ❖ এরকম ব্যক্তিদের আইনি পরামর্শ ও সহায়তা দেওয়া;
- ❖ সম্পত্তি মহিলা ও শিশুদের নামে করে দেওয়ার জন্য যেখানে প্রয়োজন আইন সংশোধন করার জন্য আলাপ-আলোচনা করা; এবং
- ❖ মহিলা ও শিশুদের অনুকূল নিয়ম তৈরী করা এবং কীভাবে তার সুবিধা তারা পাবে সে সম্পর্কে জানানো ।

গ.১.৬ জমির কাগজপত্রের অভাবের জন্য জমির মালিকানার দাবীকারী দেশীয় মানুষ ও সংখ্যালঘু জাতি, প্রথাগত মানুষদের এই দাবীর সম্মান করা ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ❖ এরকম সম্প্রদায়কে আইনি পরামর্শ ও সহায়তা দেওয়া;
- ❖ দেশীয় মানুষ ও সংখ্যালঘু জাতি, প্রথাগত মানুষদের জমির অধিকার রক্ষার জন্য যেখানে প্রয়োজন আইন সংশোধন করার জন্য আলাপ-আলোচনা করা;

গ.২ পরিবর্তনশীল আশ্রয়, গৃহ এবং উচ্ছেদ

গ.২.১ আন্তর্জাতিক মানবতাবাদী আইনানুসারে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনশীল আশ্রয়, গৃহ পর্যাপ্ততার সাথে সরবরাহ করতে হবে । এই পর্যাপ্ততার মানদন্ড হল : অভিগম্যতা বা পৌছানো, সামর্থ, অভ্যাস, সুরক্ষার সময়কাল, সাংস্কৃতিক পর্যাপ্ততা, উপযুক্ত অবস্থান এবং অন্যান্য পরিষেবার পাওয়ার সুযোগ যেমন-স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা (খ.১.২ দেখুন) । পর্যাপ্ততার আরেকটি মানদন্ড হল ভবিষ্যতের বিপর্যয়ে কম ক্ষতি হওয়া ।

গ.২.২ কোনো বৈষম্য ছাড়া যথাসম্ভব শীঘ্র আপদকালীন আশ্রয়ের অন্তর্গত অন্য আশ্রয় গৃহে বা স্থায়ী গৃহে যাওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুততার সাথে করা সম্পন্ন করা;

গ.২.৩ ভাড়াটে ও মালিকদের জন্য পরিবর্তনশীল আশ্রয় এবং স্থায়ী গৃহের কর্মসূচি পরিকল্পনা ও রূপায়ণের বিষয়ে প্রতিটি প্রভাবিত দল ও ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করতে হবে এবং অংশগ্রহণ করাতে হবে । আপদকালীন আশ্রয়ের অন্তর্গত অন্য আশ্রয় গৃহে বা স্থায়ী গৃহে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সম্পর্কিত মানুষগুলির সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত/চুক্তির প্রয়োজন ।

গ.২.৪ বাধ্যতামূলক উচ্ছেদের পরিস্থিতি ছাড়া এবং প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ এবং অংশগ্রহণে ছাড়া (গ.২.৩ উল্লিখিত) উচ্ছেদের কাজ করা যাবে না (ক১.৪ দেখুন), নিম্নলিখিত কাজগুলি অবশ্যই করতে হবে -

১) প্রভাবিত মানুষদের সাথে সঠিকভাবে পরামর্শ করার সুযোগ দেওয়া;
২) উচ্ছেদের আগে পর্যাপ্ত এবং যুক্তিসম্মত নোটিশ দেওয়া;
৩) উচ্ছেদ সম্পর্কে সময়োচিত তথ্যের জন্য ব্যবহারযোগ্য ফরম্যাট এবং ভবিষ্যতে জমির ব্যবহার;
৪) উচ্ছেদের সময় সরকারি আধিকারিকদের উপস্থিতি;
৫) উচ্ছেদকৃত মানুষদের চিহ্নিতকরণ ও নথীকরণ;
৬) যারা উচ্ছেদের কাজ করবে সেই প্রতিটি লোকের চিহ্নিতকরণ;
৭) খারাপ আবহাওয়ায় বা রাত্রে উচ্ছেদের কাজ না করা;

৮) আইনি সংস্থানের ব্যবস্থা করা; এবং
৯) যেখানে প্রয়োজন, আদালতের থেকে বিচারের জন্য আইনি সহায়তার ব্যবস্থা ।

গ.২.৫ উচ্ছেদকৃত অভ্যন্তরীণভাবে অপসারিত হওয়া মানুষদের ছেড়ে আসা সম্পত্তি এবং জিনিসপত্রের গৌণ দখলের জন্য যারা বেঘর বা মানবাধিকার লঙ্ঘন হতে পারে এমন অসুরক্ষিত পরিস্থিতিতে রাখা যাবে না । পর্যাপ্ত বিকল্প আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে যারা নিজেদের ব্যবস্থা করতে পারছে না ।

গ.৩ জীবিকা ও কাজ

গ.৩.১ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত জীবিকা ও কাজের সুবিধা-সুযোগ এমনকি অর্থনৈতিক কাজ পুনরাবস্থায় ফিরিয়ে আনার কর্মসূচিগুলিকে কোনো বৈষম্য না করে আবার শুরু করতে হবে । যতটা সম্ভব আপদকালীন প্রতিক্রিয়া বা সাড়া দেওয়ার পর্যায়ে কিছু কাজ শুরু করার উদ্যোগ নিতে হবে ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ❖ প্রভাবিত জনসংখ্যাকে পূর্ণভাবে জাননো হবে এবং পরামর্শ করা হবে এবং ভেঙে পড়া জীবিকার পুনর্বাসন ও পুন:প্রশিক্ষণ সম্পর্কে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারা সুনিশ্চিত করার জন্য গোষ্ঠীভীত্তিক কার্যবিধি ঠিক করা;
- ❖ প্রভাবিত প্রতিটি শাখার জনসংখ্যা, মহিলাসহ যেন পুন:প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মসূচিতে আসতে পারে তা সুনিশ্চিত করা, এটা মনে রাখতে হবে যে ওই দলে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের বিধিবদ্ধ বা অবিধিবদ্ধ অর্থনীতিতে অনেক লুকানো ভুমিকা থাকে সেগুলিকেও কার্যকর করা;
- ❖ পাচার, যৌন শোষণ, অত্যাচার, বলপ্রয়োগ করে দেহব্যবসায় নামিয়ে আয় বা অন্যান্য ভয়ঙ্কর ও অত্যাচারমূলক আয়ের উৎস থেকে মহিলা এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের সুরক্ষা দেওয়া এবং তাদের জীবিকার্জনের জন্য অন্য সুবিধাজনক অর্থনৈতিক কাজের সুযোগ করে দেওয়া;
- ❖ কোনো ধরণের বৈষম্য ছাড়াই যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা দীর্ঘকালীনভাবে অসুস্থ ব্যক্তি যেমন এইচ.আই.ভি/এইডস প্রভৃতি ব্যক্তিদের কাজের ও প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়া নিশ্চিত করা; এবং
- ❖ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যেন মহিলা, শিশু এবং সামাজিক, জাতিগত, ধর্মীয় বা জাতিগত সংখ্যালঘুদের ভীষন কম মজুরীতে খারাপ পরিবেশে কাজ দেয়, এমন বর্তমান সামাজিক বা বাঁধাধরা শ্রমের লিঙ্গবৈষম্যজনিত বিভাজন যাতে প্রভাব বিস্তার না করতে পারে তা নিশ্চিত করা ।

গ.৩.২ প্রভাবিত মানুষদের জীবিকার্জন ও কাজের সুযোগের জায়গা ও পরিবেশ যেন বৈষম্যহীন, অস্বাস্থ্যকর ও অসুরক্ষিত না হয় তা নিশ্চিত করা ।
(ক৪.৩ দেখুন)

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ❖ আন্তর্জাতিক মান অনুসারে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা; সঠিক মজুরী এবং সঠিক পরিবেশ অর্থনীতির ভেঙে পড়া প্রতিটি পর্যায় পুনর্গঠন/পুনর্বাসনসকল পর্যায়ে কার্যকর করতে হবে এবং এই মান সম্পর্কে প্রভাবিত মানুষরা জানেন ।

গ.৩.৩ শিবির এবং সমষ্টিকেন্দ্রগুলি এমনকি স্থায়ী পুনর্বাসনের জায়গা জীবিকা ও কাজের সুযোগ আছে এমন জায়গায় হবে যাতে প্রভাবিত মানুষরা পৌছাতে পারে এবং তার সুযোগ নিতে পারে ।

গ.৪ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা

গ.৪.১ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ ও পাওয়া যেন বিঘ্নিত না হয় বিশেষত: সেই সময়ে যখন ছাত্র-ছাত্রীরা বিপর্যয়ের দরুণ শিক্ষার জন্য খরচ করতে পারছে না ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ❖ বিপর্যয়গ্রস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার জন্য বিশেষ আর্থিক সহায়তা দেওয়া;

- বিপর্যয়গ্রস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ফি কমিয়ে দেওয়া বা মাফ করে দেওয়া;
- বিপর্যয়গ্রস্ত ছাত্র-ছাত্রীগণ যে পরীক্ষাগুলি দিতে পারেনি তার জন্য বিশেষ পাঠ ও বিশেষ পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা ।

শ্রেনী - ঘ

দলিল-দস্তাবেজ করা, আন্দোলন, পারিবারিক বন্ধনের পুন:স্থাপন, মতামত প্রকাশ এবং নির্বাচনের অধিকারের সুরক্ষা

ঘ.১ দলিল-দস্তাবেজ করা

ঘ.১.১ প্রভাবিত মানুষদের ব্যক্তিগত চিহ্নিকরণের জন্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (যেমন, জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ নথীকরণের শংসাপত্র, ব্যক্তিগত চিহ্নিকরণ ও যাতায়াতের কাগজপত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক শংসাপত্র) যদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তবে তা যতদ্রুত সম্ভব পুনরুদ্ধার কতে হবে । এই কাজের জন্য নিম্নলিখিত নীতিগুলির পালন করতে হবে :
(অ) যখন কোনো দলিল/কাগজপত্র দেওয়া হবে তখন মহিলা ও পুরুষকে সমানভাবে দেখতে হবে । মহিলাদের নিজেদের নামে দলিল বা কাগজপত্র করতে হবে ।
(আ) একাকী, অনাথ, বিচ্ছিন্ন শিশুদের নামে দলিল বা কাগজপত্র করতে হবে; এবং
(ই) নাগরিক নয় এমন প্রভাবিত ব্যক্তিদের দলিল/কাগজপত্রের ব্যপারে বিশেষ নজর দিতে হবে ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ❖ ব্যক্তিগত দস্তাবেজগুলির পুনর্বার বিতরণ করার প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে সরলীকৃত করে তাড়াতাড়ি রূপায়ন করার জন্য আলাপ-আলোচনা করা তথা এই ধরণের প্রক্রিয়ার স্থাপনা করা (যেমন, সাক্ষী / গোষ্ঠীর নেতা / বয়স্ক ব্যক্তিদের / স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে হাজির করা যারা প্রভাবিত মানুষদের চিহ্নিত করতে পারবে যেখানে অভ্যন্তরীণভাবে অপসারিত মানুষ রয়েছে; দলিল বিতরণের বা পুনর্বার বিতরণের ফি-এর পরিমাণ কম করা বা রদ করা প্রভৃতি); এবং
- ❖ দলিল বিতরণের বা পুনর্বার বিতরণের জন্য প্রভাবিত এলাকাতে ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষদের নিয়ে ভ্রাম্যমাণ দলকে পাঠানো ।

প্রস্তুতির উপায়:

- ❖ ব্যক্তিগত দস্তাবেজ/কাগজপত্র এবং তথ্য সুরক্ষিত রাখা ।

ঘ.১.২ (অ) খাদ্য এবং ত্রাণ সামগ্রীর পরিষেবা না দেওয়ার জন্য যুক্তি দেওয়ার জন্য;
(আ) ব্যক্তিদের নিরাপদ স্থানে যাওয়া বা তাদের বাড়ি ফিরে আসা বন্ধ করতে;
(ই) কাজের সুবিধা পাওয়ায় বাধা সৃষ্টি করতে;
(ঈ) শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মৌলিক পরিষেবা থেকে বিরত রাখতে
- হারিয়ে যাওয়া দস্তাবেজ/কাগজপত্রের ব্যবহার করা যাবে না

ঘ.১.৩ জমির ভোগদখল এবং মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র হারিয়ে যাওয়ার জন্য সম্পত্তির অধিকার অনুশীলন করায় বাধা দেওয়া যাবে না । (গ ১.৩ দেখুন)

ঘ.১.৪ প্রভাবিত মানুষদের মানবাধিকার সহায়তা দানকারী সংগঠনগুলি মানবতাবাদী কাজের আপদকালীন পর্যায়ে জীবন রক্ষাকারী দ্রব্যাদি ও পরিষেবা দেওয়ার জন্য পরিষেবাগ্রহণকারীদের নথীকরণ না হলেও দেরী না করে তাদের সেই পরিষেবা দান করবে ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ❖ এই বিষয়ে ব্যক্তিগত সংখ্যা (ডেটা) এবং রেকর্ড সংগৃহীত ও একত্রিত করা হয়েছে সেগুলি অপবাবহারের থেকে সুরক্ষিত রাখা ।
- ❖ ব্যক্তিগত তথ্য সঠিকভাবে সবসময়ে তালা বন্ধ করে রাখতে হবে এবং বৈদ্যুতিকভাবে পাস ওয়ার্ডসহ সুরক্ষিত করা এবং সুরক্ষিত জায়গায় তা রাখা (প্রহরীসহ);

- ❖ ব্যক্তিগত তথ্য জানানোর জন্য কঠিন নিয়ম ও নীতি প্রণয়ন করা এবং যাকে জানানো হচ্ছে তাকে চিহ্নিত করা; এবং
- ❖ তথ্য নষ্ট করে ফেলা যখনই সেই তথ্যের প্রয়োজন থাকছে না ।

প্রস্তুতির উপায়:

- ❖ মানবতাবতাবাদী কর্মীদের তথ্য আহরণ এবং মান অনুযায়ী কার্যকরী পদ্ধতির নীতি থাকতে হবে ।

ঘ.২ ঘোরাফেরার স্বাধীনতা, বিশেষত: মজবুত সমাধানের প্রেক্ষিতে[১৬]

ঘ.২.১ স্থানচ্যুত হোক বা না হোক, প্রভাবিত মানুষদের ঘোরাফেরার অধিকারের সম্মান ও সুরক্ষিত করতে হবে । তাদের সকল স্থানে যাতায়াতের জন্য তথা সেই জায়গায় বসবাস করার জন্য তথা বিপজ্জনক ক্ষেত্র ছেড়ে বাইরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপর অধিকারকে বুঝতে হবে । একে বাধা দেওয়া যাবে না যদি না : (১) আইন দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত; (২) বিশেষভাবে ব্যক্তি সুরক্ষার উদ্দেশ্যে; (৩) এর থেকে আর কোনো কম উপায় ছিল না । উচ্ছেদের ঘটনায় (উপরের ক.১৩-ক.১৭), প্রয়োজন ছাড়া অস্থায়ী পুনর্বাস দীর্ঘায়িত করা যাবে না ।

ঘ.২.২ আপদকালীন পর্যায়ের পর, অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত মানুষদের স্থানান্তরণের সহজ সমাধান দিতে হবে । সহজ সমাধানকে দীর্ঘকালীন পুন:স্থাপনের রূপে বুঝতে হবে :

- মূল স্থানে (ফেরত);
- যেখানে তাদের উদ্বাস্তু হিসেবে রাখা হয়েছে (স্থানীয় অঙ্গীভূতকরণ); বা
- দেশের অন্য জায়গায় (দেশের অন্যত্র বাস করা) ।

যদি অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত মানুষ নিজের জায়গায় ফিরতে চায়, পুনর্বাসনের জায়গায় থেকে যেতে চায় বা দেশের অন্যত্র বসবাস করতে চায় তাহলে সেই অধিকার তাদের দিতে হবে । যথাযথ উপায় যেমন, পরামর্শ, তথ্য প্রচার এবং সশরীরে দেখে আসা প্রভৃতি এই ধরণের মানুষদের জানালে তারা সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ হবে ।

ঘ.২.৩ ফিরে যাওয়া, স্থানীয়ভাবে বসবাস করা বা দেশের যে কোনো জায়গায় বসবাস করার শর্তগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তৈরী করতে হবে:

(অ) নিরাপদ ও সুরক্ষিত মনে করা, অত্যাচার বা ভয়মুক্ত এমনকি ভবিষ্যতের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে না পারার ঝুঁকি থেকে মুক্ত;

(আ) সুরক্ষিতভাবে ফিরে আসার পরে পর্যাপ্ত গৃহের সুবিধা এবং পুনর্বাসনের বা পুনর্গঠনের সমুচিতভাবে সম্ভব; এবং

(ই) সম্ভব হলে, জল, মৌলিক পরিষেবা, বিদ্যালয়, জীবিকা, বাজার প্রভৃতি সহ বৈষম্য ছাড়া তাদের নিজ জীবনে সুরক্ষিতভাবে ফিরে আসা;

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ❖ ফিরে যাওয়ার জায়গা, স্থানীয় অন্তর্ভুক্তি বা দেশের অন্যত্র বসবাসের জায়গার সুরক্ষা নির্ধারণ করা;
- ❖ ফিরে যাওয়ার, স্থানীয় অন্তর্ভুক্তি বা দেশের অন্যত্র বাস করার উপর সুসংহত ও জন তথ্য প্রচার এমনকি তৃণমূল যোগাযোগ পদ্ধতি স্থাপন করা;
- ❖ অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের ঘরবাড়ির ও সেই জায়গার অবস্থা এবং দেশের অন্যত্র পুনর্বাসনের জায়গা সম্বন্ধে ডেটাবেস, প্রচার মাধ্যম, তথ্যকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে তাদের জানানোর জন্য একটি পদ্ধতি স্থাপন করা এবং সেই জায়গায় গিয়ে দেখে আসার আয়োজন করা;
- ❖ ফিরে যাওয়ার, স্থানীয় অন্তর্ভূক্তি বা দেশের অন্যত্র বাস করার পরিকল্পনা ও বাবস্থাপনায় চিহ্নিত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ করানো এবং যেখানে প্রয়োজন বাইরে গিয়ে কাজ এবং লক্ষ্য দলের সাথে আলোচনা করা;

---

[১৬] চলাফেরার স্বাধীনতার অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি এবং সম্ভাব্য বাধা - যেমন উচ্ছেদ ও বলপ্রয়োগ করে অপসারণ করা-উপরে আলোচনা করা হয়েছে (ক১.৪ ও গ ২.৪ দেখুন) । নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী প্রাথমিকভাবে, একমাত্র নয়, বিপর্যয়ের জন্য স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের অধিকার যার দ্বারা তারা সিদ্ধান্ত নেবে যে তারা বাড়ি ফিরতে চায়, স্থানীয় জায়গায় থেকে যেতে চায় নাকি দেশের অন্যত্র জীবন নতুন করে শুরু করতে চায় ।

- ❖ পরিকল্পনার পুনর্নিমান করা তথা তাকে প্রকাশ করে সামগ্রিকভাবে জানানো এবং পরিকল্পনা কমিশনের মিটিং করা যেখানে সাধারণ মানুষ উপস্থিত থাকবে;
- ❖ বৈষম্যের ঘটনার চিহ্নিতকরণ ও তদারকি, বিশেষত: বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের গৃহ, মৌলিক পরিষেবা এবং জীবিকার সহজ সমাধান প্রদান সম্পর্কে; এবং
- ❖ স্থানীয় অন্তর্ভুক্তি বা দেশের অন্যত্র বসবাস করাতে যদি কোনো আইনি ও প্রশাসনিক বাধা থাকে তা অতিক্রম করা ।

ঘ.২.৪ স্থায়ীভাবে ফিরে আসার ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করার সময় প্রভাবিত মানুষ ও সম্প্রদায়ের অনুমতি নিতে হবে না যদি ওই থাকার জায়গা ফিরে যাওয়া বা বসবাসকারী মানুষদের দৃষ্টিতে বেশী বিপজ্জনক হওয়ার জন্য জীবন ঝুঁকিপূর্ণ থাকে এবং তার মোকাবিলা না করা যায় । এই ধরণের নিষিদ্ধতা নিম্নলিখিত শর্তে হতে পারে:

(অ) এটা আইনানুসারে হয়েছে;

(আ) প্রভাবিত মানুষদের জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে;

(ই) প্রভাবিত মানুষদের এই সিদ্ধান্তের পদ্ধতি ও কারণ জানাতে হবে;

(ঈ) পুন:স্থাপনের প্রতিটি পর্যায়ে প্রভাবিত মানুষদের সাথে পরামর্শ করতে হবে, জায়গা পছন্দ থেকে শুরু করে গৃহ তৈরী পর্যন্ত, পরিষেবা ও জীবিকার সুযোগেও, এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রূপায়নের ক্ষেত্রেও তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে; এবং

(উ) নিম্নলিখিত শর্তে প্রভাবিত ব্যক্তিরা দেশের অন্যত্র বসবাস করার সুযোগ পাবে :

- বিপর্যয়ের গৌণ প্রভাব এবং পৌনপুনিক বিপর্যয়গ্রস্ততা থেকে সেই জায়গা যেন সুরক্ষিত হয়; এবং
- সেই জায়গার গৃহ, জল, মৌলিক স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং শিক্ষা, জীবনজীবিকা, বাজার প্রভৃতি যেন প্রভাবিত মানুষের সাংস্কৃতিক দিক থেকে যথাযথ হয় ও সুরক্ষিত হয় এবং বৈষম্যহীন হয় ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ❖ প্রভাবিত ব্যক্তিদের হয়ে আলাপ-আলোচনা করা যাদেরকে জোর করে জীবন, সুরক্ষা, স্বাধীনতা, স্বাস্থ্যের ঝুঁকি আছে এমন জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বা বাস করানো হচ্ছে;
- ❖ আন্তর্জাতিক মান বহির্ভূত ভাবে বাধ্যতামূলক স্থানান্তরণ করা হচ্ছে এমন প্রভাবিত মানুষদের হয়ে আলাপ-আলোচনা করা;
- ❖ সেই ব্যক্তিদের কার্যকরী আইনি উপায় এবং বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ প্রদান করা; এবং
- ❖ তারা অন্য কোনো ভিড়যুক্ত জায়গায় আছে কিনা, রাজনৈতিক, মিলিটারী বা অর্থনৈতিক সরক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য বিপর্যয়-পরবর্তী বসতি বা পুনর্বাসন প্রকল্পগুলির তদারকি করা ।

ঘ.৩ পারিবারিক বন্ধনের পুন:স্থাপন

ঘ.৩.১ পারিবারিক একতা বজায় রাখার জন্য ত্রান কার্যের নকশা করতে হবে । অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত মানুষ যদি চায় তাদের পরিবারের সাথে একসাথে থাকবে তাহলে তাদের থাকতে দিতে হবে এবং বিপর্যয়ের প্রতিটি পর্যায়ে তাদের একসাথে থাকার জন্য সহায়তা দিতে হবে এবং তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়াকে রোধ করতে হবে ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ❖ সহায়তার আয়োজন এমনভাবে করতে হবে যে উৎকৃষ্ট সহায়তা পাওয়ার জন্য পরিবারের মানুষ একে অপরের সাথে যুক্ত থাকতে উৎসাহিত হয় । খাদ্য ও খাদ্য ছাড়া অন্যান্য দ্রব্য এতোটা পরিমাণে দেওয়া উচিত যে পরিবারের সকলের পক্ষে তা পর্যাপ্ত হয়; এবং
- ❖ যেখানে অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত মানুষরা আছে সেখানে শিক্ষার সুবিধা পৌছানো ।

প্রস্তুতির উপায়:

- ❖ ত্রান ও আনুষঙ্গিক পরিকল্পনা রচনা করার সময় পরিবারের সংখ্যা অনুমান করে নিতে হবে ।

ঘ.৩.২ প্রভাবিত মানুষদের হারিয়ে যাওয়া আত্মীয়দের সম্পর্কে খোঁজ করা তথা তাদের সম্পর্কে খবর দিতে হবে। অনুসন্ধানের প্রগতি সম্বন্ধে পরিবারের লোকেদের জানাতে হবে। যদি তারা চায় তাহলে পরিবারের পুনর্মিলন করাতে হবে, বিশেষত: শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য এই কাজ করা একান্ত প্রয়োজন।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- আপদকালীন সময় থেকেই পরিবারের মানুষদের দ্রুত খোঁজা ও পুনর্মিলন প্রক্রিয়ার স্থাপনা এবং একটি সংস্থা বা সংগঠনকে চিহ্নিত করে মানুষদের খোঁজা ও পুনর্মিলনের কাজ করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া। বেশীরভাগ সময়ে রেডক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটি (ICRC) বা জাতীয় রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এই কাজগুলি করে। এই সংগঠনগুলির সাথে সমন্বয় করা এবং সমুচিত প্রক্রিয়ার স্থাপনা করা এবং মুখ্য সংগঠনগুলিকে নথীকরণের বিশদ বিবরণ ও তাদের খোঁজ করার জন্য অনুরোধ করা।
- যে ব্যক্তি বিপর্যয়ের সময় হারিয়ে যাওয়া আত্মীয়ের খোঁজ করতে চায় তার কাছ থেকে হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের সংখ্যা, বয়স এবং লিঙ্গবিষয়ক তথ্য নিতে হবে এবং তা নথীভুক্ত করতে হবে;
- যারা নিজেদের আত্মীয়দের খোঁজ করছে তাদের সাহায্য করার জন্য তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাওয়া লোকেদের ছবি ও ভিডিও আহরণ করা;
- বিচ্ছিন্ন পারিবারিক তথ্য সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্যকে সম্মান দিয়ে সকলকে জানানোর জন্য গণ যোগাযোগ পদ্ধতি গড়ে তোলা, বিশেষত: একাকী শিশু ও তার খবর। এতে যুক্ত হতে পারে - বুলেটিন বোর্ডে ছবি লাগানো, শিবির ও গোষ্ঠী মিটিংয়ে; টি.ভি বা রেডিওতে প্রচার এবং খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন; পরিবারের সাথে ছবিসহ লিফলেট ব্যপকভাবে বন্টন; বা লেখা বার্তা পাওয়ার জন্য সেল ফোনের বন্টন;
- ব্যাপকভাবে বিভিন্ন ধরণের অঙ্কন পদ্ধতির ব্যবহার করা। এর সাথে উপরে উল্লেখ করা পদ্ধতির সাথে এগুলি যুক্ত করা যেতে পারে: শিশু হারানো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার; শিশুদের বিবৃত জায়গায় নিয়ে যাওয়া এবং একটি ভাষায় পরিবার বার্তা পরিষেবা আয়োজন করা যা প্রভাবিত মানুষরা বুঝতে পারবে;
- একবার যখন কারুর পরিবারের সদস্য চিহ্নিত হয়ে যাবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সহজসরলভাবে অপ্রয়োজনীয় প্রশাসনিক বাধা ও দেরী এড়িয়ে পারিবারিক পুনর্মিলনের ব্যবস্থা করতে হবে;
- শিশুদের ক্ষেত্রে, পরিবারের সম্পর্ক যে প্রমাণিত তা নিশ্চিত করতে হবে এবং পুনর্মিলনের আগে শিশুর ও পরিবারের সদস্যদের অনুমতি নেওয়া জরুরী; এবং
- পুনর্মিলনের সময় প্রয়োজনে মনস্তাত্ত্বিক-সামাজিক এবং বস্তুগত সহায়তা দিতে হবে, এমনকি পরিবার সদস্যরা যখন বিচ্ছিন্ন থাকে তখনও।

ঘ.৩.৩ একাকী এবং বিচ্ছিন্ন শিশুদের যত্ন নিতে হবে যতক্ষন না তারা তাদের পরিবারের সাথে পুনর্মিলিত হচ্ছে। সকল ধরণের অন্তবর্তীকালীন যত্নের ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে শিশুদের স্বার্থ রক্ষিত হয়। শিশুদের অন্তবর্তীকালীন যত্নের ব্যবস্থা এবং তাদের অধিকার সম্বন্ধে পূর্ণ তথ্য দিতে হবে, এবং দেখাশোনাকারী ব্যক্তিদের সম্পর্কে তাদের মতামতের গুরুত্ব দিতে হবে। সহদরদের একসাথে রাখতে হবে।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- বিপর্যয়ের পরপরই চিহ্নিত একাকী ও বিচ্ছিন্ন শিশুদের সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে এবং তাদের নির্দিষ্ট চাহিদা নির্ণয় করে বিদ্যমান যত্নের ব্যবস্থা নির্ধারণ করতে হবে। নথীকরণে একাকী ও বিচ্ছিন্ন শিশুদের বিশদ বিবরণ রাখা;
- আপদকালীন সময় থেকেই একাকী ও বিচ্ছিন্ন শিশুদের পরিবারের সাথে পুনর্মিলনের জন্য দ্রুত নথীকরণ, পরিবার খুঁজে বের করা এবং পুনর্মিলনের পদ্ধতির কাজ শুরু করে দেওয়া;
- ঘটনা বিশেষে যথাযথ ও সময়ানুযায়ী কাজ করার জন্য গুরুত্ব দেওয়া। বিশেষ নজর দিতে হবে শিশুপ্রধান পরিবারগুলির উপর, এমনকি একাকী ও বিচ্ছিন্ন শিশুদের উপরেও যারা এর মধ্যেই হিংসার শিকার হয়ে পড়তে পারে (যেমন-নিযুক্তি, অপহরণ, লিঙ্গবৈষম্যমূলক হিংসা);
- একাকী ও বিচ্ছিন্ন শিশুদের চিহ্নিতকরণের জন্য আরো প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন অন্য নথীকরণ তথ্যে যুক্ত করতে হবে;
- চিকিৎসার কারণে উচ্ছেদকৃত একাকী ও বিচ্ছিন্ন শিশুদের যথাযথ দলিল-দস্তাবেজ বা কাগজপত্র, যত্ন এবং সন্ধান নিশ্চিত করা;
- যদি শিশুর পরিবারের সন্ধান না পাওয়া যায় তাহলে একাকী ও বিচ্ছিন্ন শিশুদের দেখাশোনার দায়িত্ব যথাসম্ভবভাবে শিশুর ইচ্ছানুযায়ী সেই পরিবারের বন্ধু বা প্রতিবেশীদের দেখাশোনাকারী হিসেবে নেওয়া;

- ❖ অন্তবর্তীকালীন যত্ন ব্যবস্থার নিয়মিত এবং গভীর তদারকি করা যাতে একাকী ও বিচ্ছিন্ন শিশুদের সঠিকভাবে যত্ন হয় এবং শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং যৌন শোষণ ও অত্যাচার থাকে সুরক্ষা দেওয়া নিশ্চিত করা যায় । ব্যক্তিগতভাবে শিশুদের সাক্ষাৎকার নিতে দিতে হবে অত্যাচারের সম্বন্ধে খবর পাওয়ার জন্য । অত্যাচার বা শোষণের পরিস্থিতি থেকে শিশুকে/দের সেখান থেকে তৎক্ষনাত সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্য কোনো বিকল্প সমাধান খুঁজতে হবে;
- ❖ একাকী ও বিচ্ছিন্ন শিশুদের কোনো অনাথাশ্রম বা শিশুদের হোমে রাখাকে এড়িয়ে যেতে হবে । যদি খুব প্রয়োজন হয় তাহলে এটা জনগোষ্ঠীভিত্তিক সমাধান এবং অন্তিম সমাধান হিসেবে অস্থায়ী ব্যবস্থা হতে পারে যখন আর কোনো বিকল্প পাওয়া যায় না;
- ❖ শিশুদের এই থাকার জায়গাটি যেহেতু সঙ্কটপূর্ণ তাই প্রতিটি শিশুর ব্যক্তিগত রেকর্ড রাখা এবং সাবধানে তদারকি করা;
- ❖ একাকী ও বিচ্ছিন্ন শিশুদেরকে নাম নথীকরণসহ, ব্যক্তিগত পরিচয়, জন্ম শংসাপত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং জমির মালিকানা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য দিতে হবে । দ্রুত দলিল/কাগজপত্র করার পদ্ধতির স্থাপনা; এবং
- ❖ একাকী ও বিচ্ছিন্ন শিশুদের যেন বস্তুগত, অর্থনৈতিক এবং আইনি সহায়তা তাদের অধিকার অনুযায়ীই বিপর্যয়ের পরেও সমানভাবে পায় তা নিশ্চিত করা । নির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, একাকী ও বিচ্ছিন্ন শিশু বা তাদের আইনি অভিভাবকদের পরিবারের মৃত বা আহত সদস্য, পুনর্বাসন ও গৃহনির্মাণ ভাতা, জমির মালিকানা ও ক্ষতিপূরণ প্রভৃতির সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য দাবী করার সুযোগ করে দেওয়া ।

ঘ.৩.৪ দত্তক নেওয়ার প্রক্রিয়া সেইসময়ে শুরু করা যাবে যখন শিশুর পরিবারকে আর খুঁজে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না তথা পরিবারের পুনর্মিলনের কোনো সম্ভাবনা থাকবে না বা হেগ সম্মেলনে দত্তক সম্মেলনের (Hague adoption Convention, 29th May 1993) নীতি ও মান অনুযায়ী মাতা-পিতা সন্তানকে দত্তক দেওয়ার জন্য সম্মতি দিয়েছেন । দত্তক প্রক্রিয়ায় মাতা-পিতার সম্মতি, অন্য ব্যক্তির, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এবং কর্তৃপক্ষের সম্মতি একান্ত প্রয়োজনীয় এবং এই ব্যপারে জানাতে হবে । দেশের মধ্যে থাকা আত্মীয়ের দ্বারা দত্তক নেওয়াকে অগ্রাধিকার দিতে হবে । যেখানে এটা সম্ভব নয়, সেখানে শিশুর সমপ্রজাতি বা সমসংস্কৃতির মানুষকে দত্তক দেওয়া শ্রেয় ।

প্রস্তুতির উপায়:

- ❖ গোষ্ঠীর ভিতরে লালন-পালন করা এবং অতিরিক্ত জিনিস দেওয়া, যেরকম দরকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহায়তাসহ অন্তবর্তীকালীন যত্নের ব্যবস্থা করার জন্য আইনি ও প্রশাসনিক পদ্ধতি স্থাপন; এবং
- ❖ অতিথি সৎকারকারী পরিবারের বা সংগঠনের সাথে বিকল্প ব্যবস্থার আগে থেকে ঠিক করে রাখা এবং তদারকি পদ্ধতি আগে থেকে ঠিক করে রাখা ।

ঘ.৪ মতামত প্রকাশ, সমাগম এবং সংগঠন এবং ধর্ম

ঘ.৪.১ প্রভাবিত ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী বিপর্যয়ে ত্রাণ ও পুনরাবস্থায় ফিরে আসা সম্বন্ধে যদি কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে তারা জানাতে দিতে হবে । তাদের মতামতের প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া থেকে তাদের সুরক্ষা দিতে হবে । এই উদ্দেশ্য প্রভাবিত ব্যক্তিদের শান্তিপূর্ণভাবে সভা করার বা সংগঠন তৈরী করার সুযোগ দিতে হবে ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- ❖ বিপর্যয়ের ত্রাণ এবং পুনরাবস্থায় ফিরে যাওয়ার কার্যকারীতা সম্বন্ধে মহিলা, শিশু, যুব এমনকি পিছিয়ে পড়া মানুষ বা সংখ্যালঘুসহ প্রভাবিত মানুষদের মতামত প্রকাশ এবং বিচার-বিবেচনার জন্য পদ্ধতি স্থাপনা করা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; এবং
- ❖ যেখানে মানুষের সভা করাতে বা মতামত প্রকাশের মৌলিক স্বাধীনতাতে হস্তক্ষেপ করা হয়ে থাকে বা এর জন্য তাদের শাস্তি হয়ে থাকে তাহলে সেই ঘটনার তদারকি, দেখাশোনা ও ঘটনার যথাযথ অনুসন্ধানের জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি স্থাপন করা । আইন কার্যকরীদের দ্বারা এই ধরণের বিশেষ ঘটনার যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া নিশ্চিত করা ।

ঘ.৪.২ মানবতাবাদী সহায়তা দানের পরিকল্পনা ও রূপায়ণের সময় যতটা সম্ভব ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক প্রথাকে সম্মান দিতে হবে, বিশেষত: খাদ্যের সহায়তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং বসবাস এবং স্বাস্থ্যবিধানের ব্যবস্থায় ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- মানবতাবাদী কাজের সময় ধর্মীয় নেতা এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক প্রথা ও বিশ্বাস সম্বন্ধে পরামর্শ করা এবং যতটা সম্ভব মেনে চলা;
- জনহিতকর কাজের সময় সরবরাহের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ভাবে অবিবেচ্য খাদ্য এবং খাদ্য বহির্ভূত দ্রব্য এড়িয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়; এবং
- প্রথাগতভাবে লিঙ্গগত বিচ্ছিন্নতা যেখানে বিদ্যমান সেখানে পরিষেবার ব্যবস্থা ও প্রস্তুতি যেন লিঙ্গবৈষম্য সচেতন হয় তা নিশ্চিত করা ।

ঘ.৪.৩ প্রভাবিত মানুষ নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক নিয়ম-নীতি অনুসারে থাকার সুযোগ দিতে হবে যাতে তার এবং অন্যের অধিকারের সম্মান থাকে এবং এতে বৈষম্য, শত্রুতা ও হিংসা প্ররোচনা পায় না ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- বিপর্যয়ে প্রভাবিত মানুষদের শিবির, সমষ্টিকেন্দ্র তথা স্থায়ী পুনর্বাসের জায়গা খোঁজার সময় যতটা সম্ভব বিদ্যমান ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং গোষ্ঠীগৃহের কাছাকাছি স্থানকে গুরুত্ব দেওয়া । যেখানে এই সুবিধা না থাকবে সেখানে এই সুবিধাগুলিকে অন্তর্ভূক্ত করা; এবং
- দেশীয়, বিশেষ প্রজাতিগত এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জায়গাগুলি রক্ষা করা ।

ঘ.৫ নির্বাচন বিষয়ক অধিকার

ঘ.৫.১ প্রভাবিত মানুষ, অপসারিত হোক বা না হোক, ভোট দেওয়ার অধিকার এবং ভোটে দাঁড়ানোর অধিকার তাদের সম্পূর্ণভাবে দিতে হবে ।

অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা যেতে পারে :

- প্রভাবিত মানুষ, অপসারিত হোক বা না হোক, ভোটার নথীকরণ এবং ভোটদান এমনকি অফিস চালানোর সুযোগ দেওয়ার জন্য তাদের সংগঠিত করতে হবে; এবং
- অনুপস্থিত ভোটদানের পদ্ধতিতে অপসারিত ব্যক্তিদের ব্যবহার করে বা তাদের অনুমতি দেওয়া বিশেষত: দীর্ঘায়িত অপসারণের ক্ষেত্রে যেখানে ভোট দানকারীরা অস্থায়ী ভাবে বসবাস করছে সেখানে গিয়ে ভোট নেওয়া ।

পরিশিষ্ট ১ : শব্দকোষ

ব্যবহারিক নির্দেশাবলীর জন্য নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে :

মানবতাবাদী কাজে যোগদানকারী কর্মী:
আপদকালীন অবস্থায় বা তার পরে প্রভাবিত মানুষদের সুরক্ষা ও সহায়তা দানকারী আন্ত:সরকারি (আন্তর্জাতিক বা জাতীয়/আঞ্চলিক) এবং অসরকারি সংগঠন এবং সংস্থা বা সরকারি বা অর্ধ-সরকারি কার্যকর্তা ।

প্রভাবিত ব্যক্তি:
বিশেষ রকমের বিপর্যয়ের নেতিবাচক পরিণামগ্রস্ত ব্যক্তি, সে অপসারিত হোক বা না হোক; যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিপর্যয়ে ফলে আহত ব্যক্তি বা যার সম্পত্তি ও জীবিকা নষ্ট হয়েছে এবং অন্য কোনো ক্ষতি হয়েছে ।

শিবির:
বিপর্যয়গ্রস্ত উচ্ছেদ/অপসারিত মানুষদের সমষ্টিগত এবং সম্প্রদায়িক বসবাসের জন্য নতুন তৈরী অস্থায়ী আবাসস্থলসহ (যেমন, তাঁবু) । শিবির পরিকল্পনা করে বানানো যেতে পারে (উদ্দেশ্যমূলকভাবে তৈরী জায়গা, ঘটনা ঘটার আগে বা ঘটনার সময়ে তৈরী) বা স্বয়ং নির্মিত (মানবতাবাদী গোষ্ঠী বা সরকারি সহায়তা ছাড়াই আপনা থেকেই তৈরী হয়ে যাওয়া) । শিবির হল একধরণের সমষ্টিগত আশ্রয়স্থল (নীচে দেখুন) ।

সমষ্টিকেন্দ্র
বিপর্যয়গ্রস্ত উচ্ছেদ/অপসারিত মানুষদের সমষ্টিগত এবং সম্প্রদায়িক বসবাসের জন্য আগে থেকেই আছে এমন বাড়ি বা কাঠামো । এই বাড়ি বা কাঠামো বিভিন্ন ধরণের হতে পারে । এতে আছে বিদ্যালয়, হোটেল, সমষ্টিকেন্দ্র, টাউনহল, ক্রীড়া কাঠামো, হাসপাতাল, ধর্মীয় কাঠামো, পুলিশ থানা, মিলিটারী ব্যারাক, গুদাম, অব্যবহৃত কারখানা এবং অসম্পূর্ণ বাড়ি প্রভৃতি । সমষ্টিকেন্দ্র এক ধরণের সমষ্টি আশ্রয়স্থল ।

সমষ্টি আশ্রয়স্থল:
উপরে উল্লিখিত সমষ্টিকেন্দ্র এবং শিবির ।

বিপর্যয়:
একটি ভয়ানক ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি যাতে সম্প্রদায় বা সমাজের ব্যপকভাবে মানব, বস্তুগত, অর্থনৈতিক বা পরিবেশগত ক্ষতি হয় যা থেকে বাঁচার সামর্থ প্রভাবিত মানুষদের থাকে না বা সমাজ নিজেদের সম্পদ ব্যবহার করেও তাকে আয়ত্বে আনতে পারে না ।

বিপর্যয়/আপদকালীন ব্যবস্থাপনা:
সবধরণের আপদকালীন পরিস্থিতি, বিশেষভাবে প্রস্তুতি, প্রতিক্রিয়া বা সাড়া দেওয়া এবং প্রাথমিক পুনরাবস্থায় ফেরার ধাপগুলিকে সম্বধিত করার জন্য সম্পদের এবং দায়িত্বের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ।

বৈষম্য:
ব্যক্তির জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, রাজনৈতিক বা অন্য মতামত, জাতীয় বা সামাজিক উৎস, সম্পত্তি, জন্ম, বয়স, প্রতিবন্ধকতা বা অন্যান্য বিষয়ে পার্থক্যের ভিত্তিতে পৃথক আচরণ । বিশেষ কারণে বা গুরুতর উদ্দেশ্যে যদি কোনও ব্যক্তিকে সুবিধা দেওয়া হয় (যেমন, নির্দিষ্ট বিপদসঙ্কুলতা, বিশেষ চাহিদা যা অন্য কাউকে বলা যাবে না) তা এই শর্তের মধ্যে পড়বে না ।

প্রভাবিত সম্প্রদায়ের অপসারণ:
এমন সম্প্রদায় যারা বিপর্যয়ের নেতিবাচক পরিণামের জন্য নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে বা তাদের অভ্যন্তরীণভাবে অপসারিত মানুষ হয়ে অতিথি হিসেবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে বা এদের অপসারিত লোকেদের মধ্যে ফেলা হয় যারা নিজেদের বসবাসে জায়গায় ফিরে যায় বা ওই দেশের অন্য কোনো জায়গায় থেকে যায় ।

মজবুত সমাধান:

অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত সম্বন্ধিত এমন অবস্থা যেখানে অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত মানুষদের অধিক সময় ধরে সহায়তা বা সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় না এবং কোনো বৈষম্য ছাড়াই নিজেদের মানবাধিকার উপভোগ করতে পারে। এটা করতে পারা যাবে:
(অ) মূল জায়গায় পুন:স্থাপনের মাধ্যমে (ফিরে যাওয়াকে বোঝাবে);
(আ) এমন জায়গায় মজবুত স্থায়ী অন্তর্ভূক্তি যেখানে অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত মানুষ আশ্রয় নেয় (স্থানীয় অন্তর্ভূক্তি); বা
(ই) দেশের অন্যত্র স্থায়ী অন্তর্ভূক্তি (দেশের যে কোনো জায়গায় বসবাস করা)। এটি বিপর্যয়গ্রস্ত মানুষদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী (চলাফেরার অধিকার এবং বসবাসের অধিকার, অভ্যন্তরীণভাবে অপসারিতদের জন্য নির্দেশাবলী) সকল সমাধান স্বেচ্ছায় হতে হবে অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত ও মুক্ত পছন্দের ভিত্তিতে হতে হবে।

উচ্ছেদ:
সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও ভালো থাকার জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ব্যক্তিগত বা দলকে নিয়ে যাওয়া। উচ্ছেদ বলপ্রয়োগ করে করা হতে পারে যদি তার জন্য কর্তৃপক্ষের আদেশ থাকে। বেআইনিভাবে বলপ্রয়োগ করে উচ্ছেদ করা যাবে না। খুব প্রয়োজনে বিশেষ পরিস্থিতিতে আপদকালীন আবস্থায় প্রভাবিত মানুষদের সাথে পরামর্শ করে আইনানুসারে প্রভাবিত মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য করা হয়।

উচ্ছেদ কেন্দ্র:
উচ্ছেদ করা ব্যক্তিদের সমষ্টিগত আশ্রয়স্থলগুলিতে অস্থায়ীভাবে রাখা হয়।

পারিবারিক পুনর্মিলন:
পরিবারের সদস্যদের একত্রিত করার প্রক্রিয়া, বিশেষত: দীর্ঘকালীন যত্নের উদ্দেশ্য শিশু ও বয়স্ক নির্ভরশীল ব্যক্তিদের তাদের পরিবারের বা দেখাশোনাকারীদের সাথে একত্রিত করা।

বাধ্যতামূলক উচ্ছেদ:
ব্যক্তি বা পরিবারের স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের বাড়ি, জমি থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যেখানে কোন রকমের আইন বা অন্যান্য সুরক্ষার কোনো আয়োজন থাকে না। বাধ্যতামূলক উচ্ছেদের ধারণা আন্তর্জাতিক মানবতাবাদী চুক্তির শর্তের আইনের মধ্যে পড়ে না। বাধ্যতামূলক উচ্ছেদকে স্বৈরাচারী কাজ বলা যাবে না কিন্তু বলা যেতে পারে এটা এর প্রথম ধাপ।

লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য:
লিঙ্গ বিভেদের উপর মানুষের মধ্যে হয় যা হিংসার সৃষ্টি করে, এই ধরণের হিংসায় শারীরিক, মানসিক, যৌন আঘাত, হুমকি, ভয়প্রদর্শন এবং স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য স্বৈরাচারী কাজকর্ম যুক্ত থাকে যার ফলে পীড়িত ব্যক্তি তার স্বাধীনতা ভোগ করা থেকে বঞ্চিত হয়। এতে পরিবার, সাধারণ গোষ্ঠী, রাষ্ট্র এবং তার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংঘটিত শারীরিক, মানসিক, যৌন ও মনস্তাত্ত্বিক হিংসাও যুক্ত।

অতিথি সৎকারকারী সম্প্রদায়:
যে সম্প্রদায় অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত কিছু মানুষদের অতিথি হিসেবে শিবির, সমষ্টিকেন্দ্র, অবিধিবদ্ধ বসতি বা সরাসরি নিজেদের বাড়িতে আশ্রয় দেয়।

অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত ব্যক্তি:
ব্যক্তি বা সম্প্রদায় যাদের সশস্ত্র সংঘর্ষ, হিংসাত্মক পরিস্থিতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন হওয়া বা প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয় থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের ঘরবাড়ি, নিবাস ছাড়তে বাধ্য হয়েছে বা বাধ্য করা হয়ছে এবং যারা আন্তর্জাতিক সীমানা পেরোয়নি।

জীবিকা:
জীবন নির্বাহের জন্য সম্পদ ব্যবহার করা বা কোনো কাজ করা। এই সম্পদ ব্যক্তিগত দক্ষতা এবং যোগ্যতা (মানব পুঁজি), জমি, সঞ্চয় এবং যন্ত্রপাতি (ক্রমান্বয়ে প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক এবং বস্তুগত পুঁজি) হতে পারে এবং নিয়মানুগ সহায়তা গোষ্ঠী বা অনিয়মিত নেটওয়ার্ক যা কাজগুলি করাতে সহায়তা করে (সামাজিক পুঁজি)।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়:
প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে হঠাৎ করে উপস্থিত হওয়া বিপর্যয় । প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে হঠাৎ ভয়ঙ্কর প্রভাবকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলা হয় যার প্রত্যক্ষ প্রভাব মানুষের জীবনের ও কাজের উপর পড়ে । ব্যবহারিক নির্দেশাবলী লেখা হয়েছে বিপর্যয়ের আকস্মিকতার কথা মনে রেখে লেখা হয়েছে, কিন্তু এটি অন্য বিপর্যয়েও ব্যবহার করা যাবে ।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি:
যারা স্বাভাবিক মানুষদের তুলনায় লিঙ্গ, বয়স, স্বাস্থ্য পরিস্থিতি, প্রতিবন্ধকতা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত, বিশেষ সামাজিক মর্যাদা, দেশীয় মানুষ বা অভ্যন্তরীণভাবে অপসারিত এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট কারণে নিজেদের অনেক বেশী বিপদসঙ্কুল বলে মনে করে ।

সুরক্ষা:
এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গী যেখানে ব্যক্তির সকল অধিকার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার (যেখানে প্রযোজ্য) ও শরণার্থী ও মানবতাবাদী আইনের আওতাভুক্ত । সুরক্ষা হল এমন একটি পরিবেশ তৈরী করা যেখানে মানুষের প্রতি যে কোনও রকমের শোষণ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ, পুন:প্রতিষ্ঠা এবং পুনর্বাসনের মাধ্যমে মর্যাদাপূর্ণ জীবনের পরিস্থিতি বজায় রাখা ।

পুনর্বাসন:
(অ) অস্থায়ী পুনর্বাসন : স্থানচ্যুত মানুষদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে রাখা যতক্ষন না তারা নিজেদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারে বা দেশের অন্যত্র বসবাস করতে সমর্থ হয় ।
(আ) স্থায়ী পুনর্বাসন: স্থানচ্যুত মানুষদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা দেশের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গিয়ে রাখা যেখান থেকে তারা তাদের নিবাসস্থলে আর ফিরে যেতে পারে না । পুনর্বাসন স্বেচ্ছামূলক হতে পারে, অর্থাৎ প্রভাবিত মানুষদের সম্মতিতে; বা বাধ্যতামূলক অর্থাৎ সেই ব্যক্তিদের ইচ্ছা ছাড়া । দেশের অন্যত্র কোনো বসতি স্থাপনের দ্বারা মজবুত সমাধানের মাধ্যমে পুনর্বাসনকে সফল করা যায় ।

ক্ষতিপূরণ:
মানবাধিকার লঙ্ঘিত ব্যক্তিদের জন্য ক্ষতিপূরণ, পুন:স্থাপন, পুনর্বাসন পরিতৃপ্তভাবে হতে হবে । লঙ্ঘনের গভীরতা ও প্রভাব অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং এই সম্পর্কে পীড়িত ব্যক্তি যেন তার অধিকার সম্পর্কে জানতে পারে ।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের গৌণ প্রভাব:
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের গৌণ প্রভাব হল যা মূষলধারে বৃষ্টির কারণে বা ভূমিকম্পের কারণে হয় । প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের গৌণ প্রভাব শিল্পোদ্যোগের বা কাঠামোর অবস্থার কারণেও হতে পারে যেমন, জলের বাঁধ ভেঙে যাওয়া বা পাইপলাইন নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং রাসায়নিক কারখানায় ক্ষতিকারক পদার্থ বেরিয়ে আসার জন্য মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যহানি হওয়া ।

পরিশিষ্ট ২ :
বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের সুরক্ষা
আলোচ্য নির্দেশাবলীর প্রসঙ্গ নির্দেশ

কিছু মানুষ বিশেষভাবে অসুরক্ষিত অবস্থায় থাকে এবং/বা বিপর্যয়ের পরিস্থিতিতে তাদের কিছু বিশেষ চাহিদা থাকে । বিশেষ মানবাধিকারের চিন্তা এই মানুষগুলির থাকে এবং তার মধ্যে তাদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য কিছু বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে যা নির্দেশাবলীতে পদ্ধতিগতভাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে । এই পরিশিষ্টে আলোচিত নির্দেশাবলীর প্রসঙ্গ নির্দেশে নিম্নলিখিত সম্প্রদায়ের জন্য বলা হয়েছে : অভ্যন্তরীণভাবে অপসারিত মানুষ, মহিলা, শিশু, এবং যুব, বয়স্ক মানুষ, প্রতিবন্ধী মানুষ, এইচ.আই.ভি/এইডসযুক্ত মানুষ, কোনও প্রকার বাড়তি সহায়তা ছাড়া একাকী অভিভাবকপ্রধান পরিবার বা শিশুপ্রধান পরিবার, দেশীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী এবং বিশেষ জাতি গোষ্ঠীর মানুষ ।

১. অভ্যন্তরীণভাবে অপসারিত মানুষ	
নির্দেশাবলী:	
অ.১	বৈষম্যহীনতা
অ..৬	অভ্যন্তরীণ অপসারণের নিদের্শাবলী অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ অপসারিতদের চিকিৎসা
অ.৮	চাহিদা নির্ধারণ করে প্রয়োজনের ভিত্তিতে সুরক্ষা সম্বন্ধিত কাজের অগ্রাধিকার
ক.১.১	আসন্ন বিপদসঙ্কুল মানুষের জীবন, বস্তুগত অখন্ডতা এবং স্বাস্থ্যের সুরক্ষা
ক.১.২-ক.১.৮	উচ্ছেদ (স্বেচ্ছায় বা বলপ্রয়োগ করে)
ক.২	পারিবারিক ও একাকী/নি:সঙ্গ শিশুদের থেকে বিচ্ছিন্নতার থেকে সুরক্ষা
ক.৩	প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের গৌণ প্রভাব থেকে সুরক্ষা
ক.৪.১	আপদকালীন সময়ে ও তার পরে শিবির ও সমষ্টি কেন্দ্রে হিংসার বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য বিশেষ নজর দেওয়া
ক.৪..২	লিঙ্গবৈষম্য ভিত্তিক হিংসার বিরুদ্ধে সুরক্ষা
ক.৫.১ - ক.৫.৩	অতিথি সৎকারকারী পরিবার এবং সম্প্রদায়, শিবির বা সমষ্টি কেন্দ্রের সুরক্ষা
খ.১.১ - খ.১.৩	জনহিতকর জিনিসপত্র ও পরিষেবার যথাযথ ব্যবস্থা এবং মানুষ যাতে তা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা
খ.২.১	খাদ্যের সমান অধিকার
খ.২.২	শিবির ও সমষ্টি কেন্দ্রে জল ও স্বাস্থ্যবিধান
খ.২.৩	অভ্যন্তরীণভাবে অপসারিত মানুষের জন্য নিরাপদ এবং মর্যাদাপূর্ণ আশ্রয় গৃহ, বাইরের শিবিরসহ
খ.২.৪	বসবাসের জন্য অব্যবহৃত সম্পত্তি নেওয়া
খ.২.৫	স্বাস্থ্যের সমান অধিকার
খ.২.৬	অপসারিত শিশুদের পুনর্বার বিদ্যালয়ে পাঠানোর সুবিধা
গ.১.২	ফেলে আসা সম্পত্তির সুরক্ষা
গ.২.১ - গ.২.৫	উচ্ছেদের মামলায় গ্যারেন্টিসহ পর্যাপ্ত আশ্রয় গৃহ
গ.৩.৩	শিবির এবং স্থানের অবস্থান এবং জীবিকার অধিকার
ঘ.১.১	কাগজপত্র না থাকার জন্য বাড়ী ফিরে যাওয়াকে বাধা না দেওয়া
ঘ.২.১ - ঘ.২.৫	মজবুত সমাধানের পরিস্থিতিতে চলাফেরার স্বাধীনতা
ঘ.৩.১ - ঘ.৩.২	বিপর্যয় প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে পারিবারিক একতা এবং পারিবারিক পুনর্মিলন
ঘ.৪.১	বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে মতামত
ঘ.৫.১	নির্বাচনের অধিকার

২. মহিলা	
নির্দেশাবলী:	
অ.১	বৈষম্যহীনতা
অ.৩	অংশগ্রহণ এবং পরামর্শ
অ.৮	চাহিদা নির্ধারণ করে প্রয়োজনের ভিত্তিতে সুরক্ষা সম্বন্ধিত কাজের অগ্রাধিকার
ক.১.১	আসন্ন বিপদসঙ্কুল মানুষের জীবন, বস্তুগত অখন্ডতা এবং স্বাস্থ্যের সুরক্ষা
ক.৪.১	আপদকালীন সময়ে ও তার পরে শিবির ও সমষ্টি কেন্দ্রে হিংসার বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য বিশেষ নজর দেওয়া
ক.৪.২	লিঙ্গবৈষম্য ভিত্তিক হিংসার বিরুদ্ধে সুরক্ষা
ক.৪.৩	পাচার, শিশুশ্রম, দাসত্বের সমসাময়িক রূপের বিরুদ্ধে সুরক্ষা
ক.৫.২	শিবির এবং সমষ্টিকেন্দ্রে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা
খ.১.১ - খ.১.২	জনহিতকর জিনিসপত্র ও পরিষেবার যথাযথ ব্যবস্থা এবং মানুষ যাতে তা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা
খ.১.৪	মানবতাবাদী কাজকর্মে লিঙ্গভিত্তিক ভুমিকাকে সংযুক্ত করা
খ.২.১	খাদ্য বিতরণের পরিকল্পনা, নকশা এবং রূপায়নের ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ
খ.২.২	শিবির ও সমষ্টি কেন্দ্রে স্বাস্থ্যবিধানের সুবিধা পেতে সুরক্ষা
খ.২.৩	নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত আশ্রয় গৃহ
খ.২.৫	মহিলাদের স্বাস্থ্যে বিশেষ নজর দেওয়া
খ.২.৬	শিক্ষার সমান অধিকার
গ.১.৫	নিজের নামে জমির কাগজপত্র পাওয়া এবং সম্পত্তি দাবী/পুন:দাবী করতে সহায়তা
গ.২.৩	আশ্রয় ও গৃহ কর্মসূচির পরিকল্পনা, নকশাএবং রূপায়ণের ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ
গ.৩.১ - গ.৩.২	জীবিকা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের সুযোগ
ঘ.১.১	নিজের নামে কাগজপত্র তৈরীর সমান অধিকার
ঘ.৪.১	বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে মতামত

৩. শিশু, এবং যুব	
নির্দেশাবলী:	
অ.১	বৈষম্যহীনতা
অ.৩	অংশগ্রহণ এবং পরামর্শ
অ.৪	শিশুদের সর্বোৎকৃষ্ট স্বার্থ
অ.৮	চাহিদা নির্ধারণ করে প্রয়োজনের ভিত্তিতে সুরক্ষা সম্বন্ধিত কাজের অগ্রাধিকার
ক.১.১	আসন্ন বিপদসঙ্কুল মানুষের জীবন, বস্তুগত অখন্ডতা এবং স্বাস্থ্যের সুরক্ষা
ক.২.১	মাতা-পিতার সাথে শিশুদের উচ্ছেদ করা
ক.২.২	একাকী ও নি:সঙ্গ শিশুদের জন্য অস্থায়ী অন্তবর্তীকালীন দেখাশোনার ব্যবস্থা
ক.৪.১	আপদকালীন সময়ে ও তার পরে শিবির ও সমষ্টি কেন্দ্রে হিংসার বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য বিশেষ নজর দেওয়া
ক.৪.২	লিঙ্গবৈষম্য ভিত্তিক হিংসার বিরুদ্ধে সুরক্ষা
ক.৪.৩	পাচার, শিশুশ্রম, দাসত্বের সমসাময়িক রূপের বিরুদ্ধে সুরক্ষা
ক.৪.৫	সশস্ত্র বাহিনী বা দল দ্বারা শিশুদের নিযুক্তি ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে সুরক্ষা
ক.৫.২	শিবির এবং সমষ্টিকেন্দ্রে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা
খ.১.১	জনহিতকর জিনিসপত্র ও পরিষেবার যথাযথ ব্যবস্থা এবং মানুষ যাতে তা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা
খ.২.১	নির্দিষ্ট চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের জন্য অবাধ খাদ্য
খ.২.৩	নির্দিষ্ট চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের জন্য পর্যাপ্ত আশ্রয় গৃহ

খ.২.৫	মেয়েদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য-সম্বন্ধিত চাহিদায় বিশেষ নজর
খ.২.৬	শিক্ষায় সমান অধিকার এবং বিদ্যালয়ে পুনর্বার যাওয়ার সুবিধা
গ.১.৫	অনাথ শিশুদের জন্য সম্পত্তি দাবী/পুন:দাবী করতে সহায়তা
গ.৪.১	মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার অধিকার
ঘ.১.১	নি:সঙ্গ বা বিচ্ছিন্ন বা অনাথ শিশুদের নামে কাজগপত্র তৈরী
ঘ.৩.২	পারিবারিক পুনর্মিলন
ঘ.৩.৩	পারিবারিক পুনর্মিলন না হওয়া পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন বা নি:সঙ্গ শিশুদের দেখাশোনার ব্যবস্থা করা
ঘ.৪.১	বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে মতামত

৪. বয়স্ক ব্যক্তি	
নির্দেশাবলী:	
অ.১	বৈষম্যহীনতা
অ.৩	অংশগ্রহণ এবং পরামর্শ
অ.৮	চাহিদা নির্ধারণ করে প্রয়োজনের ভিত্তিতে সুরক্ষা সম্বন্ধিত কাজের অগ্রাধিকার
ক.১.১	আসন্ন বিপদসঙ্কুল মানুষের জীবন, বস্তুগত অখন্ডতা এবং স্বাস্থ্যের সুরক্ষা
ক.১.৩	উচ্ছেদের সময় বিশেষ নজর দেওয়া
ক.৪.১	আপদকালীন সময়ে ও তার পরে শিবির ও সমষ্টি কেন্দ্রে হিংসার বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য বিশেষ নজর দেওয়া
ক.৫.২	শিবির এবং সমষ্টিকেন্দ্রে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা
খ.১.১ - খ.১.২	জনহিতকর জিনিসপত্র ও পরিষেবার যথাযথ ব্যবস্থা এবং মানুষ যাতে তা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা
খ.২.১	নির্দিষ্ট চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের জন্য অবাধ খাদ্য
খ.২.২	স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থার সুবিধা পাওয়া
খ.২.৩	নির্দিষ্ট চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের জন্য পর্যাপ্ত আশ্রয় গৃহ
খ.২.৫	স্বাস্থ্যের অধিকার
ঘ.৩.২	পারিবারিক পুনর্মিলন

৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	
নির্দেশাবলী:	
অ.১	বৈষম্যহীনতা
অ.৩	অংশগ্রহণ এবং পরামর্শ
অ.৮	চাহিদা নির্ধারণ করে প্রয়োজনের ভিত্তিতে সুরক্ষা সম্বন্ধিত কাজের অগ্রাধিকার
ক.১.১	আসন্ন বিপদসঙ্কুল মানুষের জীবন, বস্তুগত অখন্ডতা এবং স্বাস্থ্যের সুরক্ষা
ক.১.৩	উচ্ছেদের সময় বিশেষ নজর দেওয়া
ক.৪.১	আপদকালীন সময়ে ও তার পরে শিবির ও সমষ্টি কেন্দ্রে হিংসার বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য বিশেষ নজর দেওয়া
ক.৫.২	শিবির এবং সমষ্টিকেন্দ্রে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা
খ.১.১ - খ.১.২	জনহিতকর জিনিসপত্র ও পরিষেবার যথাযথ ব্যবস্থা এবং মানুষ যাতে তা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা
খ.২.১	নির্দিষ্ট চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের জন্য অবাধ খাদ্য
খ.২.৫	নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যের যত্ন
খ.২.৬	প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া
গ.২.৩	আশ্রয় ও গৃহ কর্মসূচির পরিকল্পনা, নকশাএবং রূপায়ণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ
গ.৩.১	জীবিকা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের সুযোগ

ঘ.৪.১	বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে মতামত

৬. এইচ.আই.ভি/এইডস যুক্ত মানুষ	
নির্দেশাবলী:	
অ.১	বৈষম্যহীনতা
অ.৩	অংশগ্রহণ এবং পরামর্শ
অ.৮	চাহিদা নির্ধারণ করে প্রয়োজনের ভিত্তিতে সুরক্ষা সম্বন্ধিত কাজের অগ্রাধিকার
ক.১.১	আসন্ন বিপদসঙ্কুল মানুষের জীবন, বস্তুগত অখন্ডতা এবং স্বাস্থ্যের সুরক্ষা
ক.৪.১	আপদকালীন সময়ে ও তার পরে শিবির ও সমষ্টি কেন্দ্রে হিংসার বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য বিশেষ নজর দেওয়া
খ.১.১ - খ.১.২	জনহিতকর জিনিসপত্র ও পরিষেবার যথাযথ ব্যবস্থা এবং মানুষ যাতে তা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা
খ.২.১	নির্দিষ্ট চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের জন্য অবাধ খাদ্য
খ.২.৫	নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যের যত্নের অধিকার এবং এইচ.আই.ভি/এইডস প্রতিরোধ করা
খ.২.৬	শিক্ষায় সমান অধিকার এবং এইচ.আই.ভি/এইডস প্রতিরোধ করা
গ.৩.১	জীবিকা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের সুযোগ

৭. কোনও প্রকার সহায়তা ছাড়া একাকী অভিভাবকপ্রধান পরিবার বা শিশুপ্রধান পরিবার	
নির্দেশাবলী:	
অ.১	বৈষম্যহীনতা
অ.৩	অংশগ্রহণ এবং পরামর্শ
অ.৮	চাহিদা নির্ধারণ করে প্রয়োজনের ভিত্তিতে সুরক্ষা সম্বন্ধিত কাজের অগ্রাধিকার
ক.১.১	আসন্ন বিপদসঙ্কুল মানুষের জীবন, বস্তুগত অখন্ডতা এবং স্বাস্থ্যের সুরক্ষা
ক.৪.১	আপদকালীন সময়ে ও তার পরে শিবির ও সমষ্টি কেন্দ্রে হিংসার বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য বিশেষ নজর দেওয়া
ক.৫.২	শিবির এবং সমষ্টিকেন্দ্রে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা
খ.১.১ - খ.১.২	জনহিতকর জিনিসপত্র ও পরিষেবার যথাযথ ব্যবস্থা এবং মানুষ যাতে তা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা
খ.১.৪	মানবতাবাদী কাজকর্মে লিঙ্গভিত্তিক ভুমিকাকে সংযুক্ত করা
খ.২.১	নির্দিষ্ট চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের জন্য অবাধ খাদ্য
খ.২.২	শিবির ও সমষ্টি কেন্দ্রে স্বাস্থ্যবিধানের সুবিধা পেতে সুরক্ষা
খ.২.৬	শিশুপ্রধান পরিবারের জন্য শিক্ষার অধিকার
গ.১.৩	জমির দলিল ও সম্পত্তির কাগজপত্র পুনরুদ্ধারের পদ্ধতি সরল করা
গ.২.৩	আশ্রয় ও গৃহ কর্মসূচির পরিকল্পনা, নকশাএবং রূপায়ণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ
ঘ.৪.১	বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে মতামত

৮. বৈষম্যের শিকার দেশীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী এবং বিশেষ জাতি গোষ্ঠীর মানুষ	
নির্দেশাবলী:	
অ.১	বৈষম্যহীনতা
অ.৩	অংশগ্রহণ এবং পরামর্শ
অ.৮	চাহিদা নির্ধারণ করে প্রয়োজনের ভিত্তিতে সুরক্ষা সম্বন্ধিত কাজের অগ্রাধিকার
অ.৯	সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতাকে সম্মান করার জন্য সুরক্ষামূলক কাজকর্ম
ক.১.১	আসন্ন বিপদসঙ্কুল মানুষের জীবন, বস্তুগত অখন্ডতা এবং স্বাস্থ্যের সুরক্ষা

ক.৪.১	আপদকালীন সময়ে ও তার পরে শিবির ও সমষ্টিকেন্দ্রে হিংসার বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য বিশেষ নজর দেওয়া
ক.৫.২	শিবির এবং সমষ্টিকন্দ্রে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা
ক.৬.৪	মৃতব্যক্তিদের দেশীয় ও ধর্মীয় সংবেদনশীলতা দিয়ে অন্তিম কাজ করা
খ.১.১ - খ.১.২	জনহিতকর জিনিসপত্র ও পরিষেবার যথাযথ ব্যবস্থা এবং মানুষ যাতে তা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা
খ.২.৩	পর্যাপ্ত ও সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য আশ্রয় গৃহ
খ.২.৬	সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য শিক্ষার সুযোগ পাওয়া
গ.১.২	ফেলে আসা জমির সুরক্ষা
গ.১.৬	জমির টাইটেল এবং মালিকানার প্রথাগত দাবীকে সম্মান
গ.২.৩	আশ্রয় ও গৃহ কর্মসূচির পরিকল্পনা, নকশাএবং রূপায়ণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ
গ.৩.১	প্রশিক্ষন কর্মসূচি যেন এই দলগুলিকে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে না দেয় তা নিশ্চিত করা
ঘ.৪.১	বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে মতামত
ঘ.৪.২ - ঘ.৪.৩	ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক প্রথা অনুশীলন করার জন্য সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল মানবতাবাদী সহায়তা এবং অধিকার

পরিশিষ্ট ৩:
আচরণবিধি, নির্দেশাবলী এবং নিয়মাবলী সম্বন্ধে

- গ্লোবাল হেলথ ক্লাস্টার গাইড, (প্রোভিশনাল ভারসন) ২০০৯
- গ্লোবাল প্রটেকশন ক্লাস্টার ওয়ার্কিং গ্রুপ, হ্যান্ডবুক ফর দ্য প্রটেকশন অফ ইন্টারনালি ডিসপ্লেসড পার্সন, মার্চ ২০১০
- গাইডিং প্রিন্সিপলস অন ইন্টারনালি ডিসপ্লেসমেন্ট, ১৯৯৮
- হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল, ডিসেবিলিটি চেকলিস্ট ফর এমারজেন্সি রেসপন্স, ২০১০
- হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল, অ্যাক্সেসিবিলিটি ফর অল ইন অ্যান এমারজেন্সি কনটেকস্ট: এ গাইডলাইন টু এনসিওর
- অ্যাক্সেসিবিলিটি ফর টেম্পোরারি ইনফ্রাস্টাকচার, ডব্লুএএসেইচ ফ্যাসিলিটিজ, ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড কম্যুনিকেশন অ্যাক্টিভিটিজ ফর পারসেনস উইথ ডিসেবিকিটিজ এন্ড আদার ভালনারেবল পারসনস, ২০০৯
- আইএএসসি ফ্রেমওয়ার্ক ওন ড্যুরেবল সল্যুশনস ফর ইন্টারনালী ডিসপ্লেসড পারসনস, ২০১০
- আইএএসসি, উওম্যান, গার্লস, বয়েজ এন্ড ম্যান। ডিফারেন্ট নিডস-ইক্যুয়াল ওপারচুনিটিস, জেন্ডার হ্যান্ডবুক ইন হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাকশন, ২০০৬
- আইএএসসি জেন্ডার ই-কোর্স, উওম্যান, গার্লস, বয়েজ এন্ড ম্যান. ডিফারেন্ট নিডস-ইক্যুয়াল ওপারচুনিটিস, ২০০৯
- আইএএসসি গাইডলাইনস ফর অ্যাড্রেসিং এইচ.আই.ভি ইন এমারজেন্সি সেটিংস, ২০০৯
- আইএএসসি গাইডলাইনস ফর জেন্ডারবেস ভায়োলেন্স ইন্টারভেনশন ইন হিউম্যানিটেরিয়ান সেটিংস, ২০০৫
- আইএএসসি গাইডলাইনস ফর মেন্টাল হেলথ এন্ড সাইকোসোশ্যাল সাপোর্ট ইন এমারজেন্সি সেটিংস, ২০০৭
- আইএএসসি হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাকশন এন্ড ওল্ডার পারসনস:এন এসেন্সিয়াল ব্রিফ ফর হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাকটরস, ২০০৮
- আইএএসসি পলিসি অন দ্য প্রোটেকশন অফ ইন্টারনালী ডিসপ্লেসড পারসেনস, ২০০০
- আইএএসসি পলিসি প্যাকেজ অন ইন্টারনাল ডিপ্লেসমেন্ট: ইমপ্লিমেন্টিং দ্য কোলাবোরেটিভ রেসপন্স টু সিচুয়েশন অফ ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট, গাইডেন্স ফর ফর ইউ.এন হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যান্ড/অর রেসিডেন্ট কোঅরডিনেটরস অ্যান্ড কান্ট্রি টিমস, ২০০৪
- আ.সি.আর.সি/আই.আর.সি/এস.সি.ইউ.কে/ইউনেসেফ/ডব্লু.ভি.আই, ইন্টার-এজেন্সি গাইডিং প্রিন্সিপলস অন আনেকোম্প্যানিড অ্যান্ড সেপারেটেড চিলড্রেন ২০০৪
- আ.সি.আর.সি, ম্যানেজমেন্ট অফ ডেড বডিস আফটার ডিসাস্টার:আ ফিল্ড ম্যানুয়াল ফর ফার্স্ট রেসপন্ডার্স, ২০০৯
- আই.এফ.আর.সি, কোড অফ কন্ডাক্ট ফর দ্য ইন্টারন্যাশনাল রেড ক্রস এন্ড ক্রিসেন্ট মুভমেন্ট অ্যান্ড এন.জি.ওস ইন ডিসাস্টার রিলিৎ, ১৯৯২
- আই.এন.ই.ই মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড ফর এডুকেশন ইন ইমারজেন্সিস, ২০০৪
- ইন্টার-এজেন্সি ওয়ার্কিং গ্রুপ (আই.এ.ডব্লু.জি), এন্টার-এজেন্সি ফিল্ড ম্যানুয়াল অন রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ ইন হিউম্যানিটেরিয়ান সেটিংস, ২০১০
- ইন্টার-এজেন্সি গাইডিং প্রিন্সিপলস অন অ্যানঅ্যাকোম্পেনিড অ্যান্ড সেপারেটেড চিলড্রেন, ২০০৪
- পি.এ.এইচ.ও/ডব্লু.এইচ.ও/আই.সি.টি.সি/আই.এফ.আর.সি, ম্যানেজমেন্ট অফ ডেড বডিস আফটার ডিসাস্টারস, এ ফিল্ড ম্যানুয়াল ফর ফার্স্ট রেসপন্ডার্স, ২০০৬
- প্যারিস প্রিন্সিপলস: প্রিন্সিপলস রিলেটিং টু দ্য স্ট্যাটাস অ্যান্ড ফাঙ্কশনিং অফ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনস ফর প্রোটেকশন অ্যান্ড প্রোমোশন অফ হিউম্যান রাইটস, ১৯৯৩
- প্যারিস প্রিন্সিপলস: প্রিন্সিপলস অ্যান্ড গাইডলাইনস অন চিলড্রেন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আর্মড ফোর্সেস অ্যান্ড আর্মড গ্রুপস, ২০০৭
- স্ফিয়ার প্রজেক্ট-হিউম্যানিটেরিয়ান চার্টার অ্যান্ড মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ডস ইন ডিসাস্টার রেসপন্স, জেনেভা ২০১১
- ইউ.এন অ্যাকশন, রিপোর্টিং অ্যান্ড ইন্টারপ্রেটিং ডাটা অন সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স ফ্রম কনফ্লিক্ট-অ্যাফেক্টেড কান্ট্রিজ:ডু এন্ড ডোন্টস, ২০০৮

- এউ.এন.এইচ.সি.আর গাইডলাইনস অন সেক্সুয়াল অ্যান্ড জেন্ডার-বেসড ভায়োলেন্স এগেনস্ট রিফিউজিজ, রিটার্নিজ অ্যান্ড ইন্টারনালী ডিসপ্লেসড পারসনস:গাইডলাইনস ফর প্রিভেনসন অ্যান্ড রেসপন্স, ২০০৩
- এউ.এন.এইচ.সি.আর পলিসি অন ওল্ডার রিফিউজিজ, ২০০০
- ইউনাইটেড নেশনস, সেন্ট্রাল এমারজেন্সি রেসপন্স ফান্ড (সি.ই.আর.এফ) লাইফ সেভিং ক্রাইটেরিয়া, ২০১০
- ইউনাইটেড নেশনস, ডিকলারেশন অন দ্য রাইটস অফ ডিসেবল্ড পারসনস, জি.এ রেজিলিউশন ৩৪৪৭ (৩০) অফ ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৫
- ইউনাইটেড নেশনস ডিকলারেশন অন দ্য রাইটস অফ ইনডিজেনাস পিওপলস, জি.এ রেজিলিউশন ৬১/২৯৫ অফ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯
- ইউনাইটেড নেশনস ডিকলারেশন অন দ্য রাইটস অফ মেন্টালি রিটার্ডেড পারসন, জি.এ রেজিলিউশন ২৮৬৫ (২৬) অফ ২০ ডিসেম্বর ১৯৭১
- ইউনাইটেড নেশনস ডিকলারেশন অন দ্য রাইটস অফ পারসনস বিলঙ্গিং টু ন্যাশনাল অর এথনিক, রিলিজিয়স অর লিংগুইস্টিক মাইনরিটিজ, জি.এ রেজিলিউশন ৪৭/১৩৫ অফ ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯২
- ইউনাইটেড নেশনস প্রিন্সিপলস অন হাউজিং; অ্যান্ড প্রপার্টি রেসটিটিউশন ফর রিফিউজিজ অ্যান্ড ডিসেবল্ড পারসনস, ২০০৫
- ডব্লু.এইচ.ও ডিসাস্টার, ডিসেবিলিটি অ্যান্ড রিহেবিলিটেশন, ২০০৫
- ডব্লু.এইচ.ও, গাইডলাইনস ফর দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশনস, ২০০৩
- ডব্লু.এইচ.ও, ম্যানেজমেন্ট অফ ডেড বডিস ইন ডিসাস্টার সিচুয়েশনস, ২০০৪
- ডব্লু.এইচ.ও, রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ ডিউরিং কনফ্লিক্ট অ্যান্ড ডিসপ্লেসমেন্ট: এ গাইড ফর প্রোগ্রাম ম্যানেজারস, ২০০০
- ডব্লু.এইচ.ও/জি.ডব্লু.এইচ, জেন্ডার কনসিডারেসনস ইন ডিসাস্টার অ্যাসেসমেন্ট, ২০০৫
- ডব্লু.এইচ.ও/ইউ.এন.এইচ.সি.এইচ.আর, ক্লিনিকাল ম্যানেজমেন্ট অফ রেপ সার্ভাইভার্স: ডেভেলপিং প্রোটোকলস ফর ইউজ উইথ রিফিউজিজ অ্যান্ড ইন্টারনালী ডিসপ্লেসড পারসনস. রিভাইজড এডিশন, ২০০৪
- ডব্লু.এইচ.ও/ইউ.এন.এইচ.সি.আর/ইউ.এন.এফ.পি.এ, ক্লিনিকাল ম্যানেজমেন্ট অফ রেপ ই-লার্নিং প্রোগ্রাম, ২০১০
- ওয়ার্লড কনফারেন্স অন ডিসাস্টার রিডাকসন, হুগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন, ২০০৫-২০১৫; বিল্ডিং দ্য রেজিলিয়েন্স অফ নেশনস অ্যান্ড কম্যুনিটিজ টু ডিসাস্টার, ২০০৫
- ওয়ার্লড কনফারেন্স অন হিউম্যান রাইটস, ভিয়েনা ডিক্লারেশন অ্যান্ড প্রোগ্রাম ফর অ্যাকশন ১৯৯৩

The Brookings – Bern Project on Internal Displacement

1775 Massachusetts Avenue, NW
Washington, DC 20036
USA
Tel: +1 (202) 797-2477
Fax: +1 (202) 797-2970
Email: apienciak@brookings.edu
Website: www.brookings.edu/idp

All India Disaster Mitigation Institute

411 Sakar Five, Near Natraj Cinema
Ashram Road, Ahmedabad-380 009, India
Tele/Fax: +91-79-2658 2962
E-mail: bestteam@aidmi.org
Website: www.aidmi.org,
www.southasiadisasters.net